মৃত্যু-রঙ্গিনী

ডিটেক্‌টিভ-রহস্য

শরচ্চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET
1908

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ বিচারপতি

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এল্

মহানুভবেষু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্‌সেলার, সেণ্টাল্ টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর বর্ত্তমান সভাপতি, বঙ্গভাষার অকৃত্রিম মিত্র, আদর্শ হিন্দু, পরমধর্ম্মনিষ্ঠ—এই দীন অধীন গ্রন্থকারের পিতৃদেব ৺ উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাল্য-সহাধ্যায়ী, পরম-বিশুদ্ধ-স্বভাব মহাপুরুষ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের পবিত্র নামে এই সামান্য গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

কলিকাতা।
২৮শে ভাদ্র, ১৩০২।

প্রণত
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার

নিবেদন

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসখানি ভূতপূর্ব্ব "গোয়েন্দা-কাহিনী" পর্য্যায়ে "স্বামী-হত্যা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়; এবং নানাকারণে তাহার পর ইহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনাদৃত পুস্তক আর অপ্রকাশিত রাখা বিধেয় নহে, তাহাই আমরা ইহা সুচারুরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে "মৃত্যু-রঙ্গিনী" নূতন নামে প্রকাশিত করিলাম; এখন পাঠক মহোদয়গণের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে ইহার এই পুনর্জন্ম সার্থক হয়।

পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষমতাশালী প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চির-বাধিত রহিলাম।

কলিকাতা,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫।

প্রকাশক।

মৃত্যু-রঙ্গিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওগিল্‌ভি সাহেবের কথা

১

১৮৮—সালে, ২রা জুলাই তারিখে রাত্রি আটটার সময়ে আমার বাহিরের ঘরে আমি বসিয়াছি। এমন সময়ে একজন সাহেব সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের ন্যায় বটে, কিন্তু মুখের চেহারায় তেমন ভাল লোক বলিয়া বোধ হইল না। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে বসিতে বলিলাম।

তিনি বসিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে এখনই একবার অনুগ্রহ করিয়া আলিপুরে যাইতে হইবে। আমার একজন আত্মীয় অত্যন্ত পীড়িত। বোধ হয়, আপনার সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে, তিনি সময়ে সময়ে আপনার নাম করিতেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধে আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছি।"

আমি। তাঁহার নাম কি?

তিনি। ব্রজেশ্বর রায়।

আমি বলিলাম, "ওঃ ! তাঁকে আমি খুব চিনি। তিনি যখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান হয়েন, তখন একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাঁহার আত্মীয়গণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন আমরা উভয়েই কলেজে এক সঙ্গে পড়ি। তার পর আমি ডাক্তারীর দিকে গেলাম, তিনি এম্ এ, বি এল, পর্য্যন্ত পাশ করিলেন। তিনি উকীল হইলেন, আমি ডাক্তার হইলাম। আদালতে তাঁহার অতি সত্বরই পশার হইল। আমার ধীরে ধীরে উন্নতি হইতে লাগিল। যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াও ব্রজেশ্বর রায় কৃপণতা ভুলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এখন তাঁহার হইয়াছে কি ?"

তিনি। এক রকম মৃগীরোগ ! কেমন করিয়া কি হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারি না। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত ভীতা হইয়া আপনার কাছে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আমি। এখন অজ্ঞান অবস্থায় আছেন ?

তিনি। হাঁ।

আমি। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি সম্প্রতি এক ইংরাজ-মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি।

তিনি। আজ্ঞে হাঁ, আমি সেই ইংরাজ-মহিলার সহোদর।

আমি। ওঃ ! বটে বটে, তা' বেশ !

এই বলিয়া আমি সেই আগন্তুকের সহিত তখনই বাহির হইয়া গেলাম।

২

আমি ব্রজেশ্বর রায়ের শ্যালকের সহিত একখানি গাড়ী করিয়া সত্বর আলিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ-মালার সঞ্চার হইয়াছে। বায়ু-প্রভাবে তাহারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হই-তেছে। কোলাহল তখন একবারেই নিস্তব্ধ হইয়াছে। কলিকাতার মধ্যে এ সময়ে ময়দানের দৃশ্য অতি সুন্দর।

ময়দান পার হইয়া যথাসময়ে আমরা ব্রজেশ্বর রায়ের বাড়ীতে উপ-স্থিত হইলাম।

ব্রজেশ্বর রায়ের বাড়ীতে আমি পূর্ব্বে অনেকবার গিয়াছিলাম। বাড়ীখানি পুরাতন। বালি ও চুনকাম করিয়া সম্মুখের দিক্‌টা এক প্রকার পরিষ্কার রাখা হইয়াছিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য আমাকে কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইল না। কারণ, আমার সঙ্গী ব্রজেশ্বর রায়ের শ্যালক আমাকে লইয়া একবারে উপরে উঠিলেন।

দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষে শুভ্র শয্যায় শায়িত আমার বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায়কে দেখিলাম। আমরা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, আমার সঙ্গী তাঁহার ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব আসিয়াছেন।"

সহোদরের কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বর রায়ের নববিবাহিত ভার্য্যা আসন হইতে উত্থিতা হইয়া আমায় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইনি ইংরাজ-দুহিতা, আমাদের সুবিধার জন্য আমরা ইঁহাকে মিসেস্ রায় বলিব।

মিসেস্ রায়ের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। তথাপি আমরা বলিতে পারি যে, তিনি সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী। প্রৌঢ়া হইলেও এখনও যৌবনের লাবণ্যে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার মুখখানি সেরূপ চিত্তাকর্ষক না হইলেও, তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও বর্ণ-মাধুর্য্য মনোহর ছিল। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য অতুলনীয়। বর্ণ রক্তাভ গোলাপ ফুলের ন্যায়। অনতিকৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত।

ব্রজেশ্বর বাবুর পত্নীর কণ্ঠস্বর অতি কোমল ও শ্রুতিমধুর। তাঁহার দৃষ্টি স্থির। এইরূপ সুন্দরী রমণীর বদনে যেরূপ লাবণ্য বিদ্যমান্ থাকিলে উহা মনোরম হইত, সেরূপ কোন লাবণ্য উহাতে ছিল না। বরং এই রূপরাশির ভিতর হইতে তাঁহার মুখে একটা নিদারুণ কঠোরতার চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চোখ দুটি দেখিলে বোধ হয়, যেন কিছু গর্ব্বিতা।

অন্যান্য দু-চারিটি কথা-বার্ত্তার পর আমি রোগীকে পরীক্ষা করিলাম। তাহাতে অধিক সময় লাগিল না। আমার বিশ্বাস হইল যে, বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত—চেতনারহিত—অধিক দিন জীবিত থাকা সম্ভব নহে। তথাপি চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কার্য্য বিবেচনা করিয়া, মিসেস্ রায়কে কথঞ্চিৎ উৎসাহিত করিয়া এবং সহসা কোন বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, এইরূপ বুঝাইয়া তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মিসেস্ রায়ের সহোদর বলিয়া যিনি পাঠকগণের নিকট পরিচিত অর্থাৎ যিনি আমায় ডাকিয়া আনিবার জন্য আমার বাড়ীতে গিয়াছিলেন, শুনিলাম, তাঁহার নাম মিষ্টার কুক্। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিলেন। আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যারামটা কি বড় শক্ত বোধ হইল ?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, শক্ত বৈকি!"

কুক্। আমার সহোদরা মিসেস্ রায়কে ত আপনি সে কথা কিছুই বলিলেন না, বরং আরও উৎসাহজনক বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত করিয়া চলিয়া আসিলেন।

আমি। কোমলপ্রাণা রমণীগণের নিকটে আসন্ন বিপদের কথা বলা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুরতা বলিয়া বিবেচনা করি।

কুক্। মিঃ রায়ের কি বাঁচিবার আশা নাই?

আমি। আশা যে একেবারেই নাই, তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহা অতি অল্প। আমার বোধ হয়, তিনি ইহজন্মে আর কথা কহি-বেন না।

কুক্। বলেন কি, কি সর্ব্বনাশ! আমার ভগিনী এত সত্বরে পতি-হীনা হইবেন? তবে ত এ বিষয়ে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের কন্যা মিস্ মনোমোহিনীকে টেলিগ্রাফ করা উচিত।

আমি। কেন, তিনি কোথায় আছেন?

কুক্। তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি বোম্বেয় গিয়াছেন, সেখানে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের একজন সিভিলিয়ান বন্ধুর বাড়ীতে আছেন।

আমি। আমার বোধ হয়, তিনি টেলিগ্রাম পাইয়াও পিতার জীবিতাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন না।

এইরূপ আরও দুই-চারিটি কথার পর আমি একখানা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

৩

পরদিন রবিবার বেলা দশটার সময়ে আমি ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে পূর্ব্ববৎ অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া আসিলাম। এবারও মিঃ কুক্ আমাকে উপরে লইয়া গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যা সাতটার সময়ে একবার এবং তৎপরদিন সকালে পুনরায় দেখিতে গিয়া বুঝিলাম যে, তাঁহার জীবনের আর কিছুমাত্র আশা নাই। গত তিন দিনের মধ্যে তাঁহার একবারও চেতনা হয় নাই। চেতনা সম্পাদনের জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। বন্ধুবরের জীবন রক্ষার্থ অনেক চিন্তার পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধাদি প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শে নাই। সেবা-শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; মিসেস্ রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। যে প্রকার যত্ন, যে প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহার আক্ষেপ থাকিবার কোন কারণ নাই।

সোমবার বেলা তিনটার সময়ে আমি আবার বন্ধুবরকে দেখিতে গেলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই, ভাব-গতিক দেখিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। নীচের ঘরেই মিঃ কুক্ এবং মিসেস্ রায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

মিসেস্ রায় আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মিঃ কুক্ বলিলেন, "ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

আমি এই কথা শুনিয়া মিঃ কুকের সহিত উপরে উঠিলাম এবং মৃতদেহ দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোধ হয়, মিস্‌ মনোমোহিনী আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।"

মিঃ কুক্‌ অত্যন্ত দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন, "না। আমি আমার ভগিনীকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই। সুতরাং টেলিগ্রাফ করা ঘটিয়া উঠে নাই।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই একখানি গাড়ী বাড়ীর দরজায় লাগিল। সেই গাড়ী হইতে একজন নবীনা সুন্দরী অবতরণ করিলেন। দরজায় প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিলেন, "বাবা! বাবা!"

কাহারও উত্তর না পাইয়া তিনি, আমরা যে কক্ষে বসিয়াছিলাম, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নবীনা সাদা রেশমী কাপড়ের গাউন পরিহিতা, বিবিয়ানা সাজ-সজ্জায় শোভিতা। সুতরাং প্রথম দর্শনে তাঁহাকে ইংরাজ-তনয়া বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল; পরে বুঝিলাম, তিনিই মিস্‌ মনোমোহিনী—ব্রজেশ্বর রায়ের একমাত্র কন্যা। তাঁহার হাসি-হাসি মুখখানি, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় ও মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, অভাগিনী এখনও কিছু বুঝিতে পারে নাই।

গাড়ীখানি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমরা সকলে আসন হইতে উত্থিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে মিস্‌ মনোমোহিনী গৃহ-প্রবিষ্টা হইলেন।

মিসেস্‌ রায় তাঁহাকে দেখিয়াই বিস্মিতের ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন, "এই যে মনোমোহিনী এসে পড়েছে!"

মিস্‌ মনোমোহিনী অবাক্‌ হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কোথায়?"

"মনোমোহিনী, ইনি ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব——"

এই বলিয়া মিসেস্ রায় আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার জিহ্বা অবশ হইয়া গেল। মনোমোহিনী তাঁহার বিমাতার এইরূপ ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া, আমার দিকে চাহিলেন, আমি ঘাড় নাড়িলাম।

"বাবার অসুখ হয় নি ? কোন সাংঘাতিক পীড়া হয় নি ত ?" এই কথা মিস্ মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সে হাসি-হাসি মুখের উপরে যেন একটা কৃষ্ণচ্ছায়া পড়িয়া গেল। সহসা সে মূর্ত্তি যেন বিষাদময়ী পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আপনার পিতা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন ?"

এই কথা শুনিয়াই মনোমোহিনীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার বিমাতার দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "তবে আমায় আনিতে পাঠান হয় নাই কেন ?" তার পরেই আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার সাহেব ! বাবা কতদিন অসুস্থ ছিলেন ? এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমায় পত্র লিখেছেন, তখন তিনি ভাল ছিলেন।"

কুক্ সৌহার্দ্দ দেখাইবার জন্য বলিলেন, "আজই আমি আপনাকে টেলিগ্রাফ কর্‌ব মনে করেছিলেম, এমন সময়ে এই বিপদ্ ঘট্‌লো——"

সহসা মনোমোহিনীর মুখভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমি আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"বিপদ্ ঘট্‌লো—বিপদ্ ঘট্‌লো ! একি কথা ? বাবা কি তবে জীবিত নাই ?" এই কথা বলিয়াই মিস্ মনোমোহিনী আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার সাহেব ! আপনি বোধ হয়, আমার পিতার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আপনি আমায় বলিতে পারেন, কি ঘটনা ঘটিয়াছে ? সত্য কথা বলুন—আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

এ অবস্থায় আমি কি বলিব, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না ; অথচ উত্তর না দেওয়ায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা হয়। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম, "আপনার পিতা, আমার বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় অৰ্দ্ধঘণ্টার কিছু পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।"

অভাগিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। মাথার টুপিটি খুলিয়া লইয়া পিয়ানোর উপরে ফেলিয়া দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "চল, আমায় উপরে নিয়ে চল——"

মিসেস্ রায় কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। আমার নিজের অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

মিসেস্ রায় যখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবার সময় পাইলেন, তখন ধীরে ধীরে মিস্ মনোমোহিনীর কাছে গিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "বাছা! এখন তোমার উপরে যাওয়া উচিত নয়। সে দৃশ্য তুমি এখন দেখিতে পারিবে না—তুমি তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পার, ততক্ষণ তোমার পিতার মৃতদেহ দেখিবার জন্য চেষ্টা করিও না। উঃ—সে অতি ভয়ানক! অতি ভীষণ দৃশ্য! তোমার কোমল প্রাণে তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না।"

মনোমোহিনী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "না, আপনি আমায় সেইখানে লইয়া চলুন। আমি এখন সব সহ্য করিতে পারিব। আমি এখন কতকটা প্রকৃতিস্থ——"

মনোমোহিনীর মুখ হইতে সমস্ত কথা বাহির হইতে-না-হইতেই মধ্যপথে বাধা দিয়া তাঁহার বিমাতা মিসেস্ রায় বলিলেন, "ডাক্তার

সাহেব এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। উনি এখনই তোমায় বলিতে পারিবেন, আমি ঠিক কথা বলিতেছি কি না। যতক্ষণ তুমি প্রকৃতিস্থ হইতে না পার, ততক্ষণ উপরে গেলে তোমার বিপদ্ ঘটিতে পারে।”

“বিপদ্ ঘটিতে পারে,” আমারও প্রাণে এ কথা বাজিয়া উঠিল। আমিও ভাবিতে লাগিলাম, মনোমোহিনী যে প্রকারে নীরবে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলেন, যেরূপভাবে দুই-এক বিন্দু মাত্র অশ্রুপাতে মনের আবেগ ধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। আমি বলিলাম, “আপনার বিমাতা যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, তবে আপনার সে ভীষণ দৃশ্য দেখা উচিৎ। নহিলে আপনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। বেশী নয়, দু-চার ঘণ্টা পরে আপনি আপনার পিতার মৃতদেহ দেখিতে পারেন।”

নিরাশচিত্তে, আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মনোমোহিনী পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন্তপ্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৪

গৃহে ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সেই বিষাদময়ী প্রতিমা আমার অন্তরে তখনও বিদ্যমান্ রহিল। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে মনোমোহিনীর সেই শুভ্র বদনচন্দ্রে যে কালিমা-রেখাপাত হইয়াছিল, সেই স্মৃতি আমি বহু আয়াসেও চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে পারিলাম না। সেই নীহার-বিন্দুযুক্ত পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত লোচন, সেই বিম্বতুল্য অল্পস্ফুরিত ওষ্ঠাধর, সেই শোকসংবাদে মুখের উদ্বিগ্নভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই ঈষৎ কম্পন, তখনও আমার নয়নের সম্মুখে নৃত্য

করিতেছিল। সে রাত্রি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি নিদ্রার মুখ দেখিতে পারিলাম না। শয্যায় কখনও উন্মুক্ত, কখনও নিমীলিত নয়নে সেই চিত্রেরই আলোচনা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমাগত রোগিগণের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া যখন আমি বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময়ে মনোমোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বের সে পরিচ্ছদে এখন দেখিলাম না। পিতার মৃত্যুতে তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সাদা গাউনের পরিবর্ত্তে কালো গাউন পরিয়া শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিলেন, "আমি আপনার কাছে সাধারণ রোগীর ন্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রত্যাশায় আসি নাই। আমার এখানে আসিবার অন্য কারণ আছে।"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, "আমিও তাহা মনে করি নাই।" কারণ, আমি তাঁহার চেহারা দেখিয়াই অনুভব করিয়াছিলাম যে, কোন বিশেষ চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত। কথা কহিতে তাঁহার বাধ-বাধ হইতেছিল। তিনি সুদীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিলেন—কেহ আসিতেছে কি না, এই ভাবিয়া তিনি ঘন ঘন এ দিক্, ও দিক্ সতর্ক দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলেন।

আমি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলাম, "আপনি আমায় কি বলিতে আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন কাজ হয়, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মনোমোহিনী বলিলেন, "আপনি হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন, কেন আমি আপনাকে এরূপ অসময়ে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি; কিন্তু

আপনি আমার পিতার একজন পরমবন্ধু ও সহপাঠী শুনিয়াই, আমি একটা সৎপরামর্শের জন্য আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁহাদের সকলকে চিনি না। যাঁহাদিগকে চিনি, তাঁহাদের অনেকের বাড়ীর ঠিকানা হয় ত আমি জানি না। তা'ছাড়া তাঁহারা আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন কি না, জানি না। আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনাকে সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়া আমার সংস্কার জন্মিয়াছে। তাহাই আপনার কাছে একটি পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। আপনি কি আমায় সদুপদেশ দানে সাহায্য করিবেন না?"

আমি। আপনি আমার কাছে আসিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। আমি আপনার কি করিতে পারি, বলুন। কি বিষয়ে আপনি আমার পরামর্শ চাহেন, তাহা বলিলেই আমি আপনার কাছে আমার অভিমত প্রকাশ করিব।

"আমার কথা আপনি শুনিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন," বলিয়া মনোমোহিনী ভয়-চকিতনেত্রে পশ্চাদ্দিকে চাহিলেন এবং ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি ভয় করিতেছেন কেন? এখানে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। নিঃসন্দেহে, নিশ্চিন্তভাবে আপনি আমায় আপনার কথা বলিতে পারেন।"

এই বলিয়া আমি আসন গ্রহণ করিলাম এবং তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলাম।

মনোমোহিনী বলিলেন, "আপনি জানেন, আমার বিমাতা কল্য রজনীতে আমায় আমার পিতার মৃতদেহ দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। আমার বার বার অনুরোধ

করা সত্ত্বেও তিনি আমায় আমার পিতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেন নাই। রাগে, অভিমানে, নিরাশায়, ভগ্ন হৃদয়ে একা রাত্রি দশটার সময় আমি শয়ন করিতে যাই। চাকর-লোকজন সকলেই চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আমার পিতৃভবন ত্যাগ করিয়াছিল। কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে আমার বিমাতা আমায় এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে জবাব দিয়াছেন। শীঘ্রই নূতন লোক সকল বাহাল হইবে। কেবল একজন দাসী ছিল, তা সে-ও তখন আপনার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

"আমার নিদ্রা আসিতেছিল না। পিতার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, একটা ঘরের মধ্যে পড়িয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছিলাম। শৈশবের সকল কথা আমার মনে পড়িতেছিল। পিতার সেই আদর যত্ন, সেই সস্নেহ-বচন সকলই যেন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। আমার জননীর মৃত্যু—তার পর বাবার এই ইংরাজ-মহিলাকে বিবাহ ইত্যাদি সকল কথাই একে একে আমার স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। আমি যেন আমার পিতাকে চোখের সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত যেন আমি শুনিতে পাইলাম। তিনি যে এত সত্বর আমাকে ছাড়িয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, ইহা আমি কখনও চিন্তা করি নাই। কল্পনায়ও কখন আমার মানসপটে উদিত হয় নাই। হায়! আর আমি তাঁহার সেই স্নেহমাখা মুখখানি দেখিতে পাইব না—এ জন্মের মত তিনি আমাদের মায়া মমতা ভুলিয়া আমাদের অকূলপাথারে ভাসাইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

"জীবনে এই আমার প্রথম নিরাশার দিন। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার এই আমার প্রথম শিক্ষা। মা যখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন এতটা বুঝিতে পারি নাই। বাবার স্নেহে, যত্নে লালিত-পালিত হইয়া মাতার শোক অতি অল্পদিনমধ্যেই ভুলিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! এখন আর কে আমায় সান্ত্বনা করিবে? চিরকাল আমার মনে এই দুঃখ থাকিবে যে, পিতার সাংঘাতিক রোগে আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা হইলেও, আমায় সংবাদ পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। ভগবান্ আমায় অভাগিনী করিলেন। আর এখন সর্ব্বস্ব দিলেও পিতাকে ফিরিয়া পাইব না। এ দুর্বিষহ শোকভার আমি কেমন করিয়া বহন করিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না। এ দারুণ শেলা-ঘাত কোন্ অপরাধে আমায় সহ্য করিতে হইল?

"রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে আমি ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে শীতল বায়ু সেবনার্থ দণ্ডায়মান হইলাম। অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ক্বচিৎ একটি তারকা দৃষ্টিগোচর হয় আমি আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, সেই তারকারাণী অপেক্ষাও আমি একাকিনী। দিবার আলোক থাকিলেও আমি আমার পিতৃভবনে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতাম না, দাস দাসী সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ উদ্যানের বৃক্ষরাশি ব্যতীত আর আমি কিছুই দেখিতে পাইতাম না। বহুজনাকীর্ণ অত বড় বাড়ী তখন আমার পক্ষে যেন শ্মশানভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"আমার স্মরণ হয়, এই প্রকার চিন্তায় চিত্ত আলোড়িত করিয়া আমার মস্তিষ্ক প্রদাহ হওয়াতে আমি পালঙ্কের উপরে শয়ন করি। বোধ হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হই। তাহার পর কোথায় কি হইয়া-ছিল, কিছুই জানি না। কতক্ষণ আমি নিদ্রিত ছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমি পালঙ্কের উপরে উঠিয়া বসিলাম।

তখনও চারিদিকে অন্ধকার! মনে কেমন একটু ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। এমন সময়ে আমি একটা কিসের শব্দ পাইলাম।

"এ কিসের শব্দ! ধপ্ ধপ্ ধপ্—এ শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে? এ গভীর রাত্রে অতি সাবধানে ও অতি সন্তর্পণে কে কোথায় কি করিতেছে? ধপ্—ধপ্—ধপ্—শব্দ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, সত্যসত্যই কোন শব্দ আসিতেছে, কি আমারই মনের ভ্রম।

"সহসা আমার মনে একটা ভয়ঙ্কর চিন্তার উদয় হইল। আমার ধারণা হইল যে, মাটি খোঁড়ার শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এত রাত্রে প্রাঙ্গনভূমিতে মাটি খোঁড়ে কেন? কবর বা গোর প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে না কি? পিতাকে কি ইহারা বাড়ীতেই কবর দিবে? আরও উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, আমার যেন স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, মাটি কাটিয়া "ধুপ্—ধুপ্" শব্দে ফেলিয়া দিতেছে। কোদাল দিয়া এক-একটি কোপ মারিতেছে, আর সেই মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, এই দুই প্রকারের শব্দ সুস্পষ্টরূপে আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কখন আমার তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কখনও তাহা সত্য বলিয়া ধারণা হওয়াতে আমার মনে বড় আতঙ্কের সঞ্চার হইল। শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ঘরের ল্যাম্পটি জ্বালিয়া অল্প তেজ করিয়া রাখিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার ভয় ঘুচিল না বরং ক্রমেই তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হস্ত পদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি কি উন্মাদিনী হইলাম? জাগ্রতে কি আমি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম?

"শব্দ তখনও সেই পূর্ব্বের ন্যায় আমার কাণে আসিতে লাগিল, কিন্তু অতি মৃদুভাবে—অতি সাবধানে ও অতি সন্তর্পণে যেন মাটি

খোঁড়া হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইল। তথাপি আমি যেন তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম।

"কিয়ৎক্ষণ পরেই 'মনু—মনু—মা !' এই আহ্বান আমি শুনিলাম। কে আমার নাম ধরিয়া এত গভীর রাত্রে ডাকিতেছে ? আবার শুনিলাম,'মনু—মনু—মা আমার !'—একি ! এ যে আমার পিতার কণ্ঠস্বর ! এ স্বর যে আর আমি কখনও শুনিতে পাইব, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত সে আশা করি নাই।

"'মনু—মনু—মা আমার।'—কি সর্ব্বনাশ ! আবার সেই স্বর—সেই এক কথা ! ক্ষীণ—অতি ক্ষীণস্বরে—পিতা আমায় ডাকিতেছেন। শব্দ অতি দূরে—অনেক দূর হইতে আসিতেছে বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। পিতা কি স্বর্গে বসিয়া আমার নাম করিয়া আমায় ডাকিতেছেন ? আমি নতজানু হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিলাম, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি উন্মাদিনী হইয়া না যাই, প্রার্থনা শেষ হইলেও সেই কণ্ঠস্বর আমার কর্ণপটাহে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"অনেকক্ষণ ভয়-ভাবনার পর আমার মনে যেন কথঞ্চিৎ সাহস হইল। বার বার কি ভ্রম হইতে পারে ? বাবা কি তবে জীবিত আছেন ? ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পাদবিক্ষেপে আমি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আমি যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার পাশেই বাবার ঘর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রাতঃসমীরণ সঞ্চালিত হইবার উপক্রম হইতেছে বৃক্ষশাখায় বসিয়া দুই-একটি বায়স কোকিলকণ্ঠের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, বাড়ীর ভিতরে দুই-একটি চড়াই পাখী কিচিমিচি করিতেছে, এমন সময়ে আমি পিতার শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। হয় ত তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইব, এই আশায় তাঁহার কক্ষের দ্বারদেশে গিয়া

দাঁড়াইলাম। কিন্তু হায়! দ্বার বন্ধ, চাবি দেওয়া। পাছে বিমাতা আমায় এ অবস্থায় দেখিয়া বিরক্ত হন, পাছে আমায় কেহ কিছু বলে, এই ভাবনায় নিরাশচিত্তে ফিরিয়া আসিতেছি,এমন সময়ে আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর 'মনু—মনু!' আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

"কোথা হইতে এ শব্দ আসিতেছে? এ মর-জগতে আমরা যে স্থানের কোন সংবাদ রাখি না, যে স্থানের কথা কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না, এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কি সেই স্থান হইতে আসিতেছে? যখন আমি পুনরায় পিতার কণ্ঠস্বর শুনিলাম এবং স্পষ্টতররূপে অনুভব করিলাম, তখন কিছুতেই আর আমার কল্পনাকে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি তখন নিজ সত্তা ভুলিতে পারি, কিন্তু বাবার কণ্ঠস্বর শুনি নাই, এ কথা বলিতে পারি না। জগতের অন্য সকল স্থির নিশ্চিত বিষয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, সেই 'মনু মনু' করিয়া ডাকা আর তখন ভ্রম বলিয়া মনে করিতে পারি না। একবার নয়, দুইবার নয়, যখন ক্রমাগত ঐ কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। একবার জোর করিয়া তালা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম। নিকটেই একটা ব্র্যাকেটের উপরে আর দুইটি কুলুপ ছিল। তাহাতে যে চাবি পাইলাম, সেই চাবি দিয়া জোর করিয়া দুই-তিনবার ঘুরাইবামাত্রই তাহা খুলিয়া গেল।

"সাহস করিয়া তখন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঘরের কোথায় কি আছে, তাহা আমি জানিতাম, সুতরাং আমি নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রভাতের অল্প অল্প আলোক তখন কক্ষমধ্যে ঝিকিমিকি করিতেছিল, সুতরাং আমার বাধ বাধ ঠেকিবার কোন কারণ ছিল না। সেই শয্যা, যেখানে আমার পিতা শয়ন করিতেন, সেইখানে তিনি শয়ন

করিয়া আছেন। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল একখানি চাদরে তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত। সেই আবৃত দেহ দেখিয়াই আমার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, পিতার শবদেহের কথা তখন আমার স্মরণ হইল, তখন যেন আমি প্রকৃতপক্ষে অনুভব করিতে পারিলাম যে, আমি পিতৃহীন হইয়াছি।

"আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার মুখ দেখিতে সহসা আমার সাহস হইল না। প্রাতঃসমীরণের সহিত অল্প অল্প আলোক ক্রমে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার আতঙ্ক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমি এদিক-ওদিক চারিদিক দেখিয়া চাদরের একটি কোণ ধরিয়া তুলিলাম। জীবিতাবস্থায় শেষ দেখা করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য আমি বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম। চাদরখানি তুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি এতদূর বিস্মিত হইলাম যে, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। কি সর্ব্বনাশ! এ ত বাবার মৃতদেহ নয়! বাবার চেহারা কি রোগে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কখনই নয়।

"আবার ভাল করিয়া নীচু হইয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। বুঝিলাম, কখনই তাহা পিতার শবদেহ নহে। ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব! আমি আপনাকে শপথ করিয়া বলিতে পারি, সে মৃতদেহ কখনই আমার পিতার নয়।"

৫

মনোমোহিনী এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আবার এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখ ও নয়নভঙ্গি দেখিয়া আমার স্পষ্টই ধারণা হইল যে, তিনি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন। তখন তাঁহার আপাদমস্তক থর্‌ থর্‌ করিয়া কম্পিত হইতেছে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ আমায় দেখিতেছেন না।

তিনি যখন আমায় গত রজনীর কথা বলিতেছিলেন, তখনও যেন তিনি স্থির হইতে পারেন নাই। আমি এত ব্যগ্রভাবে তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম যে, আমার নিকট প্রত্যেক কথা বলিতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইতে দেখি নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাহার পর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন?"

মনো। আজ্ঞা হাঁ।

আমি। আপনার বিমাতা সে সময়ে আপনাকে দেখিয়াছিলেন?

মনো। না।

আমি। এইবার আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন। তার পর কি করিয়াছিলেন, বলিয়া যাইতে পারেন।

মনোমোহিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"এইরূপ দেখিয়া আমি চাদরখানি আবার ঢাকা দিলাম। শবদেহের আবরণ উন্মোচন করা রীতি এবং নীতি বিরুদ্ধ হইলেও আমি তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্যে গত জীবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় ও পাছে আমায় কেহ দেখিতে পায়, এই

ভয়ে আমি যত শীঘ্র সম্ভব, পলায়ন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলাম। আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া, যেমন করিয়া কুলুপের চাবি খুলিয়াছিলাম, সেই রকম করিয়া আবার চাবি দিলাম। তার পর সেই চাবিটি আবার ব্র্যাকেটের উপর তুলিয়া রাখিলাম। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, আমি এই বিষয়ে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তখন যেন আমার মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল—ভাবিবারও ক্ষমতা ছিল না। সকলই যেন অন্ধকারময়! সকলই যেন রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম! কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ করিতেছিল! বক্ষঃস্থল দুরু দুরু করিতেছিল ও অবশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তথাপি আমি বলিতে পারি যে, সেই আপাদমস্তক আবৃত দেহ, কখনই আমার পিতার শবদেহ নয়।"

আমি। তাহা হইলে আপনি আপনার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন?

মনোমোহিনী বলিলেন, "তাও আমি ঠিক করিয়া আপনাকে বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমি আমার নিজের কথায় ও নিজের জ্ঞানের উপরেও সন্দেহ করি। এখনও যেন আমার চারিদিক অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতেছে, এখনও আমি নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি। আপনি স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, সেই আপাদমস্তক আবৃত দেহ আপনার পিতার নয়?

মনো। না, সে মৃতদেহ কখনই আমার পিতার নয়; কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহার কি হইল? তিনি কোথায় গেলেন? সেই কণ্ঠস্বর! গত রজনীতে আমি তাঁহারই কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিয়াছি, এটি কিছুতেই মিথ্যা হইতে পারে না। কাহার জন্য কবর উন্মুক্ত করা

হইতেছিল ? পিতা কি তবে এখনও জীবিত আছেন ? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। আমার ধারণা, তিনিই আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় ? তাঁহাকে ইহারা কোথায় রাখিয়াছে ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার এ সমস্যা কি, আপনি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন ? এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত, আপনি আমায় একটা সৎপরামর্শ দিতে পারেন ?

আমি জানিতাম, ব্রজেশ্বর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, স্বচক্ষে আমি সে মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং মনোমোহিনীর কথায় আমার প্রত্যয় জন্মিল না। আমি বলিলাম, "সাহায্য করিবার হইলে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য করিতাম।"

মনোমোহিনী যেন কথঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব ! আপনি অনায়াসে আমায় সাহায্য করিতে পারেন। আপনি মনে করিলে, এখনি আবার সে মৃতদেহ দেখিবার জন্য জোর করিতে পারেন। দেখিতে পাইবেন, সে মৃতদেহ কখনই আমার পিতার নয়। আপনি যখন তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছেন, তখন এ সকল বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অনায়াসে আপনি এ বিষয়ে রীতি-মত অনুসন্ধান করাইতে পারেন। তা'হলে নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে, এই ঘটনার মধ্যে একটা ভয়ানক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "এখন পুনরায় সে মৃতদেহ দেখিবার জন্য যদি অনুরোধ করি, তা'হলে তাঁহাদের উপরে আমার সন্দেহ করা হয়। তিন-চার দিন আপনার পিতার চিকিৎসা করিয়া আমার মনে যখন স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁর বাঁচিবার আর কোন আশা নাই, তখন কেমন করিয়াই বা আমি তাঁহাদের উপরে সন্দেহ করি ? বিশেষতঃ, আপনার মাতা——"

বাধা দিয়া মনোমোহিনী কহিলেন, "না—না—ও কথা বলিবেন না। ও কথা শুনিলেও আমার কষ্ট হয়। যে ইংরাজ-মহিলাকে বাবা বিবাহ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে আপনি আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছেন, তিনি আমার মাতা নহেন। আমি তাঁহাকে চিনি না। তাঁহার বিষয় আমি কিছুই জানি না। বাবা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাঁহার বিষয় খুব সামান্যরূপ জানিতেন। তাঁহার সহিত পিতার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাদের সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার সহোদর মিঃ কুকের সহিত কলিকাতাভিমুখে আসিতেছিলেন। বিমাতার বংশ বিবরণ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতাম না; কিন্তু আমাদের বিষয় তিনি নিশ্চয় সমস্তই সন্ধান লইয়াছিলেন।

আমি। সে কি রকম?

মনো। বাবা ওকালতিতে বড অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার আয়-ব্যয় প্রায় সমানই ছিল। সম্প্রতি আমার পিতা তাঁহার কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোকদ্দমায় বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, তবে তিনি জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কেন, আপনি কি এ সকল কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই?

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর উত্তর করিলাম, "হাঁ—হাঁ—স্মরণ হয় বটে, নয় দিন ধরিয়া সে মোকদ্দমা হয়। তাহাতে আপনার পিতাই জয়লাভ করিয়া বিশ লক্ষ টাকার ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।"

মনোমোহিনী উত্তর করিলেন, "বাবা যদি সে মোকদ্দমায় জয়লাভ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কখনও আমাদের এ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। মোকদ্দমায় জয়লাভই তাঁহার কাল হইল। যদি তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাকে এত শীঘ্র

ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত না। বাবার যাহা ছিল, তাহাতেই আমাদের এক প্রকার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত, কখনও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। কিন্তু তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, বাবা প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই——"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মনোমোহিনী পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলে পর, তিনি কহিলেন, "ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব! না জানি, আপনি আমার এই কথা শুনিয়া কি ভাবিতেছেন। হয় ত আমাকে পাগলিনী মনে করিতেছেন। কিন্তু আপনার নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিতা হইলেও——"

আবার মনোমোহিনীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, আবার তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, আবার আমি তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

মনোমোহিনী কহিলেন, "কিন্তু আপনাকে যদি আমি এ সকল কথা না বলি, তাহা হইলে আর আমার কোন উপায় হয় না। এ অবস্থায়, জানিয়া-শুনিয়া, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যা' হ'ক, একটা কিছু উপায় করিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস, বাবা এখনও জীবিত আছেন। বলুন, কি উপায়ে আমি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "মিস্ মনোমোহিনী! আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ভরসার সহিত বলিতে পারি যে, যাঁহাকে আমি প্রথমাবধি চিকিৎসা করিয়াছি, তাঁহারই মৃত্যু হইয়াছে। আপনার কাছে আপনার পিতার ফটোগ্রাফ আছে কি?"

মনোমোহিনী অত্যন্ত দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িলেন। বুঝিলাম,

তাঁহার নিকটে তাঁহার পিতার ফটোগ্রাফ নাই। কাজেকাজেই সে আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

মনো। বাবা কখনও ফটোগ্রাফ তোলান নাই। তিনি তাহা ভালবাসিতেন না। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট বলিতে পারি, যে মৃতদেহ আমি দেখিয়াছি, তাহা কখনই আমার পিতার নয়।

আমি মনোমোহিনীর সন্তোষার্থ যে রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাঁহার আকার-প্রকার বর্ণন করিলাম। তার পরে বলিলাম যে, আমি তাঁহার পিতাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাঁহার সহিত বিদ্যালয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার কখনও ভ্রম হইতে পারে না। বরং পিতৃশোকে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহারই এই প্রকার ভ্রম হইতে পারে।

আমার এই প্রকার কথায়, মনোমোহিনী বোধ হয়, অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন; এবং আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা'হলে আপনি আমায় সাহায্য করিতে অসম্মত?"

আমি যদি তাঁহাকে সাহায্য করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে কখনই এরূপ কথা বলিতাম না। মিসেস্ রায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মৃতদেহ দেখিতে চাওয়া আমার অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার পরেই আমিও আসন হইতে উত্থিত হইয়া মনোমোহিনীকে বলিলাম, "না, আমি আপনাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইতেছি, তাহা মনে করিবেন না। বরং আপনি যদি আমার কথামত চলিতে সম্মত হন, আর আমার পরামর্শমত কাজ করেন, তাহা হইলে আপনার যেরূপ সাহায্য আবশ্যক হউক না কেন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মনো। বলুন—আমায় কি করিতে হইবে, বলুন। আপনি এ

অবস্থায় আমায় যে কাজ করিতে বলিবেন, আমার সাধ্যাতীত না হইলে আমি তাহাতেই সম্মত আছি।

আমি। প্রথমতঃ আমি আপনাকে বলিতে চাই যে, আপনার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহা ভুল।

মনো। তাহা হইলে আপনি স্পষ্ট কথায় আমায় বলিতে চাহেন যে, আমি পাগলিনী হইয়াছি।

মনোমোহিনীকে এইরূপ রুষ্টভাবে কথা কহিতে দেখিয়া, আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করুন, তার পর আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, এই ঘটনায় আমি কি স্থির করিয়াছি।"

আমার বিনীত অনুরোধে তিনি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন।

৬

আমি বলিলাম, "গত কল্য আপনি আপনার পিতার সস্নেহ অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে, সহসা তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছেন। স্বভাবতঃ এরূপ দারুণ সংবাদে মানবমাত্রেরই মনে ভয়ানক শোক লাগে। তার পর আপনি আপনার পিতার মৃতদেহ দেখিতে চাহিলেন, তাহাতে আপনার বিমাতা আপনাকে নিবারণ করিলেন। আমি সে কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া আপনাকে দু-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। আপনার সম্মুখেই এ সকল কথা হইয়াছিল। আমি জানিতাম যে, আপনার বিমাতা, তিন-চার ঘণ্টা পরে আপনাকে আপনার পিতার মৃতদেহ দেখিতে দিবেন; কিন্তু এখন আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, আপনি তিন-চার ঘণ্টা পরেও হয় ত প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন

নাই দেখিয়া, তিনি কালও আপনাকে আপনার পিতার মৃতদেহ দেখাইতে সাহস করেন নাই। বোধ হয়, আজ আর তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। আমি যদি কাল রজনীতে আপনাকে কোন ঔষধ সেবন করাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনি কোন প্রকার শব্দ বা কাহারও কণ্ঠস্বর, কিছুই শুনিতে পাইতেন না। দুঃখে শোকে, ভাবনা-চিন্তায়, আপনার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, তাহাই সহসা রজনীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ শুনিয়া, ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন। যখন আপনি আপনার পিতার কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আপনার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকার। সে অবস্থায় আপনার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, সেইরূপই আপনি শ্রবণ করিবেন এবং চক্ষে দর্শন করিবেন, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এরূপ শোকের দারুণ আঘাত আপনাকে পূর্ব্বে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, সুতরাং আপনার আলোড়িত চিত্তে স্বপ্নাতীত কল্পনা প্রবেশ লাভ করিবে, আশ্চর্য্য কি! ঘর অন্ধকার! অল্প আলোকে আপনি সেই মৃতদেহ দেখিয়াছেন। তাহার উপরে আপনার মানসিক অবস্থা সে সময়ে অতি শোচনীয়। আপনি যাইবার সময়ে তাঁহাকে যে চেহারায় দেখিয়া গিয়াছিলেন, সাংঘাতিক পীড়ার পর সে চেহারা পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেকাজেই আপনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, মৃতদেহটি আপনার পিতার কি না। আপনি যদি আপনার বিমাতার কথা শুনিয়া, আজিকার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনার মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিত না। আমার বিশ্বাস, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াই আপনাকে বিচলিত করিয়াছে। আমি এখন যেরূপ পরামর্শ প্রদান করি, আপনি সেই মত কার্য্য করিবেন কি ?”

মনোমোহিনী কহিলেন, “যদি আপনি ভবিষ্যতে আমায় সাহায্য

করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার পরামর্শমত কাজ করিতে প্রস্তুত আছি, এখন আপনি আমায় কি করিতে বলেন ?”

আমি উত্তর করিলাম, “আপনি এখন আলিপুরে ফিরিয়া যান। আমার কাছে আসিয়াছিলেন বা আপনার বিমাতার কার্য্যকলাপের উপরে আপনি কোন প্রকার সন্দেহ করিয়াছেন, এ কথা যেন কেহ জানিতে না পারেন। তার পর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার বিমাতা আপনাকে সেই ঘরে না লইয়া যান, ততক্ষণ অপেক্ষা করিবেন।”

মনো। মনে করুন, তিনি আমাকে বাবার ঘরে লইয়া যাইতে একবারেই অস্বীকার করিবেন।

আমি। আমার বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। তাঁহার সঙ্গে আপনি আপনার পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবেন। ভাল করিয়া শবদেহ দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, সেই মৃতদেহ আপনার পিতার ব্যতীত অপর কাহারই নয়।

মনোমোহিনী কহিলেন, “কিন্তু যদি আমি দেখি যে, তাহা নহে, যদি আমি তার পর আপনার কাছে আসিয়া বলি যে, সেই কক্ষে সেই শয্যায় যে দেহ শায়িত আছে, তাহা আমার পিতার শবদেহ নহে, তাহা হইলে গোর দিবার পূর্ব্বে, আপনি তাহা আর একবার দেখিবার জন্য জোর করিবেন কি না ?”

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, “হাঁ, তা' যদি হয়, তাহা হইলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনার পিতার মৃতদেহ পুনরায় না দেখিয়া মৃত্যু-নিদর্শনপত্রে কখনই সই করিব না। বেলা একটার সময়ে আমার কাছে মিঃ কুকের আসিবার কথা আছে। তিনি বোধ হয়, আমাকে মৃত্যু-নিদর্শনপত্রে সহি করাইতেই আসিবেন। আমি সে সময়ে বাড়ীতে থাকিব না। আপনার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ

হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। মিঃ কুক্ আসিলে জানিতে পারিবেন যে, অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমি সেই মর্ম্মে, তাঁহার নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইব। তিনি আসিলে, আমার ভৃত্য সেই পত্র তাঁহাকে প্রদান করিবে। এখন হইতে সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই আপনি পুনরায় আমার নিকট আসিতে পারিবেন। আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইলে তবে আমি——"

মনোমোহিনী আমার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "কিন্তু যদি আমার সন্দেহ ভঞ্জন না হয় ?"

আমি। তাহা হইলে আপনি তখন আমায় যে কাজ করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

সহসা একটা শক্ত প্রতিজ্ঞা করা আমার স্বভাব নয় ; কিন্তু আমার মনে মনোমোহিনীর ভ্রম সম্বন্ধে এতদূর স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ওরূপ অতর্কিতভাবে হঠাৎ একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলাতে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না। স্থির করিলাম, যদি একান্তই মনোমোহিনীর সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, তাহা হইলে আর একবার মৃতদেহ না দেখিয়া, মৃত্যুর প্রমাণ-পত্রে সই করিব না। মনোমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেমন করিয়া পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ?"

মনোমোহিনী উত্তর করিলেন, "সে আমি যে কোন উপায়ে পারি করিব। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি আপনার সহিত এইখানেই পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। বেলা ছ'টার সময় আপনার নিকট আসিতে পারিলেই চলিবে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনি আরও পূর্ব্বে আসিতে পারিলেই

ভাল হয়। কেন না, মিঃ কুকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ না হওয়াই উচিত। একেবারে সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল হয়।"

মনোমোহিনী আমায় অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৭

বেলা একটার সময়ে যখন মিঃ কুক্ পুনরায় আমার নিকটে আসিলেন, আমি তখন বাড়ীতে থাকিয়াও বাড়ীতে ছিলাম না—ইংরাজী প্রথায় "Not at Home." তিনি আসিবামাত্রই আমার চাকর তাঁহার হস্তে পত্রখানি প্রদান করে। পত্র পাঠ করিয়া, অত্যন্ত বিরক্তভাবে তিনি আমার চাকরকে বলিয়া যান যে, রাত্রি আটটার সময়ে তিনি পুনরায় আসিবেন, তখন যেন আমি বাড়ীতে থাকি।

মিষ্টার কুক্ চলিয়া গেলে পর, আমি মনোমোহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তিনি যখন পুনরায় আমার নিকটে আসিবেন, তখন যে তাঁহার ভ্রম সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবে, সে বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি আমার প্রাণে এক আশ্চর্য্য সহানুভূতির ভাব উদয় করিয়া দিয়াছিলেন। সে ভাব বর্ণন করিবার চেষ্টা আমি এখন করিব না। আমার নিকটে তিনি অযাচিতভাবে সাহায্য প্রাপ্তি ও সৎপরামর্শ লাভের জন্য আসিয়াছিলেন। একে তাঁহার বয়স অল্প, তাহার উপরে তিনি আবার সুন্দরী, তাহাতে তিনি স্বজাতীয়া নহেন। কাজেকাজেই তাঁহার সহিত কথা কহিতে আমায় অনেকবার সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল। তিনি যখন আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, দুঃখে বা

শঙ্কায়, কোন সময়েই তাঁহার সৌন্দর্য্যের হানি করিতে পারে নাই। আমার সঙ্গে তাঁহার দুইবারমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সেই দুই-বারেই তাঁহার সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি যেন আমার অন্তরে অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল।

ঠিক বেলা ছয়টার সময়ে মনোমোহিনী আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি যেরূপ অধীরভাবে আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তখন সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলাম, "আপনার আসিবার প্রতীক্ষায় আমি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিলাম। আশা করি, আপনার মনের সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে।"

মনোমোহিনী আমার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কম্পিত ও শিহ-রিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণপরে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আপনি হয় ত আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু বাস্তবিকই আমি এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বিমাতা আর আপনাকে বাধা দেন নাই? আপনি আপনার পিতার মৃতদেহ দেখিয়াছেন?"

মনো। বাধা দেওয়া দূরে থাক্,তিনি নিজে আগ্রহের সহিত আমায় সেই কক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন। আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

পিতার মৃতদেহ দেখিতে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই, অনুভব করিয়া তিনি আমায় কেবল তিরস্কার করিতে বাকী রাখিয়াছিলেন মাত্র। সত্য কথা বলিতে কি, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার মনে ধারণা ছিল যে, তিনি আবার কোন অজুহতে আমায় বাধা দিবেন। কেমন

করিয়া আমি উপরে উঠিয়াছি, কেমন করিয়া বাবার ঘরে পৌঁছিয়াছি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার নিজেরই এখন সন্দেহ হইতেছে যে, কাল রজনীতে আমি যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহা স্বপ্ন কি না? সেই শয্যা, তাহার উপরে শায়িত সেই শবদেহ, সেইভাবে আপাদমস্তক আবৃত, কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা দেখিতে পাইলাম না, সন্দেহ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার বিমাতা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিলেন, আমি কম্পিত হইতেছি দেখিয়া, আমায় ধরিলেন। আমায় কত প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার নিজেও অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিমাতা আমায় ধরিয়া না রাখিলে, আমি হয় ত কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম। তাঁহার ধৈর্য্য-শক্তি আমাপেক্ষা অধিক না হইলে, তিনি কখনই আমায় লইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেন না। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিলে কাহার মন না আকুল হইয়া উঠে? পিতার মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে যে কয় মুহূর্ত্ত সময় লাগিল, তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যেন এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকের প্রাচীর যেন ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। আমি কেবল আমার বিমাতার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার সদয় ব্যবহারে চমৎকৃত হইলাম। তখন তাঁহাকে অত্যন্ত দয়াবতী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি পিতার মুখের আবরণ উন্মোচন করিলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মনোমোহিনী অত্যন্ত কম্পিত ও ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমারও যেন হৃদ্‌-কম্প উপস্থিত হইল।

মনোমোহিনী ক্ষণপরে কহিলেন, "ডাক্তার সাহেব! আপনাকে আর কি বলিব, এখন যেন আমার নিজের চক্ষুর্দ্বয়কেও আর বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। সেই শয্যায় শবদেহ শায়িত—হাত দু'টি সেই-ভাবে বক্ষঃস্থলে রক্ষিত—মস্তকটি সেই উপাধানের উপরে স্থাপিত—ঠিক যেন তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। সকলই সেই, কেবল মুখখানি সেই নয়। এবারে আর আমি বলিতে পারি না যে, সেই শবদেহ আমার পিতার নয়। মুখখানি দেখিবামাত্রই আমি ঠিক চিনিতে পারিলাম—সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। জীবিতাবস্থায় যেরূপভাবে মৃদু হাসি হাসিতেন, ঠিক সেই হাসি যেন তখনও তাঁহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্রই আমি চীৎকার করিয়া সেই শয্যার উপরে পড়িলাম—বোধ হয়, মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলাম। তার পর কি হইল, কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি আমার ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছি।"

মনোমোহিনীর নয়নদ্বয়ে অবিরল অশ্রুধারা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার আশায় ধীরে ধীরে বলিলাম, "যা' হ'ক্, তবু ভাল! আপনি সকালে যে প্রকার সন্দেহজনক কথা কহিয়াছিলেন, সে ভাব যে আপনার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই ভাল।"

মনোমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাল? এ কি ভাল?"

আমি। ভীষণ সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল। আপনার পিতার মৃত্যুজনিত যে শোক অবশ্যম্ভাবী আর যাহাতে আপনাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না। কাহারও ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে পড়িয়া যে তিনি দেহত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যে অশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল

এই ধারণা আপনার মনে জন্মিলেই সকল দিকেই মঙ্গল। আপনি উপস্থিত হইয়া পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পান নাই বলিয়া আপনার প্রাণে কোন দুঃখ না থাকিলেই ভাল। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার বিমাতা, আপনার পিতাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন—আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন—স্বামীর প্রতি পত্নীর ভালবাসা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই মনোমোহিনী বলিলেন, "কিন্তু আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সত্য আমি আজ দ্বিপ্রহরে শয্যায় যে দেহ দেখিয়াছি, তাহা আমার পিতার শবদেহ ব্যতীত অপর কাহারই নয়; কিন্তু গত রাত্রে যে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমি এখনও শপথ করিয়া বলিতে পারি, সেই শয্যায় যেখানে এখন আমার পিতার মৃতদেহ সংরক্ষিত—গত রাত্রে দেখিলাম, অন্য কোন ব্যক্তির শবদেহ ছিল। এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কে করিবে? কে আমার এ দারুণ দুরপণেয় সন্দেহ বিমোচন করিবে?"

আমি। আমি আপনাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি গত রজনীতে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমাত্মক। আপনার মস্তিষ্ক তখন আলোড়িত ও পূর্ণ বিকারগ্রস্ত। সুতরাং আপনার মনে তখন যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, বিচলিতচিত্তে সন্দেহাক্রান্ত হইয়া আপনি সেই পাপচিত্রের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন মাত্র। অন্য কিছুই নয়।

ক্ষণকালের জন্য মনোমোহিনী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "সে কথাও আমি অনেকবার ভাবিয়াছি।

কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। গত রজনীতে আমি যে মুখ দেখিয়াছি, আর আজ মধ্যাহ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। এতদুভয়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য যে কি, যদি আমি আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার মনোভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। এখনও গত রজনীর সেই মুখখানি যেন আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমি তাহা ভুলিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ পিতার সেই সুস্পষ্ট হৃদয়ভেদী করুণ কণ্ঠস্বর যেন এখনও আমার কর্ণপটাহে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে—তাহাতেই আমাকে আরও আকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমার বোধ হয়, এই রকম করিয়াই লোকে পাগল হয়। মৃত ব্যক্তি কি কথা কহিতে পারে? পরলোক-গত আত্মা কি তাহাদের আত্মীয়গণের সহিত কথোপকথন করিতে পারে? স্বর্গে বসিয়া কথা কহিলে বা কাহাকেও আহ্বান করিলে মর-জগতে কি তাহা কাহারও শ্রবণগোচর হয়? এ সকল বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আপনি বলিতে পারেন, এ সকল ঘটনা সম্ভব কি না? আমার এক-একবার মনে হয় যে, আমার সহিত আমার পিতার শেষ সাক্ষাৎ ঘটে নাই বলিয়া হয় ত তাঁহার আত্মা রজনীতে আমায় দেখিতে ও বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব! আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা কি সম্ভব?”

আমি উত্তর করিলাম, “না। সত্যকথা যদি শুনিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, আমার বিবেচনায় এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। গত রজনীতে আপনি যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা আপনার মনোভাবের রূপান্তর মাত্র। যাহা হউক, সে কথা এখন ছাড়িয়া দিন্। আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐরূপ ভাব যদি আপনার

মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। স্থিরচিত্তে নিজে মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। যখন আপনার শোক কথঞ্চিৎ শমিত হইবে, যখন আপনি নিজের অবস্থা অনুভব করিতে পারিবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, কিরূপ কুহকে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।”

মনো। হইতে পারে। এখনও আমার এক-একবার মনে হইতেছে যে, আপনার কথাই ঠিক! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন—আপনাকে কিরূপে ধন্যবাদ দিব——

আমি। (বাধা দিয়া) আমি আপনার জন্য কিছুই করি নাই—আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আপনি মিসেস্ রায়ের যে অসঙ্গত অপরাধ বর্ণন করিয়াছিলেন, যেরূপ অবৈধ উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে যে আমায় আর অধিক কিছুই করিতে হইল না, ইহাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

মনোমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “না। আর সে বিষয়ে ভাবিয়া কোন ফল নাই। এখন যদি আপনি আমাদের আলিপুরের বাড়ীতে যান, তাহা হইলে বাবার মৃতদেহ ছাড়া অন্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না।”

আমি। যাহা কাল দেখিয়াছি, আজও তাহাই দেখিব।

ক্ষণকাল চিন্তার পর মনোমোহিনী বলিলেন, “যাহা হউক, আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন। আপনি আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছেন, পিতার ন্যায় স্নেহ সম্ভাষণ ও প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছেন। অন্য লোকে হয় ত আমায় পাগলিনী মনে করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। আমার পক্ষেও, আমি মনোদুঃখ বর্ণন করিতে যদি

আপনার মত লোক না পাইতাম, তাহা হইলে কি করিতাম, বলিতে পারি না। হয় ত আমার বিমাতার সম্মুখে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া অপদস্থ হইতাম। বিনা কারণে তাঁহাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, এখনও নাই। বাবাকে তিনি যথার্থই ভালবাসিতেন।”

এই বলিয়া তিনি বিদায় প্রার্থনা করিলেন। যে ভাবে তিনি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাহাপেক্ষা অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বিবেচনা করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ; বিষম বিপদের দায় হইতে যেন অব্যাহতি পাইলাম। ভবিষ্যতে আর অভাগিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারে কি না, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

* * * * * *

রাত্রি আট্‌টার সময় মিঃ কুক্ আসিলেন। আমি তাঁহাকে যথা-রীতি অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

মিঃ কুক্ কহিলেন, “আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে, তখন আমি বড় দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলাম।”

আমি নিজের অপরাধ গোপন করিবার জন্য কহিলাম, “আমার দোষের জন্য ক্ষমা করিবেন। কি জানেন, ডাক্তারের সময় তাঁহার নিজের নয়। কখন কোথায় থাকি, কোথায় যাই, তাহার কোন স্থিরতা নাই।”

আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই মিঃ কুক্ পকেট হইতে মৃত্যু-নিদর্শন-পত্র (Death certificate form) বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে সহি করিলাম। মিঃ কুক্ আমাকে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের কবর দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করি-লেন। আমি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু শেষে তাঁহার একান্ত অনুরোধে যাইতে সম্মত হইলাম।

পরদিন বেলা দুইটার সময়ে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের গোর দেওয়া হইয়া গেলে, আমি আলিপুরে তাঁহার বাড়ীতে মিসেস্ রায় ও মিস্ মনোমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফিরিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিস্ মনোমোহিনীর মনের অবস্থা এখন কিরূপ ?"

মিঃ কুক্ বলিলেন, "আহা! সে অভাগিনীর কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। পিতৃশোক তাহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছে। সে তাহার পিতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না—পিতাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসিত।"

৮

ইংরাজী ৮ই জুলাই তারিখে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শবদেহ গোর দেওয়া হয়। তার পর আমি মিঃ কুক্, মিসেস্ রায়* ও মিস্ মনোমোহিনীর আর বিশেষ কোন সংবাদ পাই নাই। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলাম যে, মিসেস্ রায়, মিস্ মনোমোহিনীকে অত্যধিক আদর যত্ন করেন এবং তাহাকে একদণ্ডও চক্ষের অন্তরাল হইতে দেন না।

ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ী প্রকাণ্ড। তিন জন মাত্র লোকের পক্ষে এত বড় বাড়ীতে থাকা বড় কষ্টকর। সেইজন্য মিসেস্ রায় সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে—অন্য কোন দেশে চলিয়া যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। একদিন ইডেন্-উদ্যানে মনোমোহিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহার মুখেই আমি এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম। এমন কি, তিনি আমায় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

---

*মিসেস্ রায়—যদিও তাঁহাকে এ নামে আর অভিহিত করা উচিত নয়, তথাপি পাঠকগণের সুবিধার্থ আমরা তাঁহাকে "মিসেস্ রায়"ই বলিব।

ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজে-কাজেই মনোমোহিনী পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির কিছুমাত্রও প্রাপ্ত হন নাই। অবিবাহিতা, অনাথিনী যুবতীর পক্ষে কাজেকাজেই, মিসেস্ রায়ের সহিত একত্রে থাকা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহাতে মিস্ মনোমেহিনী সম্পূর্ণ অস্বীকৃতা। মিঃ কুক্‌কে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে তিনি কোথাও যাইতে সম্মত নহেন।

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল, আমি মিস্ মনোমোহিনীর আর কোন সংবাদ পাইলাম না। বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে মনোমোহিনীর প্রতি আমার কেমন একটু স্নেহ পড়িয়াছিল যে, আমি তাঁহার সংবাদ পাইলে বড় সন্তুষ্ট হইতাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজীবলোচন গোয়েন্দার কথা

১

একদিন বন্ধুবর ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমায় ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু ও সেই সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, আমার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে আমি বলিলাম, "ডাক্তার সাহেব! আপনার বড় ভুল হইয়াছে। যে সময়ে মনোমোহিনী আপনার নিকট আসিয়া, প্রথম রজনীর ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই সময়েই আমাকে আপনার সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

ওগিল্‌ভি বিস্মিতমুখে বলিলেন, "কেন বলুন দেখি, আপনার কি কোন সন্দেহ হয় না কি?"

আমি বলিলাম, "সন্দেহ ত হয়ই—তা' ছাড়া বোধ হয়, আমায় সংবাদ দিলে আমি আপনাকে ঠিক সংবাদ আনিয়া দিতে পারিতাম। আপনি ডাক্তারী করিয়া থাকেন, রোগের অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, কিন্তু মানব-চরিত্রের প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা না থাকিতে পারে।"

ওগিল্‌ভি বলিলেন, "আমি যে সেই রোগীকে উপর্য্যুপরি কয় দিন চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তাঁহার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

আমি বলিলাম, "যেদিন ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়, সেদিনও আপনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন ?"

"হাঁ।"

"মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন ?"

"দেখিয়াছিলাম।"

"দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, না নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।"

"পরীক্ষা করিয়াছিলাম।"

"নাড়ী টিপিয়াছিলেন ?"

"হাঁ।"

"শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না ?"

ওগিল্‌ভি সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি কি আমায় পাগল মনে করিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে খুনের দায়ে দায়ী করিতে পারি। তা সে কথা যাক্, এখন আমি আপনাকে যে সকল প্রশ্ন করি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। এ ঘটনার মধ্যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

"মিস্ মনোমোহিনী ছাড়া ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের আর পুত্র কন্যা ছিল না ?"

"না।"

"এলাহাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে, মিঃ কুক্ ও তাঁহার ভগ্নীর সহিত ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, কেমন ?"

"হাঁ, মিস্ মনোমোহিনীর মুখে আমি তাহাই শুনিয়াছি।"

"অতি অল্পদিন পরেই মিঃ কুকের ভগ্নীর সহিত, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বিবাহ হয় ?"

"হাঁ।"

"এত অল্পদিনের প্রণয়ে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় মিঃ কুক্ ও তাঁহার ভগ্নী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ লইয়াছিলেন বলিয়া আপনার বোধ হয় কি ?"

"মিস্ মনোমোহিনীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে মিঃ কুক্ আর তাঁহার ভগ্নী সম্বন্ধে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় যে কিছু বিশেষ সন্ধান লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।"

"মিসেস্ রায় আর মিঃ কুকের কোন আত্মীয় কলিকাতায় আছেন কি ?"

"না।"

"কলিকাতায় তাঁহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ?"

"এই রকম ত শুনিলাম।"

"এই ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহাদের কেহ আত্মীয় আছেন ?"

"সে কথা আমি বলিতে পারি না।"

"মিঃ কুকের উপর মিস্ মনোমোহিনীর বড় ঘৃণা ?"

"মিস্ মনোমোহিনী আমায় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাতে সেই-রূপই বোধ হয়।"

"এরূপ ঘৃণা থাকিবার কারণ কিছু অনুমান করিয়াছেন কি ?"

"আমার বোধ হয়, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করেন।"

"মিস্ মনোমোহিনী সেই রজনীতে, বাগানে মাটি খোঁড়া ও মাটি ফেলার শব্দ পাইয়াছিলেন ?"

"সেটা তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র।"

"আপনার মতামত আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না। শরীরে রোগ হইলে যখন আমি চিকিৎসার জন্য আপনার নিকট আসিব, তখন আপনি আপনার মতামত প্রকাশ করিলে অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিব। এখন আমি আপনাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর পাইলেই যথেষ্ট হইবে। এখন যে রোগ জন্মিয়াছে. তাহার চিকিৎসক আমি—আপনি নহেন। এ রোগ আরোগ্য করা বা ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা আপনার সাধ্যাতীত।"

ওগিল্‌ভি সাহেব যেন কথঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপনাকে এখন এ সন্দেহ-রোগের চিকিৎসক বলিয়াই মানিলাম। আপনার আজ্ঞা অবনতমস্তকে পালন করিব। আপনি এইবার আমায় যে সকল প্রশ্ন করিবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার উত্তর দিব।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "মিস্ মনোমোহিনী, সেই রজনীতে মৃত্তিকা খননের শব্দ শুনিয়াছিলেন ?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তাঁহার বোধ হইয়াছিল, যেন কাহাকেও কবর দিবার জন্য বাগানে মাটি খুঁড়িয়া রাখা হইতেছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পিতাকে বাগানেই গোর দেওয়া হইবে।

উত্তর। তিনি বলেন, এই প্রকার তিনি অনুমান করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে বাড়ীতে অনেক চাকর লোকজন ছিল ?

উত্তর। ছিল।

প্রশ্ন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয় ?

উত্তর। হাঁ, মিসেস্ রায় তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। বাড়ীতে কেবল একজন দাসী ছিল ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সে-ও রাত্রিতে চলিয়া যাইত ?

উত্তর। মিস্ মনোমোহিনী তাহাই আমায় বলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। আপনি বলিয়া আসিয়াছিলেন যে,মিস্ মনোমোহিনী তিন-চার ঘণ্টা পরে, একটু সুস্থ হইলে পিতার মৃতদেহ দেখিতে পারেন ?

উত্তর। হাঁ। কারণ——

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "কারণ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। যখন আপনাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিব, তখন আপনার যাহা বলিবার থাকিবে, তাহা বলিবেন।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিসেস্ রায়ও সেই তিন-চার ঘণ্টা পরে, মিস্ মনোমোহিনীকে তাঁহার পিতার মৃতদেহ দেখিতে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?"

ওগিল্‌ভি বলিলেন, "অঙ্গীকার এমন কিছুই করেন নাই, তবে আমার কথার উপরে তিনি কোন কথা কহেন নাই বটে।"

আমি বলিলাম, "তা'হলে আপনার উপদেশ মত কার্য্য করা হইবে কি না, তাহা আপনি তখন বুঝিতে পারেন নাই ?"

তিনি বলিলেন, "আমি জানিতাম, মিসেস্ রায় আমার কথামতই কার্য্য করিবেন।"

আমি। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই ?

তিনি। পাছে মিস্ মনোমোহিনী সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া——

আমি। (বাধা দিয়া) আবার আপনার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন ? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত আপনার আর কোন কথা কহিবার অধিকার নাই, জানিবেন। মিস্

মনোমোহিনীকে তিন-চার ঘণ্টা পরেও তাঁহার পিতার শবদেহ দেখিতে দেওয়া হয় নাই ?

তিনি। না আপনি আমাকে যে রকম জেরা করিতেছেন, আদালতে হাকীম এরূপ করিতেন কি না সন্দেহ।

আমি। আপনাকে এইরূপ ভাবে জেরা করাই আমার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি। আপনি বড় কড়া হাকীম দেখিতেছি।

আমি। যথার্থ হাকীম হইলে বোধ হয়, আরও কড়া হইতাম।"

তিনি। এখন আপনি আর কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, বলুন।

আমার জিজ্ঞাসা করিবার অনেক কথা ছিল। ওগিল্‌ভি সাহেবের উত্তরগুলি একবার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে ডাক্তার সাহেবকে ডাক পড়িল। তিনি অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন, আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

২

ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব ফিরিয়া আসিলে পর, আমি পুনরায় জেরা করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় যে ঘরে, যে শয্যায় শয়ন করিতেন—সেই ঘরে, সেই শয্যায় কি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ?

ওগিল্‌ভি। হাঁ।

আমি। ব্রজেশ্বর রায়ের মৃত্যু হইলে সে ঘরে চাবি পড়িয়াছিল। মিসেস্ রায় কি সে ঘরে শয়ন করিতেন না ?

ওগি। তাহা বলিতে পারি না।

আমি। মিস্ মনোমোহিনী ঘরে চাবি দেওয়া দেখিয়াছিলেন ?

ওগি। হাঁ।

আমি। মিসেস্ রায়ের সঙ্গে সেই রজনীতে মিস্ মনোমোহিনীর সাক্ষাৎ হয় নাই ?

ওগি। না।

আমি। তিনি কোথায় ছিলেন ?

ওগি। মিস্ মনোমোহিনী আমায় সে বিষয় কোন কথা বলেন নাই।

আমি। মিসেস্ রায়কে দেখিতে না পাইয়া মিস্ মনোমোহিনী তাঁহার কোন সন্ধান করেন নাই ?

ওগি। না, তিনি বরাবর নিজ কক্ষে ফিরিয়া গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর মিসেস্ রায় বোধ হয়, অন্য কক্ষে শয়ন করিতেন।

ওগি। হইতে পারে।

আমি। সে সম্বন্ধেও মিস্ মনোমোহিনী আপনাকে কিছু বলেন নাই, আপনিও কিছু শুনেন নাই ?

ওগি। না।

আমি। মিস্ মনোমোহিনী পিতার মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখেন যে, সে শবদেহ তাঁহার পিতার নয়।

ওগি। তিনি আমাকে তাহাই বলিতে আসিয়াছিলেন।

আমি। মিসেস্ রায় ও কুক্ কি এখন এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কল্পনা করিতেছেন ?

ওগি। হাঁ।

আমি। মিস্ মনোমোহিনী কি তাহাতে স্বীকৃতা নহেন ?

ওগি। না। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না।

আমি। কেন ?

ওগি। সে কথা স্পষ্ট কিছুই খুলিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার সহিত কথোপকথনে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, মিঃ কুক্‌কে তিনি ভাল চক্ষে দেখেন না।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের কি আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব কলিকাতায় অনেক আছেন ?

ওগি। তাঁহার আত্মীয়গণ হিন্দু, তিনি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী। কাজে কাজেই পূর্ব্ব আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক তিনি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও তাঁহার কোন আত্মীয়তা ছিল না। তবে বন্ধুবান্ধব তাঁহার অনেক ছিল বটে।

আমি। মিস্ মনোমোহিনীকে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বন্ধুবান্ধবগণ চিনিতেন ?

ওগি। হাঁ।

আমি। মিস্ মনোমোহিনীর কলিকাতা পরিত্যাগে অস্বীকৃতা হইবার এও একটা কারণ হইতে পারে ?

ওগি। হইতে পারে।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় মিঃ কুকের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই কি মিঃ কুক্ তাঁহার বাড়ীতে অন্নদাস হইয়াছিলেন ?

ওগি। এ সকল কথার উত্তর আমি কেমন করিয়া দিব ?

আমি। মিঃ কুক্ দেখিতে কেমন ?

ওগি। চেহারা ভাল নয়।

আমি। ভদ্রলোকের মত কি ?

ওগি। হাঁ, অন্ততঃ পোষাক-পরিচ্ছদে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। কথাবার্ত্তা কি রকম?

ওগি। তা' বড় ভাল নয়।

আমি। আকৃতি দেখিলে বদ্‌মায়েস গোছের বলিয়া বোধ হয় কি?

ওগি। তা' আমি অত ভাল করিয়া দেখি নাই।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর, মিসেস্ রায় মিস্ মনোমোহিনীকে খুব আদর-যত্ন করিতেছেন?

ওগি। হাঁ।

আমি। মিস্ মনোমোহিনী তাহাতে সন্তুষ্ট?

ওগি। হাঁ, এক রকম বটে।

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের গাড়ী-ঘোড়া ছিল?

ওগি। ছিল।

আমি। এখনও আছে কি?

ওগি। আছে।

আমি। তাঁহার কোচ্‌ম্যান সহিস প্রভৃতি কোথায় থাকে?

ওগি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ী প্রকাণ্ড। বাড়ীর চারিদিকে বাগান ও খালি জমী। সেই বাগানের এক প্রান্তে আস্তাবল। সেই-খানে কোচ্‌ম্যান সহিসগণ থাকে। বাড়ীর সহিত তাহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই।

আমি। বাড়ীতে একটা গোলযোগ হইলে তাহারা জানিতে পারে কি?

ওগি। না।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেবের

নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি আমায় একটা সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন কি ?"

আমি। কি সংবাদ ?

ওগি। মিস্ মনোমোহিনী কেমন আছেন, মিসেস্ রায় তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, আর এই ঘটনার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে কি না ?

আমি। সেই সংবাদ আপনাকে দিবার জন্যই ত আমি এত প্রশ্ন করিলাম।

ওগি। আপনি যেরূপভাবে প্রশ্ন করিলেন, আর আমার প্রতি যে সকল বিদ্রূপোক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইতেছে। এ ঘটনায় কি কোন ভয়ানক গুপ্ত চক্রান্ত ছিল বলিয়া আপনার অনুমান হয় ?

আমি কিছু বেগের সহিত বলিলাম, "অনুমান ত দূরের কথা—আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, সম্ভবতঃ ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমার সিদ্ধান্ত, আমি এখনই তর্ক-যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারিতাম, কিন্তু সে সময় আর নাই। আপনার দোষে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে আরও বহুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। আর আমি আপনার এখানে বসিয়া অনর্থক কালহরণ করিতে পারি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওগিল্‌ভি সাহেবের কথা

১

দুই দিন পরে আবার সেই ডিটেক্‌টিভ বন্ধু রাজীবলোচন বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে আমি তাঁহাকে একেবারে অনেক প্রশ্ন করিলাম।

তিনি তিরস্কারচ্ছলে উত্তর করিলেন, "অত ব্যস্ত হইবেন না—একে-বারে অত কথার উত্তর দেওয়া যায় না। আমি এই দুই দিনে কি করিলাম, কোথায় ছিলাম, সে সমস্ত একে একে আমি বলিতেছি।"

আমি। আচ্ছা, আপনি সত্বর সমস্ত কথা বলুন, আমি শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি।

রাজীব। আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি আমার বাসস্থানে উপস্থিত হই। তথায় এ সকল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের ন্যায় জীর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক ছদ্মবেশে মিসেস্ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি।

আমি। কি বলিয়া পরিচয় দিলেন? তিনি কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি আর কি বলিবেন? আমি চাকরীর প্রত্যাশায় তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। আমার প্রার্থনা বিফল হয় নাই—নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। তিনি আমায় সামান্য মাহিনায় দাসরূপে নিযুক্ত করিলেন—আমিও এই দুই দিন প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মনের সাধে দাস্যবৃত্তি করিলাম। তার পর কি উপায়ে, কোন্

কোন্ ঘটনার মীমাংসা করিলাম, তাহা আপনার সমস্ত শুনিবার আবশ্যক নাই। যেগুলি আবশ্যক কথা, তাহা বলিলেই বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে।

আমি। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাই করুন। যেরূপভাবে বলিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপভাবেই বলিতে পারেন, আমার তাতে কোন বাধা নাই।

রাজীব। মিসেস্ রায়ের নিকট চাকরী স্বীকার করিয়া আমি প্রথমেই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি লোকজন রাখিতে বড় ইচ্ছুক নহেন। বাড়ীটি যত নির্জ্জন হয়, ততই যেন তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। বিনা প্রয়োজনে বা বিনা আহ্বানে বাড়ীর ভিতরে চাকর লোকজন ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে তিনি বড় বিরক্ত হয়েন। রাত্রে তাঁহার বাড়ীর ভিতরে অন্য কোন লোক না থাকে, ইহাই যেন তাঁহার মনের অভিলাষ। গত কল্য রাত্রে আমি আর একজন রমণীকে তাঁহার সঙ্গে উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলাম। সে রমণীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া আমার বোধ হইল। বোধ হয়, তাহার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে। মিঃ কুকের সহিত মিসেস্ রায়ের কি সম্বন্ধ বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে প্রায়ই নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া থাকেন। কখন কখন মিঃ কুক্ বাড়ীর বাহির হন বটে, কিন্তু অধিক বিলম্ব করেন না।

আমি। মিসেস্ রায়ের সহিত যে রমণী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি কে?

রাজীব। সে কথাটা আমি আপনাকে ঠিক বলিতে পারি না। মিস্ মনোমোহিনীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

আমি। বাড়ীতে কোন ডাক্তার আসেন কি?

রাজীব। ভবানীপুরের চরণদাস বাবুকে আসিতে-যাইতে দেখিতে পাই—তিনিই বোধ হয়, চিকিৎসা করিতেছেন।

চরণদাস শ্রীমানী, আমার সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন। দুই-চারিবার পরীক্ষায় ফেল হইয়া ডাক্তার হইয়াছেন। ভবানীপুরে তাঁহার বাড়ী—তিনি ধনী-সন্তান। সেই কারণে তাঁহার পসার অধিক জমিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি স্থির করিলাম যে, একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইব।

বন্ধুবর গোয়েন্দা মহাশয়ের সহিত আরও অনেক কথা হইল। তাঁহার সমস্ত কথাই ভাসা-ভাসা—সমস্তই রহস্যপূর্ণ—পরিষ্কার করিয়া তিনি কিছুই বলিতে চাহেন না।

তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে, ঘণ্টা দুই পরে অন্যান্য কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, আমি চরণদাস বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি গৃহে নাই—কাজেকাজেই তাঁহার জন্য আমায় অপেক্ষা করিতে হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে পর, বাড়ীর ভিতরে আমি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। বোধ হইল, যেন ঔষধ-সেবন-বিধি বিষয়ে কাহাকে কি বুঝাইয়া দিতেছেন। আমার কেমন কৌতূহল হওয়াতে, আমি এদিক্-ওদিক চারিদিকের খড়খড়ি দিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাহার সহিত চরণদাস বাবু কথা কহিতেছেন। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। দেখিলাম, মিঃ কুক্ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আমি তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আলিপুরে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে নিশ্চয়ই কেহ অসুস্থ, তাই মিঃ কুক্ চরণদাসকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয়, রোগ শক্ত, নহিলে ডাক্তারের

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ কুক্ বাড়ী পর্য্যন্ত আসিবেন কেন, আর চরণদাস বাবুই বা এত তাড়াতাড়ি নিজহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবেন কেন? বন্ধুবর গোয়েন্দার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিস্ মনোমোহিনীরই শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। পিতৃশোকে ভাবনা-চিন্তায় অভাগিনীর শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িবে, তাহা কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু এত সত্বর তিনি এরূপ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইবেন, এ কথা আমি একদিনও ভাবি নাই।

যাহাই হউক, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে যদি কাহারও পীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসার জন্য আমায় ডাকা হইল না কেন? মিসেস্ রায় কি আমার চিকিৎসার উপর সন্তুষ্ট নহেন? বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে বাঁচাইবার জন্য আমি ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলাম—কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি নাই। তবে কেন মিসেস্ রায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চরণদাসের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন?

এইরূপ মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে বন্ধুবর চরণদাস সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি দ্বারদেশ হইতেই উচ্চস্বরে কহিলেন, "আরে কে ও! ওগিল্‌ভি যে, কেমন আছ ভাই?"

আমি। আমি বেশ আছি, তুমি কেমন আছ, বল।

চরণ। আমিও বড় মন্দ নেই—বেজায় পরিশ্রম কর্‌তে হয়—খাবার-শোবার সময় নাই বলিলেও চলে।

আমি। এখন তুমি আলিপুরে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলে বুঝি?

চরণ। হাঁ, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

আমি। আমি খড়্‌খড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম, তুমি মিঃ কুকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কহিতেছিলে।

চরণ। তুমি মিঃ কুক্‌কে জান ?

আমি। জানি। সম্প্রতি ব্রজেশ্বর রায়ের ব্যারাম হওয়াতে মিঃ কুক্‌ আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন। সেই রোগেই রায় মহাশয় মারা পড়েন। তুমি এখন কাহার চিকিৎসা করিতেছ, বল দেখি।

চরণ। কেন,তোমার এত আগ্রহের কারণটা কি আগে বল দেখি।

আমি। কারণ আছে বৈ কি ? নইলে জিজ্ঞাসা করিব কেন ?

চরণ। আমি এখন মিস্‌ মনোমোহিনীকে চিকিৎসা করিতেছি।

আমি। কেমন দেখিলে ?

চরণ। অবস্থা খুব খারাপ !

আমি। বল কি ? অসম্ভব ! এই যে সেদিন আমি তাঁহাকে সুস্থ শরীরে ইডেন-গার্ডেনে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম।

চরণ। কখনই না—তুমি ভুল দেখেছ। মিস্‌ মনোমোহিনীর দেহ আজ কয়েকমাস হইতে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ওকি ! তোমার মুখ অমন সাদা হয়ে গেল কেন ? তোমার হয়েছে কি ?

আমি। সে কি ? তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ?

চরণ। মস্তিষ্ক বিকৃত ? কৈ না, তাহা ত কিছু নয়। তাঁহার মানসিক কোন রোগ ত দেখিলাম না। মিস্‌ মনোমোহিনীর যক্ষ্মাকাস হইয়াছে—আমার বিশ্বাস, তিনি খুব জোর আর এক সপ্তাহ কাল বাঁচিতে পারেন।

আমি চরণদাসের কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইলাম ! সে হয় ত ঠিক কথা বলিতেছে। আমি তবে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ? স্বপ্নে মিস্‌

মনোমোহিনীর সহিত ইডেন্-উদ্যানে কথা কহিয়াছিলাম? চরণদাসের কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যদি চরণদাস আমায় বলিত যে, মিস্ মনোমোহিনীর মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া গিয়াছে, তিনি উন্মাদিনী হইয়াছেন, তাহা হইলেও সে কথায় আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতাম। যক্ষ্মাকাসের কোন চিহ্নই ত পূর্ব্বে দেখি নাই। মিস্ মনোমোহিনীর ত কাসীর নামমাত্র ছিল না।

আমি বলিলাম, "বন্ধু! নিশ্চয় তোমার ভুল হইয়াছে। তুমি যাহার চিকিৎসা করিতেছ, সে কখনই মিস্ মনোমোহিনী নয়; হয় ত অন্য কোন রমণীর চিকিৎসা করিবার জন্য তোমায় লইয়া গিয়াছিল, তুমি তাহাকেই মিস্ মনোমোহিনী মনে করিয়াছ।"

চরণদাস হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি কি পাগল হইয়াছ না কি? এখনও আধ ঘণ্টা হয় নাই, আমি মিস্ মনোমোহিনীকে দেখিয়া আসিলাম। আর তুমি বলিতেছ, আমার ভুল হইয়াছে?"

আমি। যদি তা হয়, তাহা হইলে তুমি ঠিক রোগ ধরিতে পার নাই। ভুল চিকিৎসা করিতেছ। তুমি বল দেখি, মিস্ মনোমোহিনী দেখিতে কেমন? তাঁহার চেহারা কি রকম?

চরণদাস অবিকল বর্ণন করিল। সে বর্ণনায় মিস্ মনোমোহিনী ছাড়া অন্য কাহাকেও আমার মনে হইল না। আমি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। চেয়ার হইতে উঠিয়া গৃহমধ্যে এদিক ওদিক, পাগলের মত বেড়াইতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে বলিলাম, "বন্ধু, তুমি হয় ত মনে করিতেছ, আমি পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছি—কিন্তু তা নয়! আমি যাহা বলিতেছি, তা ঠিক। আমি তোমায় বলিতে পারি, সে কখনই মিস্ মনোমোহিনী নয়। তবে তুমি তাঁহার চেহারার যে রকম বর্ণন করিলে, তাহাতে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকে

তুমি চিকিৎসা করিতেছ, এ আমার মনে হয় না। তাঁহার চেহারা, আকার প্রকার, গঠন, তুমি অবিকল বর্ণন করিয়াছ। কে জানে, বলিতে পারি না, মিস্ মনোমোহিনীর কোন যমজ ভগ্নী আছেন কি না, নহিলে তাঁহার এত সত্বর এত বড় একটা শক্ত ব্যারাম হইবে, তা' আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না।"

চরণ। তুমি আমাকে অবাক্ করিলে, ভাই! তাহার মাতা মিসেস্ রায়ের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, মিস্ মনোমোহিনী আজ কয়েক মাস হইতে কাস রোগে ভুগিতেছেন।

আমি। তাঁর মাতা? বিমাতা বল।

চরণ। ওঃ—তা' আমি জানি না। যাক্ সে যাই হ'ক, তাতে কিছু আসে-যায় না। আমি জানিতাম না যে, তুমি ও বাড়ীতে কিছু দিন পূর্ব্বে চিকিৎসা করিয়াছিলে। এখন ব্যারামটি কিছু শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কালই পরামর্শ করিবার জন্য আর একজন ডাক্তার আনিবার কথা উত্থাপন করিব। সকালে যখন মিস্ মনোমোহিনীকে দেখিতে যাইব, তখন মিসেস্ রায়ের নিকট তোমার নাম করিব—কি বল। তোমায় যদি ডাকিয়া পাঠান হয়, তা'হলে তুমি যাইবে ত? তুমি গেলেই বুঝিতে পারিবে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। আর বোধ হয়, রোগও আমি ঠিক ধরিয়াছি—চিকিৎসাও ঠিক চলিতেছে। যাহা হউক, তুমি গেলেই সব ঠিক হইবে।

আমি। যদি আমি দেখি, তা'হলে অবশ্য বিশ্বাস করিব—কিন্তু যতক্ষণ না দেখিতেছি, ততক্ষণ আমার মনের এ ধারণা ঘুচিবে না।

এই কথা বলিয়া চরণদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। সারারাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। মিস্ মনোমোহিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

২

প্রাতে উঠিয়াই দেখিলাম, আমার বন্ধুবর রাজীবলোচন গোয়েন্দা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বসিয়া আছেন।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আলিপুরের খবর কি, বলুন।"

রাজীবলোচন বলিলেন, "মিসেস্ রায়ের একজন দাসী আছে, তাহার সহিত কাল আলাপ করিয়াছিলাম। সে সহসা কোন কথা বলিতে চাহে না। বলে, 'কাজ কি, মশায়—আমাদের সে সব কথায়? ও সব বড় ঘরের কথা নিয়ে কি শেষকালে বিপদে পড়্ব। বড় ঘরের বড় কথা—আমাদের সে সব কথার দরকার কি?' তার পর আমি যখন তাহার হাতে একেবারে একখানি দশটাকার নোট গুঁজিয়া দিলাম, তখন সে সন্তুষ্ট হইয়া আর বড় ঘরের কথা বলিতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না। সে বলিল, মিসেস্ রায় তাঁহাকে রজনীতে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলেন—রজনীতে বাড়ীর মধ্যে অন্য কোন লোক না থাকে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। কিন্তু ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় জীবিত থাকিতে দুই-একদিন বাড়ী যাইতে অধিক রাত্রি হওয়াতে, দাসী বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই। লুকাইয়া নীচের ঘরে শুইয়া থাকিত। সেই দুই-এক দিনে তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ঐ বাড়ীতে প্রেতযোনী আছে। রাত্রে ভয়ানক গেঙানি শব্দ শোনা——"

আমি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পরেও কি সে ঐরূপ গেঙানি শব্দ শুনিয়াছিল?

রাজীব। দাসী বলে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর দুই-একদিন

পূর্ব্বে এবং পরেও সে ঐ প্রকার শব্দ শুনিয়াছিল। তাহাই ভূতের ভয়ে সেই অবধি সে আর ও বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে না।

আমি। বলেন কি? তা'হলে ত মিস্ মনোমোহিনীর কথার সহিত দাসীর কথা অনেকটা মিলিতেছে।

রাজীব। ডাক্তার, শুধু নাড়ী টিপিলে হয় না। সকল বিষয়ই একটু তলিয়ে বুঝে দেখা চাই।

আমি। মিস্ মনোমোহিনীর শরীর অসুস্থ, এ কথা ঠিক ত?

রাজীব। হাঁ।

আমি। এই কয় দিনের মধ্যে এত বড় একটা শক্ত ব্যারাম কেমন করিয়া তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজীব। 'কি করিব বলুন—রোগ কখন কি রকমে হয়, তা' আপনারা বলিতে পারেন। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত জানি—মিস্ মনোমোহিনী অত্যন্ত পীড়িতা।

আমি। দাসীর কাছে আর কিছু সংবাদ পাইলেন?

রাজীব। সে বলে, মিঃ কুক্‌কে সে রাত্রের ঐরূপ গোঙানি শব্দের কথা একদিন বলিয়াছিল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত রাগিয়া তিরস্কার করেন। তাহাই সেই পর্য্যন্ত সে আর সে সকল কথা উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। মিস্ মনোমোহিনীকে সে বড় ভালবাসে, তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে সে বড় চিন্তিত হইয়াছে।

আর অন্যান্য দুই-চারিটি কথার পর গোয়েন্দা মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলাম।

৩

আমার মনে হইতে লাগিল, আমি সকলই স্বপ্ন দেখিতেছি। যেন স্বপ্নে কথা কহিতেছি, স্বপ্নে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি, স্বপ্নে সকল কার্য্য করিতেছি। কোন ঘটনাই মিলিতেছে না—ঘটনাবলীর পরস্পরের সহিত যেন কোন সম্বন্ধ নাই। এই সেদিন ইডেন-গার্ডেনে মিস্ মনোমোহিনীকে দেখিলাম, তাঁহার সহিত কথা কহিলাম, কই তাঁহার শরীর অসুস্থ কি না, কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।

চরণদাস বাবু যাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহার যক্ষ্মাকাস হইয়াছে। সে রোগীও মিস্ মনোমোহিনী নামে অভিহিত। তাহার আকার-প্রকার চরণদাস বাবু যে প্রকার বর্ণন করিলেন, তাহাও ঠিক মিস্ মনোমোহিনীর সহিত মিলিয়া গেল। অথচ অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার আকার-প্রকারে, তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছুই জানিতে পারা যায় নাই যে, তিনি অত বড় একটা শক্ত রোগে আক্রান্ত হইবেন।

তার পরে আমার বন্ধু গোয়েন্দা মহাশয়ের মুখে দাসীর কথা যাহা শুনিয়াছি, এবং সে রায় মহাশয়ের বাড়ীতে রজনীতে যে প্রকার শব্দের কথা বলিয়াছিল, সে কথার সহিত মিস্ মনোমোহিনীর কথা অবিকল মিলিয়া যাওয়াতে আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিন্তু একটা বিষয় যেন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। মিস্ মনোমোহিনী, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দিবস আমার নিকট আসিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের কাল্পনিক উদ্ভাবনা মনে করিয়া, আমি সে সকল কথার উপরে কোন আস্থা না রাখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম বলিয়া মনে বড় আক্ষেপ জন্মিল।

আমি যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে; এ রকম ঘটনা যে ঘটে না, তাহাও নয়। কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে, তাঁহার বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্য বলিয়াই, তাঁহার মনে সেই প্রকার ভীতির সঞ্চার হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছিল। সে বিকৃত ভাবের পূর্ব্বে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, সে সকল ঘটনার মূলে হয় ত নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে। যাহাই হউক, তিনি সেদিন যখন আমার সেই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাহা একে-বারে অবিশ্বাস করাটা আমার ভাল হয় নাই।

মনোমোহিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমারও মস্তিষ্ক বিকৃত হই-বার উপক্রম হইল; আমি যেন আর ভাবিতে পারিলাম না। সমস্ত ঘটনাই যেন অসংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল। কোন ঘটনার সহিত যেন কোন ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই—সবই যেন অন্ধকার! সবই যেন ভয়া-নক রহস্য-জালে জড়িত! আমি উন্মত্তের ন্যায় গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলাম।

পরদিন চরণদাসের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে! রায় মহাশয়ের বাড়ীর খবর কি?"

চরণ। খারাপ—বড় খারাপ! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল দেখিতেছি—যাক্ সে কথা। দেখ, আমি পরামর্শ করিবার জন্য তোমায় ডাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম——

আমি। তার পর?

চরণ। প্রথমে যখন পরামর্শ করিবার কথা উত্থাপন করিলাম, তখন তাহাতে কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু তোমার নাম করাতেই আপত্তি হইল। সব কথা আমার মনে নাই। আর সব কথা তোমার শুনিয়াও কাজ নাই। মিসেস্ রায় তোমার চিকিৎসার

বড় পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার ইচ্ছা, যদি পরামর্শ করিবার একান্তই আবশুক হয়, তাহা হইলে মেডিকেল কালেজের অন্য কোন বিজ্ঞ ইংরাজ ডাক্তারকে আনাইয়া পরামর্শ করা উচিত। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আর দ্বিতীয়বার তোমার কথা বলিতে ইচ্ছা করিলাম না।

আমি। মিস্ মনোমোহিনীর অবস্থা তাহা হইলে এখন বড় খারাপ ?

চরণ। হাঁ, অতি সত্বরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

আমি। তুমি আজ আবার তাঁহাকে দেখিতে যাইবে ?

চরণ। যাইব।

আমি। মেডিকেল কালেজের সে ডাক্তার কখন আসিবেন ?

চরণ। বোধ হয়, কাল সকালে তাঁহাকে আনা হইবে।

আমি। তিনি কি বলেন, আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিব ?

চরণ। আমি তোমায় বলিয়া যাইব।

আমি। যদি না আসিতে পার বা তুমি যে সময় আসিবে, সে সময়ে যদি আমি বাড়ীতে না থাকি ?

চরণ। তাহা হইলে আমি তোমায় পত্র দ্বারা সমস্ত জানাইব।

আমি। বেশ, তাই ভাল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে রাত্রিও আমার নিদ্রা হইল না—নানা প্রকার ভাবনা-চিন্তায় কাটিয়া গেল।

* * * * *

সকাল বেলা আমি যে সময় চা পান করিতেছি, সেই সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তিনি কোন রোগের চিকিৎসার জন্য আমার

নিকটে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া তাঁহাকে নীরোগ বলিয়াই বোধ হইল।

তিনি কহিলেন, "আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই। আমিও আপনাকে চিনি না, আপনিও আমাকে জানেন না। আমি আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য আসি নাই।"

সে কথা তিনি বলিবার পূর্ব্বেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার নাম—মূলার। আমি শুনিয়াছি, আপনি ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। এখন আমি জানিতে চাই, সেই বাড়ীতে আপনি মিঃ কুক্ নামে কোন লোককে দেখিয়াছেন কি না? যিনি মিঃ কুক্ নামে পরিচিত, তিনি আর কোন নামে অভিহিত হয়েন কি না, তাহাই জানিবার জন্য আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। তাঁহাকে মিঃ ডিসিল্‌ভা নামে কেহ ডাকেন কি না?"

আমি। আমি মিঃ কুকের ভগ্নীপতির চিকিৎসা করিবার জন্য গিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনি এ সকল কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

মূলার। সে অনেক কথা।

আমি। আমার এখন কোন কাজ নাই—অনেক কথা হইলেও আমি তাহা এখন শুনিতে পারি—আমার সময় আছে। আর আপনার অনেক কথা শুনিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।

আমি বুঝিলাম, তিনিও আমায় সে সকল কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত আছেন; কেবল আমার সময় আছে কি না, তাহাই জানিবার অপেক্ষা ছিল।

৪

মিঃ মূলার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সে অনেক কথা। তাহার গোড়ার ঘটনার সহিত যদিও মিঃ কুকের কোন সম্পর্ক নাই; তথাপি সমস্ত কথা না বলিলে আপনি ভাল বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, আমায় বলিতে হইবে।

"আলিপুরে আমার জন্ম হয়। আঠার বৎসর বয়সে আমি গৃহ-ত্যাগ করি। ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু অর্থের সুবিধা না হওয়ায় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার তখনও যে অবস্থা, এখনও তাই। তখনও দিন আনিতাম, দিন খাইতাম—এখনও দিন আনি, দিন খাই। প্রথমতঃ আমি পুনায় যাই। সে সময়ে মানুষ চেষ্টা করিলে, নিজের উন্নতি করিতে পারিত; চেষ্টা থাকিলে অর্থের তাদৃশ আবশ্যক হইত না। আমার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ অনুরাগ ছিল, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমি অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলাম। তখন আমার প্রিয়জন সাক্ষাতের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন আমি পুণায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিলাম, তখন মাঝে মাঝে মাতাকে পত্র লিখিতাম ও টাকা পাঠাইতাম। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেও পত্র লিখিতে বিরত থাকিতাম না। পাঁচ বৎসর হইল, আমার মাতাঠাকুরাণীর কাল হইয়াছে। আমি জানিতাম, বাবাও সে সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর তিনি লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না—এমন কি, পত্রাদিও লিখিতে পারিতেন না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন

সংবাদ পাইলাম না। আমি টাকা পাঠাইতাম, কিন্তু বাবা তাহা পাইতেন, কি অপর কোন লোকে তাহা লইত, তাহা জানিতাম না।

"আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। একটি পুত্র-সন্তানও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দুই বৎসর গত হইল, আমার পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সেই শোকে আমার স্ত্রী অকালে আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নবীন উৎসাহে অনেক আশা করিয়া আমি যে সংসার পাতিবার আয়োজন করিতেছিলাম, স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুতে সে উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গেল; জীবনের সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইল, আর অর্থ সঞ্চয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্টা রহিল না—গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য মন বড় চঞ্চল হইল।

"প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশের এখন সে চেহারাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ছোট ছোট গ্রামগুলি এখন যেন এক-একটি ছোট-খাট সহর হইয়াছে বলিলেও চলে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া চারিদিক দেখিয়া আমার মনে এই সকল কথাই প্রথমে উদিত হইল। আমারও একখানি ছোট-খাট কুঁড়ে ছিল, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাই। তখন দেশের যে সকল বালক-বালিকাকে দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে—যে সকল বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে জানিতাম ও চিনিতাম, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, দেশের আর সে চেহারাই নাই—আমার পক্ষে সকলই যেন নূতন, সকলই যেন অপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

"নিজের বাড়ী চিনিয়া লইতেও অনেক বিলম্ব হইল। তথায়

কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, পিতার অনেক অনুসন্ধান করিলাম। যদি শুনিতাম, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলেও আমার তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু শুনিলাম যে, পিতা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার বড় কষ্ট হইল—প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল।

"প্রতিবেশিগণের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আন্দাজী একটা দিন ও তারিখ স্থির করিলাম যে, ২৮শে জুন তারিখে তিনি মিঃ ডিসিল্‌ভা নামক এক ব্যক্তির সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছেন।

"শুনিলাম, মিঃ ডিসিল্‌ভা নামক একজন লোক আলিপুরে আমাদের বাড়ীর নিকট আসিয়া একটি ছোট-খাট বাড়ী ভাড়া করেন। পিতার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। পিতা দরিদ্র বলিয়া প্রতিবেশিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। এমন কি, পাছে তিনি কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন, এই ভয়ে কেহই তাঁহার ত্রিসীমায় আসিতেন না। আত্মীয়-স্বজনগণ ত বহু পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে পিতার দিন চলিত। আমি মধ্যে মধ্যে যাহা পাঠাইতাম ও তাঁহার নিজের পূর্ব্ব সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহা হইতেই তাঁহার জীবন ধারণ হইত।

"মিঃ ডিসিল্‌ভা এই সকল কথা প্রতিবেশিগণের মুখে শুনিয়াছিলেন ও বোধ হয় স্বকার্য্য উদ্ধার বাসনায় তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন। হয় ত পিতা তাঁহাকে দুরবস্থার কথা জানাইয়াছিলেন, হয় ত তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আঠার বৎসর বয়ঃক্রম কালে গৃহত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি নাই এবং ফিরিয়া আসিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। মিঃ ডিসিল্‌ভা পিতাকে মধ্যে মধ্যে অর্থ সাহায্য

করিতেন। এমন কি, আমি প্রতিবেশিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি আমার পিতার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, তাঁহার ভার গ্রহণ করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন।

"পিতা যদিও অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার জীবন ধারণের উপযুক্ত অর্থ-সম্পত্তি ছিল না, তথাপি তিনি মৃত্যু কামনা করিতেন না। জগতের মধ্যে দেহের উপর সকলের যেরূপ মমতা থাকা সম্ভব, তাঁহারও তাহা ছিল। কাজেকাজেই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা তিনি মিঃ ডিসিল্‌ভার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন।

"পিতার সম্মতিক্রমে মিঃ ডিসিল্‌ভা তাঁহাকে লইয়া যান; কিন্তু কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহা কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলেন না। প্রতিবেশিগণের মধ্যেও কেহ জানিয়া রাখিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। আমি আলিপুরে তাঁহার গতিবিধির কোন সূত্র না পাইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যেমন করিয়াই হউক, আমি তাঁহার সন্ধান লইব—যেমন করিয়া পারি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

"আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন গোয়েন্দার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার পিতার অনুসন্ধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি আমায় যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অনেক কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। জানিবার মধ্যে কেবল এইমাত্র জানিতাম যে, আমার পিতা ২৮শে জুন তারিখে সন্ধ্যার সময় গৃহত্যাগ করেন।

"অনেক অনুসন্ধানের পর সেই গোয়েন্দা আমায় একদিন বলিলেন যে; তিনি মিঃ ডিসিল্‌ভার সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি আলিপুরে রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে?"

মূলার বলিলেন, "হাঁ, সেইখানেই বটে। যাহা হউক, আমার নিযুক্ত গোয়েন্দা এই পর্য্যন্ত সন্ধান দিয়াই আর একটা শক্ত মাম্‌লা লইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। কাজেকাজেই আমার উদ্বিগ্নচিত্ত আর প্রবোধ মানিল না—আমি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে মিঃ ডিসিল্‌ভার সহিত সাক্ষাৎ করিব, স্থির করিলাম। গত সোমবারে আমি ব্রজেশ্বর রায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে মিঃ ডিসিল্‌ভা নামে কোন ভদ্রলোক তথায় থাকেন বলিয়া আমার বোধ হইল না। তবে কি গোয়েন্দা মিথ্যা বলিয়া আমায় ভুলাইয়া গেলেন? না তাঁহার ভ্রম হইল? মিঃ কুকের সহিত সে বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ হইল। কথায় কথায় তাঁহার সহিত রাগারাগীও হইল, শেষে যখন আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম, তখন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, রায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমার চেষ্টা এইখানেই ফুরাইল। গোয়েন্দা মহাশয় ফিরিয়া না আসিলে, আর কোন কার্য্যই হইবে না ভাবিয়া, আমি তখনকার মত নিরস্ত হইলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি এখানে আসিয়া প্রথমেই আমাকে মিঃ কুকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কেন?"

মূলার কোন কারণ দর্শাইতে পারিলেন না। আমার মুখের দিকে বিস্মিতনয়নে চাহিয়া, কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তার পর তিনি কহিলেন, "আমি রায় মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আমার গোয়েন্দাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছেন;—

গোয়েন্দার পত্র

"আপনি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আপনার পিতার ও মিঃ ডিসিল্‌ভার অনুসন্ধানের জন্য আপনি যখন আমার উপর ভার দিয়াছেন ও সেইজন্য অর্থব্যয় করিতেছেন, তখন আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর করাই উচিত ছিল। আপনি যদি এত অধীর হয়েন, তাহা হইলে, সমস্ত কার্য্যই বিফল হইয়া যাইবে। আমি যতদিন না কলিকাতায় ফিরিয়া যাই, ততদিন আপনি এ প্রকার অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। কারণ আপনি গোয়েন্দাগিরির কিছু বুঝেন না, স্বেচ্ছায় যাহা কিছু করিতে যাইবেন, তাহাতেই পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবে ও তাহাতে আপনার অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। আপনি এই একবার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া কতদূর খারাপ কাজ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনি লিখিয়াছেন, আমি ভুল করিয়াছি, কিন্তু দেখিবেন, আমি যাহা বলিয়াছি, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া তাহাই প্রমাণ করিব। তাহার এক বর্ণও মিথ্যা হইবে না। মিঃ কুক্‌ই যে সেই মিঃ ডিসিল্‌ভা, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তবে প্রমাণ প্রয়োগের কিছু অভাব ছিল বলিয়াই আমি তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনি ব্যস্ত হইবেন না—আমি শীঘ্রই ফিরিয়া গিয়া আপনার পিতার সন্ধান করিয়া দিব।

আপনার নিয়োজিত গোয়েন্দা"

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া মিঃ মূলার কহিলেন, "গোয়েন্দা মহাশয়ের আগামী কল্য আসিবার কথা আছে; কিন্তু আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। আর যদিই আমি গোয়েন্দার সাহায্য

ব্যতীত কোন সন্ধান করিতে পারি, তাহাই বা না করিব কেন? এই বিবেচনায়, গোয়েন্দা মহাশয় আমায় নিবারণ করিলেও আমি পিতার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম। শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। আশা করি, কোন কোন বিষয়ে আপনি আমায় সন্ধান দিতে পারিবেন।"

আমি। আমার যথাসাধ্য, আমি আপনার জন্য করিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার নিয়োজিত গোয়েন্দা, তাঁহার কথাগুলি সপ্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত কোন কাজ করা যায় না—কোন কথাও বলা উচিত নয়।

তিনি কহিলেন, "গোয়েন্দারা যে কোথা হইতে কি সংগ্রহ করেন, কেমন করিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। তিনি যেরূপ অনুসন্ধানে যে ফল পাইয়াছেন, তাহা বলিলে আমার মন অনেকটা প্রবোধ মানিত। আমিও বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল ফলিবে কি না? কিন্তু ইনি সহজে কোন কথা বলিতে চাহেন না।"

আমি। সে যাহা হউক, আপনার কথা শুনিয়া এ ঘটনায় আমারও বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনিও গোয়েন্দার মুখ হইতে অন্য কথা শুনিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন, আমিও আপনার মুখ হইতে সেই সকল কথা শুনিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, জানিবেন। এখন যে পর্য্যন্ত শুনিলাম, তাহাতে আমার গোয়েন্দার কথায় পূরা বিশ্বাস হয় না। এমন কি, অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমি যদি আপনার নিয়োজিত গোয়েন্দার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে বোধ হয়, আপনার কোন আপত্তি——"

তিনি। (বাধা দিয়া) না—না—আমার আর তাতে আপত্তি কি ? কিন্তু কাল তাঁহার কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে অনেক রাত হইতে পারে, সে সময়ে সাক্ষাৎ করা কি আপনার সুবিধা হইবে ?

আমি। যত রাতই হউক না কেন, আপনি তাঁহাকে এখানে আনিবেন। আমার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিবার আপনার কোন আবশ্যক নাই।

তার পর অন্যান্য দুই-চারিটি কথার পর মিঃ মূলার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিনি যে গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমার বন্ধু গোয়েন্দার নিকটে তাঁহার নাম অনেকবার শুনিয়াছি। সুতরাং তাঁহার সহিত আলাপ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। আমার বন্ধু গোয়েন্দার নাম রাজীবলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় আর মিঃ মূলার কর্ত্তৃক নিয়োজিত গোয়েন্দার নাম ধনদাস পাকড়াশী। শুনিয়াছিলাম, ধনদাস রাজীব-লোচনের নিম্নতন কর্ম্মচারী। সুতরাং ধনদাস এই ঘটনায় যাহা কিছু সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা হয় এতক্ষণ রাজীবলোচনের কর্ণগোচর হইয়াছে, নয় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। মনে অনেকটা আশা হইল যে, হয় ত এই দুইজন গোয়েন্দার সাহায্যে এই নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিব।

৫

কতক্ষণে দিন রাত কাটিয়া পরদিন আসিবে, আমি তাহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মিঃ মূলারের মুখে আমি যে সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে ব্রজেশ্বব রায় মহাশয়ের বাড়ীর ঘটনা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এত অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, কতক্ষণে ধনদাস পাকড়াশীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন যেন আর কাটে না—সেদিন যেন অতি প্রকাণ্ড বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল।

যদিও ভয়ানক সন্দেহ-বহ্নিতে আমি জ্বলিতে লাগিলাম, তথাপি তাহা হইতে উদ্ধার লাভের কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিনের মধ্যে আমি আর কোন কাজ করিতে পারিলাম না। কি যে ভাবিতেছি, তাহার ঠিক নাই—অথচ সর্ব্বদাই চিন্তিত—ঘোরতর চিন্তিত। কিসের এত চিন্তা, কিছু বলিতে পারি না—অথচ ক্রমাগতই চিন্তা করিতেছি।

মিস্ মনোমোহিনীর কেহ কোন হানি করিবে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁহার অনিষ্টসাধন করিবার লোক ত আমি খুঁজিয়া পাই না। আমার চক্ষে সে ললনা কাহারও নিকটে কোন প্রকারে অপরাধিনী হইতে পারেন না। তাঁহার অনিষ্টসাধনে কাহারও কিছু লাভ হইবে না।

মিস্ মনোমোহিনী বা ঐ নামে আর কোন রমণী যে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ধীরে ধীরে সেদিন কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমি চরণ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই এমন চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল যে, সহসা প্রেতযোনী সম্মুখীন হইলেও লোকে অত চমকিত হয় কি না, বলিতে পারি না।

"আরে এস ওগিল্‌ভি! এই দুইদিনের মধ্যে তোমার চেহারার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তুমি কি মিস্ মনোমোহিনীর কথা ভেবে ভেবে পাগল হবে না কি? তোমার হয়েছে কি? নিজের ছেলে মেয়ের শক্ত ব্যারাম হলেও যে, লোকে এত চিন্তিত হয় না।" চরণদাস বাবু এই কথাগুলি বলিলেন।

আমি উত্তর করিলাম, "আমার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। কেন এই দুইদিনের মধ্যে আমার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কথা আমি তোমায় পরে বলিব। মিস্ মনোমোহিনী কেমন আছেন?"

চরণ। কাল রাত্রি আট্‌টার সময়ে একটা বড় টাল গিয়াছে—অবস্থা বড় খারাপ দাঁড়াইয়াছিল। আজকের দিন যে কাটে, এমন ত আমার বোধ হয় না; কিন্তু সে যাহাই হউক, তুমি এমন করে পরের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আপনার শরীর মাটি করিতেছ কেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

আমি চরণদাসের কথায় কান না দিয়া বলিলাম, "তোমায় আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি ত অনেকবার ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছ। বলিতে পার, সে বাড়ীতে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন লোক আছে?"

চরণ। লোকের মধ্যে আমি ত মিঃ কুক্, মিসেস্ রায় ও মিস্ মনোমোহিনী ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাই না—আর কেহ আছে বলিয়াও আমার বোধ হয় না।

আমি। চাকর লোকজনও কেহ নাই?

চরণ। প্রায়ই মিঃ কুক্ নিজে আমায় সঙ্গে করে বাড়ীর ভিতর লইয়া যান, চাকর লোকজনকে ত আমি দেখি নাই। যখনই গিয়াছি, তখনই রোগীর জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তিত ও কাতর দেখিয়াছি। আমার যাইবার সময় হইলেই হয় মিঃ কুক্, নয় মিসেস্ রায়কে দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছি।

আমি। তুমি বাড়ীর ভিতরে গিয়া কোন দিন কখনও কোন প্রকার গোঁঙানি শব্দ বা কাতর চীৎকার বা অন্য কোন প্রকার কিছু শুনিয়াছ কি না? মিঃ কুক্ ও মিসেস্ রায়ের গতিবিধিতে কোন সন্দেহের কারণ আছে কি না, আমায় বলিতে পার?

চরণ। রহস্যজালপূর্ণ বা আশ্চর্য্য ঘটনা যদি কিছু থাকে বা কোন প্রকারে কোন বিষয়ে যদি আমার কিছু সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার এই দুই-তিন দিনের ব্যবহার, তোমার চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও তোমার অপূর্ব্ব প্রশ্নাবলীই আমায় কতকটা বিচলিত করিয়াছে, বলিতে হইবে। তুমি আমার কথা শুন। কি একটা ভীষণ সন্দেহে তুমি আক্রান্ত হইয়াছ, তাহা আমি বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, তুমি অনর্থক আপনার দেহ ও মস্তিষ্ককে ক্লেশ দিতেছ। দিন কয়েকের জন্য তোমার এখানকার বায়ু-পরিবর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া চরণদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। হয় ত আমাকে উন্মত্ত বলিয়া তাহার ধারণা হইল। সে হয় নিজে গিয়া বা পত্রের দ্বারা আমায় সমস্ত কথা জানাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু সময় পায় নাই। আমি অত ব্যগ্রভাবে তাহার বাড়ীতে প্রাতঃকালে উপস্থিত না হইলে সে

বোধ হয়, আমার কাছে যাইত বা পত্রের দ্বারা আমায় সমস্ত কথা জানাইত। কথায় কথায় সে কথা উঠাতে সে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া একটু লজ্জিতও হইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সেদিন যে আমার কেমন করিয়া কাটিল, তাহা আমি কিছুই বলিতে পারি না। কত লোকের কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিলাম না, কত রোগীকে দেখিতে যাওয়া ভুলিয়া গেলাম। এখনও সে সকল কথা মনে হইলে আমি লজ্জা বোধ করি।

সন্ধ্যার পর আমি হুকুমজারী করিলাম যে, মিঃ মূলার ও রাজীব-লোচন বাবু ছাড়া আর যে কেহই আসুন না কেন, তাঁহাদিগকে বলা হইবে যে, আমি বাড়ীতে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মিঃ মূলার ও ধন-দাস বাবুর আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম—অন্য কোন কাজই করিতে আমার আর তখন প্রবৃত্তি হইল না।

৬

রাত্রি নয়টার সময়ে একজন অপরিচিত লোক আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমার নাম ধনদাস পাকড়াশী। মিঃ মূলারের কাছে শুনিলাম, আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

আমি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আপনি যদি এখানে না আসিতেন, তাহা হইলে মিঃ মূলার আর আমি আপনার বাসায় আজ রাত্রেই উপস্থিত হইতাম।"

ধনদাস। মিঃ মূলারের সহিত হাবড়া ষ্টেশনে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি আমার জন্যই তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন—কারণ তিনি বাসায় আমার সাক্ষাৎ পাইতেন কি না কেহ বলিতে পারে না, আমি নিজেও বলিতে পারি না; গোয়েন্দার জীবনে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকা না থাকার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। এই এখন আপনার সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছি, দুই ঘণ্টা পরে আমি কোথায় থাকিব এবং কতদূরে যাইব, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। মিঃ মূলার আমাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি অনাবশ্যক ও বিপজ্জনক বলিয়া আমার ধারণা হওয়াতে আমি তাঁহাকে বিদায় দিয়াছি। তিনি বড় অস্থিরচিত্ত লোক। আমাকে একটি কার্য্যভার প্রদান করিয়াও নিজে সে কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছেন—নিজে নিজের ক্ষতি করিতেছেন—তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

আমি। হাঁ, তিনি তাঁহার পিতার কোন সন্ধান পাইয়াছেন?

ধনদাস। সন্ধান পাওয়া ত আর বড়-একটা সহজ কথা নয়, কিন্তু তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। তিনি নিজের বিদ্যা চালাইতে গিয়া অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই করিতে পারেন নাই; অথচ আমার কাজের কত ক্ষতি করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। সে কথা যাক্, মিঃ মূলার আপনার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, এখনও আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই যে, মিঃ কুক্ ও মিঃ ডিসিল্ভা একই লোক।

আমি। না, আমি এখনও তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করি। প্রমাণের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

ধনদাস বলিলেন, “আমি আপনাকে বলিতেছি, মিঃ কুক্ মিঃ ডিসিল্‌ভা একই লোক। আচ্ছা, সে কথা আপনি পরে বুঝিতে পারিবেন—এখন থাক্। আমি আপনার নিকট হইতে কোন কথা জানিতে ও আপনাকে কোন কথা শুনাইতে চাই।”

এই বলিয়া তিনি কেমন করিয়া মিঃ ডিসিল্‌ভা মিঃ কুকের সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহা আমায় বলিলেন। আমি তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ তারিখে আপনার সহিত মিঃ কুকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়?”

আমি। আমায় তিনি ২রা জুলাই তারিখে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে চিকিৎসা করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যান।

তিনি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন?

আমি। জানিতাম।

তিনি। আপনি যখন প্রথম তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন কি তিনি আপনার সহিত কথা কহিতে পারিয়াছিলেন?

আমি। না, তিনি তখন অচেতন অবস্থায় ছিলেন।

তিনি। আপনি গিয়া তাঁহাকে অচেতন অবস্থায়ই দেখিয়াছিলেন?

আমি। হাঁ।

তিনি। আপনি জানেন, সেই সময়ে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে দাস-দাসীগণের মধ্যে একটা কাণা-ঘুষা হইয়াছিল, আর অনেকেই অনেক প্রকার সন্দেহ করিয়াছিল।

আমি। আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম, সে সময়ে দাসদাসী কেহই ছিল না। একজন দাসী কাজ করিত, আর তাহার কন্যা আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে সাহায্য করিত। আমি শুনিয়াছিলাম বটে যে,

দাস-দাসীগণের মধ্যে একটা কলহ উপস্থিত হওয়াতেও তাহারা মিসেস্ রায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া না চলাতে, তিনি তাহাদিগকে জবাব দেন।

তিনি। দাসদাসীগণের মধ্যে যে কলহের কথা আপনি বলিতেছেন, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?

আমি। কিছু দিন পরে আমি সে কথা শুনিয়াছিলাম। ৪ঠা জুলাই সোমবার সকালে আমি গিয়া দেখি, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ দেখিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিয়া, মিসেস্ রায়ের সহিত কথা কহিতেছি ও প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছি, এমন সময়ে একখানি গাড়ী করিয়া মিস্ মনোমোহিনী উপস্থিত হইলেন।

তিনি। তাঁহাকে কি টেলিগ্রাফ্ করা হইয়াছিল?

আমি। না, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের পীড়া প্রতি মুহূর্ত্তেই সাংঘাতিক হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া তাহারা টেলিগ্রাফ্ করিবার সময়ও পান নাই।

তিনি। তা হ'লে মিস্ মনোমোহিনী হঠাৎ সেই সময় আসিয়া পড়িয়াছিলেন?

আমি। হাঁ, অবশ্য, তিনি আসিয়াই এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। যখন তিনি পিতাকে শেষ দেখিয়াই বম্বের গিয়াছিলেন, তখন ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শরীর বেশ সবল ও সুস্থ ছিল।

তিনি। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কোন লোক রাখা হইয়াছিল কি?

আমি। না, মিসেস্ রায় সে ধরণের স্ত্রী নহেন। তিনি স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

তিনি। এইবার আমি আপনাকে একটি অত্যাবশ্যক প্রশ্ন করিব। আপনি বলিতে পারেন, মিস্ মনোমোহিনী কখন প্রথম তাঁহার পিতার মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন ?

আমি। যেদিন তিনি আসিয়াছিলেন, সেইদিন শেষ রাত্রিতে তাঁহার পিতার মৃতদেহ প্রথম দেখেন।

তিনি। সেই রাত্রেই ?

আমি। হাঁ, পিতার মৃত্যু সংবাদে তিনি এত ব্যথিত ও শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন যে, পাছে তাঁহার শরীরের কোন ক্ষতি হয়, এই ভয়ে মিসেস্ রায় তাঁহাকে সে দিন ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃতদেহ দেখিতে বাধা দিয়াছিলেন। পর দিন মৃতদেহ দেখিতে দিবেন বলিয়া মিস্ মনোমোহিনীকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। সকাল হইবার কিছু পূর্ব্বে, মিস্ মনোমোহিনী কিসের শব্দ শুনিয়া জাগরিত হয়েন। তিনি আমায় বলিয়াছেন, যেন উদ্যানে মাটি খোঁড়া ও মাটি তোলার শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। মিস্ মনোমোহিনী তার পর পিতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন। যদিও শোকে ও আতঙ্কে তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি তাঁহার পিতা সত্যসত্যই মৃত বা জীবিত আছেন কি না, দেখিবার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শয়ন-কক্ষের দ্বারে চাবী দেওয়া ছিল। মিস্ মনোমোহিনী অপর চাবীর দ্বারা তাহা উন্মোচন করেন। তার পর কক্ষমধ্যে গিয়া তিনি শবদেহের আবরণী চাদরখানি তুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। তিনি দেখিলেন যে, সে শবদেহ তাঁহার পিতার নহে ; পরদিন যখন মিস্ মনোমোহিনী আসিয়া আমায় এই সকল কথা বলেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। বরং তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে,

তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্তের বিকার মাত্র।

তিনি। তার পরে তিনি আর একবারও কি পিতার মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন?

আমি। আমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইবামাত্রই মিসেস্ রায় মিস্ মনোমোহিনীকে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শয়নকক্ষে লইয়া যান। এই দ্বিতীয় বার দেখাতেই মিস্ মনোমোহিনী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার বিশ্বাস হয় যে, সেই শবদেহ তাঁহার পিতা ব্রজেশ্বর রায় ভিন্ন অপর কাহারই নয়।

তিনি। আচ্ছা, ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব! এত কথা শুনিয়াও কি আপনার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই যে, মৃতদেহ বদল হইতেও পারে?

৭

আমি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ধনদাস গোয়েন্দার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "সর্ব্বনাশ! এরূপ অদ্ভুত কল্পনা ত আমার মনোমধ্যে একবারও উদিত হয় নাই। কেমন করিয়া তাহা বদল হইবে? আমি ব্রজেশ্বর রায়কে যে চিনিতাম না, তাহা নয়। মৃত্যুর পরে এবং পূর্ব্বে আমি সেই একই দেহ দেখিয়াছিলাম। তাহাতে বিন্দুমাত্র বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় নাই।"

ধনদাস বলিলেন, ব্রজেশ্বর রায়ের সঙ্গে আপনি বাল্যকালে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তার পর কত দিন আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার চেহারার কতখানি

পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, এ সকল কিছু আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি ? যাঁহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য মিঃ কুক্ আপনাকে লইয়া গিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে যে, তিনিই আপনার সহপাঠী সেই ব্রজেশ্বর রায় ? এক রকম চেহারার দুইজন লোক কি দেখিতে পাওয়া যায় না ? কে বলিতে পারে, বহুকাল পরে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের পরিবর্ত্তে অপর একজন সম-আকৃতির লোককে দেখিয়া তাঁহাকে ব্রজেশ্বর রায় বিবেচনায়, আপনার ভ্রম হইতে পারে কি না ? কে বলিতে পারে, অজ্ঞান অবস্থায় আপনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রজেশ্বর রায় কি না ? হয় ত সেই রজনীতে মিস্ মনো-মোহিনী যাঁহার মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন, তিনি ব্রজেশ্বর রায় নহেন। যাহা হউক, সে সব কথা যাক্, আমি আপনাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। আচ্ছা, আপনি আমায় বল্‌তে পারেন যে, মিস্ মনোমোহিনীর যথার্থ মনের ধারণা কি ? তিনি কি এখন মনে করেন যে, সেই রজনীতে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিকৃত চিত্তের বিকার মাত্র ; তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমাত্মক ?

আমি। প্রথমে যদিও তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু শেষে যখন অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইল, তখন তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই ভ্রম হইয়াছিল।

ধনদাস। প্রথমে তিনি কিছুতেই তাহা বুঝেন নাই ?

আমি। না।

ধনদাস। আপনি অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াও, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই ?

আমি। না।

ধনদাস। আপনার কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে, মিঃ কুকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবার পর মনোমোহিনীর সহিতও সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আমি। হাঁ, মনোমোহিনীর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল; কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি এত শীঘ্র দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হইবেন, আমি স্বপ্নেও ইহা কল্পনা করি নাই—এমন কি, আমার তাহা বিশ্বাসই হয় না।

ধনদাস। মিস্ মনোমোহিনী এখন অত্যন্ত পীড়িত—কে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন? বোধ হয়, আপনাকে তাঁহারা আর ডাকেন নাই?

আমি। ভবানীপুর নিবাসী ডাক্তার চরণদাস বাবু এখন মিস্ মনোমোহিনীর চিকিৎসা করিতেছেন।

ধনদাস। আপনি কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন?

আমি। চরণদাস বাবু আমায় বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখে মিস্ মনোমোহিনীর পীড়ার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। গত শুক্রবারে আমি প্রথমে তাঁহার নিকট হইতে মিস্ মনোমোহিনীর অসুখের কথা শুনি। তিনি বলেন যে, তাঁহার যক্ষ্মাকাস হইয়াছে। অথচ এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বেই যখন মিস্ মনোমোহিনীর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার শরীরের কোন রোগের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ধনদাস। আপনি চরণদাস বাবুকে কি বলিয়াছিলেন?

আমি। কি আর বলিব, আমি প্রথমতঃ তাঁহার কথায় বিশ্বাসই করি নাই।

ধনদাস। আপনি আর কোন কথা শুনিয়াছেন?

আমি। শুনিয়াছিলাম যে, মিসেস্ রায় ও মিঃ কুক্ এ দেশ

ছাড়িয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মিস্ মনোমোহিনী কিন্তু তাঁহাদের সহিত যাইতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন।

ধনদাস। কারণ?

আমি। আমি যতদূর শুনিয়াছি ও যাহা বুঝিযাছি, তাহাতে আমার এই অনুমান হয় যে, মিস্ মনোমোহিনী কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে সম্মতা নহেন।

ধনদাস। কেন, এখানকার আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার কষ্ট হইয়াছিল বুঝি?

আমি। স্বধু তাহাই নহে, অন্য কারণও ছিল।

ধনদাস। সে কারণটি কি, তাহা শুনিতে পাই না?

আমি। মিঃ কুকের চরিত্র সম্বন্ধে মিস্ মনোমোহিনী সন্দেহ করেন।

ধনদাস। সন্দেহ করিবার কোন কারণ জানেন?

আমি। ইচ্ছা করিলে হয় ত জানিতে পারিতাম; কিন্তু সে ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি মিস্ মনোমোহিনীকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

ধনদাস। আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর মিস্ মনোমোহিনী সেই বাড়ীতে কাহার কাতর স্বর শুনিয়াছিলেন, সে স্বর শুনিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে করুণস্বরে ডাকিতেছেন। তাহাতেই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, তখনও তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় নাই—তখনও তিনি জীবিত আছেন; কিন্তু সে স্বর কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা তিনি কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই?

আমি। না।

ধনদাস। পরে মিস্ মনোমোহিনীর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া, কন্যার মায়ায় ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় পরলোক হইতে মিস্ মনোমোহিনীকে করুণ-স্বরে ডাকিতেছিলেন এবং সেই করুণস্বর অতি ক্ষীণভাবে তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল।

আমি। হাঁ, বোধ হয়, মিস্ মনোমোহিনী শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

ধনদাস। অথবা এমনও হইতে পারে যে, মিস্ মনোমোহিনী সেই কাতর স্বর শুনিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াও মায়ামমতাবশতঃ কন্যাকে একবার দেখিতে আসিয়াছিলেন।

আমি। হইতেও পারে।

ধনদাস। দেখুন, আমি প্রেতযোনির উপর বড় বিশ্বাস করি। সময়ে সময়ে এই বিশ্বাসে আমাদের অনেক কার্য্যোদ্ধার হয়।

আমি। আপনার এ হেঁয়ালীর ন্যায় কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম না।

ধনদাস হাসিয়া বলিলেন, "ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, একেবারেই কি সব কথা বুঝা যায় ?"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তখনকার মত বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

আমিও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমার বন্ধু রাজীবলোচন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন কি ?"

ধনদাস। জানি, গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে তিনি আমার গুরু। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত আমি প্রায় কোন কাজই করি না।

আমি। আপনি কি এ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন?

ধনদাস। সে কথা শুনিয়া আপনার কি লাভ?

আমি। লাভ না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন?

ধনদাস। হাঁ, তাঁহার পরামর্শ লইতেছি।

আমি। তাহা হইলে আপনারা উভয়েই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন?

ধনদাস। হাঁ, প্রথমতঃ তিনিও জানিতেন না, আমি এ কার্য্যে হাত দিয়াছি; আর আমিও জানিতাম না যে, তিনি এই ঘটনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবামাত্র, আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের জন্য কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করাতেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার পর আমি আর একটা গুরুতর ঘটনা লইয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলাম, তিনি একাই এখানে এই ঘটনা সম্বন্ধে সকল কাজ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আমায় যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমি অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই—তাহা হইলেই আমি বাকী সমস্ত কথা তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিব। আর আপনার কাছে আমি যাহা সংগ্রহ করিলাম, তাহাও যথা সময়ে তাঁহাকে বলিতে পারিব।

আমি। আমার কাছে আপনি আর কি সংগ্রহ করিলেন?

ধনদাস। কি সংগ্রহ করিলাম, তাহা যদি আপনি বুঝিতে পারিবেন, তাহা হইলে অনেকেই গোয়েন্দা হইতে পারিত। আপনার আর কোন কথা বলিবার আছে?

আমি। বলিবার আমার কোন কথাই আর নাই, তবে আপনারা যত শীঘ্র এই ঘটনার গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিতে পারেন, আমার পক্ষে

ততই মঙ্গল। আমি আর ভাবিতে পারি না—আমার সকল দিকেই ক্ষতি হইতেছে। কুক্ষণে আমি আলিপুরে ব্রজেশ্বর রায়কে দেখিতে গিয়াছিলাম।

ধনদাস। আপনার কি অনুমান হয়?

আমি। অনুমান আর কি হইবে—আমার চক্ষে এখন সমস্তই অন্ধকার। আমি যেন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি, অথচ কিছুই স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছি না। সামান্য অন্ধকার কাটিয়া গেলেও যেন আমি দিনের আলোক দেখিতে পাই, কিন্তু অন্ধকার আরও নিবিড় হইতেছে। মিস্ মনোমোহিনী মৃত্যুমুখে পড়িয়াছেন, ইহা যেন আমি বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছি না; অথচ আমি চরণদাসের কথা অবিশ্বাসও করিতে পারি না।

ধনদাস। আপনার বিশ্বাস হউক আর না হউক, মিস্ মনোমোহিনীর জীবন অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, এখন প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, এ সময়ে বাড়ীর বাহির হইলে বোধ হয়, আপনার কার্য্যের কোন ক্ষতি হইবে না?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় আপনার সঙ্গে কোথায় যাইতে হইবে, বলুন।"

ধনদাস। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমার সঙ্গে বাহির হইতে আপনি সম্মত আছেন কি না?

এইরূপ অযাচিত আহ্বানে আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ হওয়াতে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ধনদাস বোধ হয়, আমার মনের ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। মৃদু হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আপনি কি আমার উপরে সন্দেহ করিতেছেন? আমি নিকুকের চর নহি, আপনার কোন ভয় নাই।"

আমি তাঁহার কথায় কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইলাম। কোন উত্তর দিতে না পারিয়া ভাল মানুষের মত টুপি লইয়া ধনদাসের পশ্চাদ্‌গামী হইলাম।

রাস্তায় বাহির হইবামাত্র একটি লোক আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, "এইটিই কি ওগিল্‌ভি সাহেবের বাড়ী ?"

আমি তাহার হস্তে একখানি পত্র দেখিয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ, এই তাঁহার বাড়ী—আমারই নাম ওগিল্‌ভি।"

পরিচয়টি দিইবামাত্র সেই লোকটি আমার হাতে সেই পত্রখানি দিয়া কহিল, "আমি ডাক্তার চরণদাস বাবুর বাড়ী হইতে আসিতেছি।"

চরণদাসের নাম শুনিয়াই আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পত্রখানি গ্রহণ করিলাম, এবং নিকটবর্ত্তী একটা আলোকস্তম্ভের নীচে দাড়াইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম :—

(চরণদাসের পত্র)

"প্রিয় ওগিল্‌ভি !

আমি এইমাত্র আলিপুর নিবাসী ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। মিস্ মনোমোহিনী রাত্রি নয়টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আপনার

শ্রীচরণদাস শ্রীমানী।"

কি সর্ব্বনাশ! মিস্ মনোমোহিনী দেহত্যাগ করিলেন ? মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে দেখিতেও পাইলাম না!

ধনদাস জিজ্ঞাসা করিলে; "পত্রে কি লেখা আছে? কোন মন্দ খবর না কি ?"

আমি। মন্দ খবর! অতি মন্দ—অতি মন্দ—ইহা অপেক্ষা সর্ব্ব-নেশে সংবাদ আমাদের আর কিছুই হইতে পারে না।

এই বলিয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি নবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিয়া আমায় বলিলেন, "চলুন, অতি শীঘ্র—বিলম্ব করিবার বিন্দুমাত্র সময় নাই।"

আমি। কোথায় যাইবেন?

ধনদাস। আলিপুরে।

আমি। কেন? আর সেখানে কিসের জন্য যাইব?

মিস্ মনোমোহিনীর মৃত্যু-সংবাদে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। আমার নিজ পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে যেরূপ শোক সন্তপ্ত হইতাম, বন্ধুবর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের কন্যার মৃত্যু-সংবাদে আমি ততোধিক ব্যথিত হইলাম। আমার আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না—পদদ্বয় দেহভার বহন করিতে অসম্মত হইতেছিল; এমন সময়ে ধনদাস আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "সেখানে যাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে, পরে সমস্ত কথা জানিতে পারিবেন। এখন আর কথা কহিবার সময় নাই—আমার সঙ্গে চলিয়া আসুন।"

ধনদাসের টানাটানিতে আমি চলিলাম বটে, কিন্তু বড় ক্লেশ হইতে লাগিল।

৮

ধনদাস বাবুর কথায় আপত্তি করিবার উপায় ছিল না, কাজেকাজেই তাঁহার সঙ্গে আমায় যাইতে হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, যে মনোমোহিনীর জীবন রক্ষার জন্য আমার ও অন্যের এত চেষ্টা, তাহাই যখন বিফল হইল, তখন আর তথায় যাওয়ায় লাভ কি?

যখন আমরা আলিপুরের পোল পার হইতেছি, সেই সময়ে ধনদাস গোয়েন্দা আমায় বলিলেন, "শীঘ্র আসুন, আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিবার সময় নাই।"

একে ত আমার ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যাইতেই ইচ্ছা ছিল না; তাহার উপর ধনদাস বাবুর টানাটানিতে আমার বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

আমি বলিলাম, "আপনি বৃথা টানাটানি করিয়া আমায় এতদূর আনিলেন। মিস্ মনোমোহিনীকে যদি বাঁচাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও এতটা দৌড়াদৌড়ির ফল ফলিবার আশা থাকিত; যখন তিনিই জীবিত নাই, তখন আর অনর্থক এ ছুটাছুটি কেন?"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়াই তিনি বলিলেন, "চুপ করুন—কথা কইবেন না। পায়ের শব্দ না হয়। চোরের মত চুপি চুপি আমার সঙ্গে চলিয়া আসুন।"

আমি তাহাই করিলাম; কিন্তু তখনও ধনদাসের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই আমরা ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। যেদিকে অশ্বশালা ও কোচ্‌ম্যান সহিস ও চাকরদিগের বাসস্থান, সে স্থানে দণ্ডায়মান না হইয়া আমরা আরও অগ্রসর হইলাম।

রায় মহাশয়ের বাটীর চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত বিস্তৃত উদ্যান ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের দুইদিকে বড় রাস্তা ও দুইদিকে ছোট ছোট দুইটি গলি। সুতরাং চারিদিকেই যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

ধনদাস বাবু আমায় সঙ্গে লইয়া তিনদিকে পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না। পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ ঘুরিয়া, যখন আমরা উত্তর দিকে আসিলাম, তখন দেখিলাম, রায় মহাশয়ের বাড়ীতে দ্বিতলের একটি কক্ষ হইতে ক্ষীণালোকরশ্মি বহির্গত হইতেছে।

ধনদাস। যে ঘরে আলোক দেখা যাইতেছে, ওই ঘরটি কার, আপনি বলিতে পারেন?

আমি। কেমন করিয়া বলিব?

ধনদাস। এই বাড়ীতে ত আপনি দু-চারবার আসিয়াছেন, একটা অনুমান করিয়া বলুন দেখি, ঐ ঘরে আপনি কখন প্রবেশ করিয়াছেন কি না?

আমি আরও কি কথা বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা ধনদাস আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চুপ্—চুপ্—আর কথা কহিবেন না।"

আমি নীরব হইলাম। তিনি এত সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন যে, তাঁহার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছিল। যে স্থানে তখন আমরা উপস্থিত, তাহা রায় মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চাদ্দিক্। সেদিকে জন-প্রাণীরও বাস নাই। রজনীতে—অন্ধকারে—আমরা দুইটি প্রাণী ব্যতীত তথায় অন্য লোকের সমাগম নাই।

সহসা একটি শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, ধপ্—ধাপাস্, ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপাস্—ও কি ও! কি সর্ব্বনাশ!! এ জনশূন্য স্থানে এ কিসের শব্দ!

ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্ ধপাস্! ওকি! ব্যাপার কি? ও কিসের আওয়াজ?

মিস্ মনোমোহিনীর কথা আমার মনে উদয় হইল। ধনদাস আমার করদ্বয় আরও চাপিয়া ধরিলেন। পাছে আমি কোন কথা কহিয়া ফেলি, এইজন্য যেন তিনি আমায় প্রকারান্তরে সাবধান করিয়া দিলেন।

ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্—ধপাস্—এ নিশ্চয় মাটি খোঁড়া মাটি ফেলার শব্দ।

আমি চুপি চুপি ধনদাস গোয়েন্দার কানে কানে কহিলাম, "শুন্‌ছেন্?"

ধনদাস। চুপ্।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া মিস্ মনোমোহিনীর কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই রজনীতে তিনিও এই প্রকার শব্দ শুনিয়াছিলেন।

ধনদাস বলিলেন, "বাগানের ভিতর হইতে নিশ্চয় এ শব্দ আসিতেছে, আপনি কি বলেন?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তাহার আর কোন ভুল নাই, কিন্তু ইহার মানে কি? আজও কি ইহারা কাহারও জন্য গোর খুঁড়িতেছে না কি? এ ব্যাপার কি? তবে কি ইহারা ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে এইখানেই গোর দিয়াছে? আবার কি সেই গোর খুঁড়িতেছে না কি? কেন, তাহারই বা কারণ কি!"

ধনদাস। ব্যস্ত হইবেন না। ব্রজেশ্বর রায়ের গোর পুনরায় খোঁড়া হইতেছে, তাহাই বা আপনাকে কে বলিতেছে ? আপনি কেনই বা এমন অসম্ভব কথা মনে স্থান দিতেছেন ?

আমি। আপনার কি অনুমান হয় ?

ধনদাস। অন্য কাহারও জন্য গোর খোঁড়া হইতেছে, এরূপও ত হইতে পারে। অন্য কাহাকেও এইখানে গোর দেওয়া হইবে। এমনও ত হইতে পারে।

তড়িদ্বেগে একটি নূতন ভাব আমার প্রাণে উদিত হইল ; শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, খরতরবেগে প্রবল রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিল। তবে কি মিস মনোমোহিনীর জন্য এই স্থান প্রস্তুত করা হইতেছে ? আমি একেবারে উন্মত্তের ন্যায় ধনদাস গোয়েন্দাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

তিনি আমায় ধরিয়া বলিলেন, "অত বিচলিত হইবেন না। ব্যাপার কি আগে বুঝিয়া দেখুন——"

আমি। বলুন—বলুন—আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

ধনদাস। যাঁহাকে এই গোরে গোর দেওয়া হইবে, তাঁহার এখনও গোর দিবার অবস্থা দাঁড়ায় নাই। আগে তাঁহার বিষয় একটা নিষ্পত্তি করিয়া তবে——

আমি। বলেন কি—বলেন কি ?

ধনদাস। কোন কথা এখন বুঝাইয়া বলিবার সময় নাই। এই সাম্‌নে যে গাছটি প্রাচীরের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিতেছেন, ঐ গাছের ডাল ধরিয়া নিঃশব্দে আমি প্রাচীরের উপরে উঠিব। তাহার পর আপনি উঠিবেন।

আমার উত্তরের অপেক্ষায় আর তিনি দাঁড়াইলেন না। গাছের ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিলাম। প্রাচীরের উপরে উঠিয়া তিনি একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন, "এখান হইতে উদ্যানের ভিতর আমরা অনায়াসেই লাফাইয়া পড়িতে পারি। প্রাচীর তত উচ্চ নয়; কিন্তু লাফাইয়া পড়া হইবে না। লাফাইয়া পড়িলে একটা শব্দ হইতে পারে।"

আমি। তবে কি করিবেন?

ধনদাস। প্রাচীরের উপর দিয়া খুব সাবধানে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসুন।

৯

ধনদাস গোয়েন্দা যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই করিলাম। তাঁহার পিছনে পিছনে, ধীরে ধীরে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই হাতের কাছে আমরা একটি আম্রবৃক্ষ পাইলাম, তাহার শাখা ধরিয়া উদ্যানমধ্যে নামিয়া পড়া সহজ বিবেচনায় ধনদাস আমায় ইঙ্গিত করিলেন।

তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে আমি নিঃশব্দে উদ্যানমধ্যে নামিয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই তিনি আমার পশ্চাতে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ধনদাস গোয়েন্দা আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আসুন, এইবার নিঃশব্দে আমার পিছনে পিছনে চলিয়া আসুন।"

আমি তাহাই করিলাম। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্—ধপাস্, ধপ্—ধপ্—ধপাস্—শব্দ সেইরূপই চলিতেছে—বিরাম নাই। যখন আমরা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া খুব নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন ধনদাস আমার কানে কানে বলিলেন, "মিঃ কুক্ মাটি খুঁড়িতেছে, এই গোরে মিস্ মনোমোহিনীকে গোর দেওয়া হইবে। যদি এখনও তাঁহার মৃত্যু না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, মিঃ কুকের এই কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহার জীবলীলা ফুরাইবে।"

আমি। আপনি পাগলের মত কি বলিতেছেন—রাত্রি নয়টার সময়ে তাঁহার ত মৃত্যু হইয়াছে। কেন, চরণদাসের পত্র কি আপনি ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই ?

ধনদাস। আমি ঠিক বলিতে পারি না। মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না—মিস্ মনোমোহিনী জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানি না; কিন্তু এই সময়! যদি এখনও জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন।

আমি। কিন্তু চরণদাস স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যে রাত্রি নয়টার সময় মিস্ মনোমোহিনী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ধনদাস। চরণদাস বাবুর চিঠী এবং তাঁহার কথা আপনি ভুলিয়া যান; আমি যাহা বলি, তাহাই শুনুন।

আমি। বলুন।

ধনদাস। মিস্ মনোমোহিনী জীবিতই থাকুন, আর মৃতই হউন, রাস্তা হইতে ঐ দ্বিতলের যে কক্ষে আলোক-রশ্মি দেখিয়াছেন, ঐ ঘরে তিনি আছেন। এখন আমি পুনরায় আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, খুব সাবধানে আমার সঙ্গে কথা কহিবেন, খুব সাবধানে পা ফেলিবেন, খুব সাবধানে চারিদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ব্যাপার বড়

গুরুতর ! উদ্দেশ্য বড় ভয়ানক !! এ সকল কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়——

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনি কি করিতে চাহেন ?"

ধনদাস। আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। শত বাধা বিপত্তি থাকিলেও তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। যেমন করিয়া হউক, ঐ ঘরে যাইতেই হইবে। আপনার বন্ধু রাজীবলোচন বাবু এই সময়ে যে এখানে উপস্থিত নাই, তাহা আমি কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি নিশ্চয় আছেন এবং অন্যদিক রক্ষা করিতেছেন, এ কথা আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আমি। তিনি কোথায় আছেন ?

ধনদাস। আমার অনুমান হয়, তিনি বাড়ীর ভিতরে আছেন।

আমি। কিসে আপনি এরূপ অনুমান করেন ?

ধনদাস। সে কারণ আছে—আপনাকে তাহা বুঝাইয়া বলিতে গেলে অনেকটা সময় লাগিবে—এখনকার সময় ভারি মূল্যবান্।

আমি। আপনি কি বাড়ীর ভিতরে যাইতেছেন ?

ধনদাস। হাঁ।

আমি। আমি কি করিব ?

ধনদাস। আপনি এইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। মিঃ কুক্ কি করে, কোথায় যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বাড়ীর ভিতর কোন একটা গোলমাল শুনিলেই বা অন্য লোকে তথায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে জানিতে পারিলেই মিঃ কুক্ মরিয়ার ন্যায় তথায় উপস্থিত হইবে। সেই সময়ে আপনাকে অসমসাহসিকের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি করিব ?"

ধনদাস তখন বাড়ীর দিকে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন, আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর কথা কহিবেন না—চুপ্, নীরবে সকল কার্য্য আপনাকে করিতে হইবে। সময় নাই—উপায় নাই—সহায় নাই। আপনাকে কি করিতে হইবে, তাহা কি আর আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাহাতে কুক্ বাড়ীর ভিতর পৌঁছিতে না পারে, তাহার জন্য আপনি প্রাণান্ত পণ করিয়া চেষ্টা করিবেন। এই কথা যেন মনে থাকে যে, কুক্ যদি একবার বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার আর রাজীবলোচন বাবুর জীবন রক্ষা করা দায় হইবে।"

ধনদাস গোয়েন্দা আর আমার সহিত কোন কথা না কহিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধনদাস গোয়েন্দার কথা

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই কে সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া আমার হস্তধারণ করিল। আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিবামাত্রই তিনি আমায় বলিলেন, "ধনদাস! তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে—কোথায় যাইতেছ?"

আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে রাজীবলোচন বাবু—এ কার্য্যে আমার গুরু—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্যগ্রভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

রাজীব। সে ত তুমি বুঝিতেই পারিয়াছ; নতুবা বাড়ীর দিকে যাইতেছ কেন?

আমি। মিস্ মনোমোহিনী কি এখনও জীবিত আছেন?

রাজীব। আছেন—কিন্তু আর কিয়ৎক্ষণ পরে না থাকিতে পারিত। ঠিক সময়ে তুমি আসিয়া পড়িয়াছ।

আমি। আপনি কোথায় যাইতেছিলেন?

রাজীব। তুমি যেখানে যাইতেছিলে, আমিও সেইখানে যাইতেছিলাম। বোধ হয়, তুমি দেখিয়াছ, মিঃ কুক্ বাগানে মিস্ মনোমোহিনীর জন্য গোর খুঁড়িতেছে।

আমি। হাঁ, দেখিয়াছি।

রাজীব। তোমার সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন, দেখিলাম। তিনি কে?

আমি। ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব।

রাজীব। তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?

আমি। কুক্‌কে চৌকী দিবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছি। যদি কুক্ বাড়ীর দিকে আসিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব তাহাকে বাধা দিবেন।

রাজীব। বাড়ীর ভিতরে এখন কি হইতেছে, তাহা বোধ হয়, তুমি অনুমান করিয়াছ?

আমি। হাঁ, আর যদি না বুঝিয়া থাকি, এখনই সব কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

রাজীব। আমার বিশ্বাস, মিঃ কুক্ বাড়ীর এই দিকের কোন দরজা দিয়া উদ্যানে আসিয়াছে। তাহা হইলে নিশ্চয় সে দরজা খোলা আছে।

আমি। খুব সম্ভব—আমিও সেই আশা করিয়াই যাইতেছিলাম।

রাজীব। এ বাড়ীতে কুকুর আছে কি না বল দেখি।

আমি। আমার বোধ হয় নাই। থাকিলে এতক্ষণে জানিতে পারা যাইত।

রাজীব। না, কুকুর নাই। থাকিলে আমাদের কাজের বড় বিঘ্ন ঘটিত।

আমি। আপনি যখন ভিতরে যাইতেছেন, তখন আর আমি গিয়া কি করিব? মিঃ কুকের কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমি ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেবকে রাখিয়া আসিয়াছি। আমি সেখানে থাকিতে পারিলেই ভাল হয়।

রাজীব। সেই ভাল। তুমি ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেবের কাছে ফিরিয়া গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে না পারায় সরিয়া গিয়া একটা গাছের আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আমায় চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, ফিরিয়া আসিলেন যে?"

আমি তাঁহাকে দুই-চারি কথায় সকল কথা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজীবলোচন বাবুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওগিল্‌ভি সাহেবের কথা

১

আমি রাজীবলোচন বাবুর নিকট গেলাম। তিনি আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়াই আমার কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "আসিয়াছেন? চলুন, এইবার আমরা বাড়ীর ভিতরে যাই। খুব সাবধান! মনকে খুব দৃঢ় করুন, আপনার সম্মুখে আজ গুরুতর কার্য্য উপস্থিত!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলুন, আমায় কি করিতে হইবে? আমি প্রাণান্ত পণ করিয়া সে কার্য্য সাধন করিব। একটি কথা কেবল আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, মিস্ মনোমোহিনী এখনও জীবিত আছেন?"

রাজীবলোচন বাবু কহিলেন, "এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু আর অধিকক্ষণ জীবিত না থাকিতে পারেন।"

আমি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তবে চলুন, আর অপেক্ষা করা উচিত নয়।"

রাজীবলোচন বাবু একটা পিস্তল বাহির করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আসুন, আমার সঙ্গে গুঁড়ি মারিয়া বরাবর চলুন। অন্ধকারে গাছের তলা দিয়া ঐ বাড়ী পর্য্যন্ত আমাদের যাইতে হইবে। একবার বাড়ীর ভিতরে আমরা প্রবেশ করিতে পারিলেই ভিতর দিক্ হইতে আমরা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে পারিব। কুক্ যাহাতে আর

বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইয়া আমাদের কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে না পারে, সেজন্য আমাদের প্রথমেই আট-ঘাট বাঁধা উচিত। কুকের কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য ধনদাস নিযুক্ত আছে।

ঘটনা ঘটে, কে বলিতে পারে ?"

আমি কোন কথা না বলিয়া রাজীবলোচন গোয়েন্দার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কুক্ তখনও সেই মৃত্তিকা-খনন কার্য্যে ব্যাপৃত—তখনও সেই ধপ্—ধপ্—ধপাস্ শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। আমি তখনও স্থির করিতে পারিলাম না, কাহাকে গোর দিবার জন্য এ আয়োজন হইতেছে। আমার পক্ষে সকলই বিস্ময়জনক! মিস্ মনোমোহিনী জীবিত কি মৃত, জানিবার কোন উপায় নাই। চরণদাসের পত্রে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু দুইজন গোয়েন্দার মধ্যে একজনও সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহাদের উভয়ের মত এক প্রকার, আর আমার ধারণা অন্য প্রকার।

রাজীবলোচন গোয়েন্দা ও আমি বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। বাড়ীর ভিতর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দরজা ঠেলিলাম, দরজা খুলিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতর দিক্ হইতে সে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

চোরের ন্যায় আমরা উপরে উঠিলাম। যে ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল, সেই ঘরের দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইল। সহসা আমরা একেবারে মিসেস্ রায়ের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম। সে সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইতেছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; সুতরাং সাবধান হইবার সময়ও পাই নাই।

মিসেস্ রায় আমাদের সম্মুখে সহসা কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হওয়াতে আমরা বিচলিত হইলাম না—পলায়ন করিলাম না। সহসা এই বিস্ময়-জনক ব্যাপার সংঘটনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম! দেখিলাম, তাহার এক হস্তে একটি ক্লোরাফরমের শিশি, ও নাসিকার উপর বসাইবার ফ্ল্যানেল-নির্ম্মিত ক্লোরাফরম আঘ্রাণের যন্ত্র। অপর হস্তে একটা বাতী জ্বলিতেছে। ব্যাপার দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম! এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার কত গুরুতর!!

আমাদিগকে দেখিয়া মিসেস্ রায় থতমত খাইয়া গেল, তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল মধ্যে সে আত্মসংযম করিয়া ক্রোধকষায়িতলোচনে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার হুকুমে রাত্রিকালে আমার বাড়ীতে ঢুকিয়াছেন? এ অনধিকার প্রবেশের মানে কি?"

আমার তখন যথেষ্ট সাহস হইয়াছিল। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মিসেস্ রায়ের সহিত কথা কহিতে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখা বা সভ্যতার সম্মান রক্ষা করা কিছুই আমার মনে স্থান পায় নাই। সম্পূর্ণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর দিলাম, "আমি মিস্ মনোমোহিনীকে দেখিতে আসিয়াছি।"

মিসেস্ রায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয় আপনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছেন; অথবা আপনার মনে কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে; নতুবা এই রাত্রে চোরের ন্যায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন কেন? যদি ভাল চাহেন, তবে এখনই আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যান; নতুবা আমি এখনই আপনাদিগকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিব।"

আমি। মিস্ মনোমোহিনীকে না দেখিয়া আমি আর এক পদও নড়িতেছি না।

"এ অনধিকার প্রবেশের মানে কি ?"

[মৃত্যু-রঙ্গিনী—১০০ পৃষ্ঠা

Lakshmibilas Press.

মিসেস্ রায় উত্তর করিলেন, "নিশ্চয় আপনার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। যাহাকে আপনি দেখিতে চাহিতেছেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে সংবাদ আপনি রাখেন কি ?"

আমার তখন অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল। মিসেস্ রায়ের কথার উত্তর দিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। এমন কি আমি যে তখন একজন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছি, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। মিসেস্ রায় আমাকে বাধা দিবার চেষ্টা করাতে আমি তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলাম। সে সেইখানে পড়িয়া যাইতে যাইতে রহিয়া গেল। পরক্ষণেই শুনিলাম, রাজীবলোচন গোয়েন্দা তাহাকে বলিতেছেন. "মিসেস্ রায়! আমি সহসা আপনার গায়ে হাত দিতেও চাহি না, অথবা আপনাকে আপনার বাড়ীতে বসিয়া অপমান করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি ভাল চান, বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসুন। এখানে আর আপনার থাকা হইবে না। গোলমাল করিতে চেষ্টা করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। আপনার কার্য্যকলাপ আমরা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। পুলিসে আপনার বাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। মিঃ কুক্ ধরা পড়িয়াছেন। আপনার রক্ষার আর কোন উপায় নাই।"

২

আমি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সমস্তই অন্ধকার! যে আলোক আমরা বহির্দ্দেশ হইতে দেখিয়াছিলাম, সে আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বোধ হয়, মিসেস রায় তাহা নিবাইয়া দিয়া গিয়াছিল। আমি ডাকিলাম, "মনোমোহিনি! মিস্ মনোমোহিনি!"

কেহই উত্তর দিল না—কাহারই সাড়া শব্দ পাইলাম না। পকেটে দিয়াশালাইয়ের বাক্স ছিল, তাহা বাহির করিয়া একটি কাঠী জ্বালিলাম। নিকটেই দীপাধার দেখিতে পাইয়া তাহা জ্বালিয়া ফেলিলাম। গৃহ আলোকিত হওয়াতে সমস্তই আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

গৃহটি বড় অপরিষ্কৃত। সচরাচর তাহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমার বোধ হইল না। একটি মলিন শয্যার উপর মনোমোহিনী অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন, দেখিতে পাইলাম। সভয় অন্তরে কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম, "মনোমোহিনি, মিস্ মনোমোহিনি!"

তথাপি কোন উত্তর নাই। তবে কি অভাগিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে? হায়! আর কি এ জন্মে কাহারও সহিত কথা কহিবে না?

মনোমোহিনীর পার্শ্বদেশে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলাম। ধীরে ধীরে তাঁহার মাথাটি ধরিয়া তুলিলাম। নাকে হাত দিয়া দেখিলাম, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। আবার ডাকিলাম, "মনোমোহিনি, মিস্ মনোমোহিনি! আমি আসিয়াছি। আমি ডাক্তার, ওগিল্‌ভি, তোমার জীবনরক্ষার জন্য আসিয়াছি। দেখ, একবার চাহিয়া দেখ।"

আমার কাতর চীৎকারে, সস্নেহ আহ্বানে, বোধ হয়, তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিস্মিতনেত্রে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ধীরে ধীরে অথচ কাতরস্বরে কহিলেন, "যদি আসিয়াছেন, তবে যাইবেন না—আমায় ছাড়িয়া যাইবেন না।"

আমি তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম, "না, না—আমি কি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি? তোমার ভয় নাই, তুমি নিরাপদ্ হইয়াছ—তোমার সকল বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে।"

মনোমোহিনী আবার পাগলিনীর মত শূন্যদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়? এখন আমরা কোথায় রহিয়াছি?"

আমি। তোমার বাড়ীতেই তুমি আছ। যেখানে ছিলে, সেইখানেই আছ। তুমি অমন করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? আর তোমার কোন ভয় নাই।

মনোমোহিনী তখন ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। একে একে যেন সকল কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহারা এখনও আমায় লইয়া যায় নাই? এখনও আমি এই বাড়ীতে রহিয়াছি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

আমি বলিলাম, "না—না—তুমি স্বপ্ন দেখিবে কেন? তুমি তোমার সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য! তুমি এখনও তোমার বাপের বাড়ীতে আছ; কিন্তু আর তোমায় এখানে থাকিতে হইবে না। আজ রাত্রেই আমি তোমায় এখান হইতে লইয়া যাইব। তুমি

কি দাঁড়াইতে পারিবে ? একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও তোমার থাকা উচিত নয়।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলাম। তিনি আমার শরীরের উপর সমস্ত দেহের ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন, “আপনি আমায় ছাড়িয়া যাইবেন না—ছাড়িয়া যাইবেন না। আমি কত দিন এখানে আছি ? আজ কি বার ? এখন সময় কত ?”

আমি বলিলাম, “আজ সোমবার। এখন রাত এগারটা, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।”

মনোমোহিনী চকিত হইয়া বলিলেন, “বলেন কি, চার দিন আমি এইখানে পড়িয়া আছি ? এখনও আমার মৃত্যু হয় নাই ? আমার বোধ হইতেছিল, যেন কত যুগযুগান্তর আমি এইখানে পড়িয়া আছি।”

মনোমোহিনীকে পূর্ব্বে সম্মানপূর্ব্বক “আপনি” প্রভৃতি সম্বোধন করিতাম; কিন্তু এখন তাহা করিলাম না। আমি যে ইচ্ছা করিয়া সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলাম, তাহা নয়। তাঁহার প্রতি স্নেহ যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সভ্যতার বন্ধনী ততই শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল; সুতরাং আমার তাহাতে হাত ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মনোমোহিনী! তুমি এখন আমার সঙ্গে নীচে নামিয়া যাইতে পারিবে ?”

মনোমোহিনী একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “তাহারা কোথায় ?”

আমি বলিলাম, “তাহারা এই বাড়ীতে আছে। আমার সঙ্গে পুলিসের লোকজন ও দুইজন সুদক্ষ গোয়েন্দা আসিয়াছেন। খুবই সম্ভব, কুক্ ও মিসেস্ রায়ের হাতে এতক্ষণ হাত-কড়ি পড়িয়াছে।

কুক্ বাগানে ছিল—একজন গোয়েন্দা তাহাকে বন্দী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন।”

মনোমোহিনী কহিলেন, “বাগানে! আবার সেই বাগানে? বাগানে কি করিতেছিল, জানেন? আবার গোর খুঁড়িতেছিল। বাবার মৃত্যুর দিন রাত্রিতে আমি যে রকম মাটি খোঁড়া তোলার শব্দ পাইয়াছিলাম, আজও সেই রকম শব্দ শুনিয়াছি। আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মিঃ কুক্ আমার জন্যই আজ আবার আর একটি নূতন গোর খুঁড়িতেছিল।”

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি মনোমোহিনীকে এক প্রকার বহন করিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির করিলাম। কারণ, তখনও তাঁহার নিজের চলিবার ক্ষমতা হয় নাই। যে কক্ষে তিনি শয়ন করিতেন, সেই ঘরের সম্মুখীন হইবামাত্র, তিনি আমায় বলিলেন, “আপনি এইখানে একটু দাঁড়ান, আমি ভাল করিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া আসি। আমি এখন একটু বল পাইয়াছি—বোধ হয়, পড়িয়া যাইব না।”

এ কথায় আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না। কারণ, তিনি যখন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবেন, সে স্থলে পুরুষের উপস্থিতি উচিত নয়। কাজেকাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। মনে বড় ভয় হইতে লাগিল, পাছে তিনি পড়িয়া যান।

মনোমোহিনী গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে দিয়াশলাইয়ের বাক্স চাহিয়া লইয়া গেলেন। কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি আলো জ্বালিলেন—গৃহ আলোকিত হইল। তৎক্ষণাৎ সহসা তিনি মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি আর বিবেচনা

করিবার সময় পাইলাম না—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান রহিল না ; দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। আমি যদি তাঁহাকে ধরিয়া না ফেলিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্থলে পতিতা হইতেন।

"ব্যাপার কি," জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সভয়ে শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। আমি সেইদিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমারও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল! কি সর্ব্বনাশ! শয্যার উপর মনোমোহিনীর ন্যায় আর একজন রমণী শায়িত রহিয়াছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, সে দেহে প্রাণ নাই, শবদেহ মাত্র। গৃহমধ্যে আলোক জ্বলিবামাত্র মনোমোহিনীর নয়ন পথে তাহা পতিত হওয়াতেই তিনি ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার ওগিল্‌ভি! এ ব্যাপার কি? এ আবার কি নূতন সর্ব্বনাশ! কি কারণে এ অভাগিনী ইহাদিগের বধ্য হইলেন?"

আমি বলিলাম, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিছুই বলিতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজীবলোচন ও ধনদাস গোয়েন্দার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ এ সকল বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। যাহাই হউক, এখানে থাকা আর কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত শীঘ্র আমরা এ পাপপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি, ততই মঙ্গল। বস্ত্র পরিত্যাগের জন্য আর তুমি বিলম্ব করিও না। একখানি শাল গায়ে দিয়া আমার সহিত শীঘ্র এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়। ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজীবলোচন গোয়েন্দা মিসেস্ রায়কে লইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ধনদাস

গোয়েন্দা মিঃ কুক্‌কে বন্দী করিতে পারিয়াছেন কি না, কিছুই বুঝা যায় নাই। এ বাড়ীতে আর অধিকক্ষণ থাকা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কে বলিতে পারে, পর মুহূর্ত্তেই আমাদের কি বিপদ্ ঘটিতে পারে?”

মনোমোহিনী আমার কথা শুনিয়া আমার অন্তরের ভাব বোধ হয়, বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও প্রাণের দায়ে তিনি একখানি গাত্রবস্ত্র মাত্র লইয়া আমার স্কন্ধে ভর দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে স্বীকৃতা হইলেন।

রাজীবলোচন গোয়েন্দা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। ধনদাস গোয়েন্দাকে ডাকিলাম, তথাপি কেহই উত্তর দিল না। ভাবিলাম, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। আমি তখন মনোমোহিনীকে বলিলাম, “মনোমোহিনি! কিয়ৎক্ষণ তুমি এইখানে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমার মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। বোধ হয়, ইঁহারা কুকের হাতে পরাস্ত হইয়াছেন, আর মিসেস্ রায়কে লইয়া কুক্ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের বিষম বিপদ্।”

মনোমোহিনী ভীতভাবে কহিল, “বাড়ীর ভিতর থাকিতে আর আমার সাহস হয় না। এখানেও আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। আপনি চলুন, আমি এইভাবেই আপনার সঙ্গে যাইব।”

আমিও মিস্ মনোমোহিনীকে একা ছাড়িয়া যাইতে সাহস করিতেছিলাম না। কাজেকাজেই তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন।

যে স্থলে কুক্ গর্ত্ত খনন করিতেছিলেন, আমরা আন্দাজ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। ধনদাস বাবুর নাম ধরিয়া অনেকবার

ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। বিশেষ চিন্তিত ও ভীত হইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে আমার পায়ে একটা কি শক্ত পদার্থ ঠেকিল। ঘাড় হেঁট করিয়া নীচু হইয়া দেখিলাম, একটি মানব দেহ। কি সর্ব্বনাশ! এখানেও খুন!! দিয়াশালাই জ্বালিয়া দেখিলাম, ধনদাস গোয়েন্দা পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কোটটি ছিন্ন ভিন্ন—রক্তে রক্তারক্তি। গাত্রে দুই-তিন স্থলে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন! সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। নাড়ী টিপিয়া দেখিলাম, তখনও জীবনবায়ু বহির্গত হয় নাই।

আমি তাঁহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিবামাত্র তিনি প্রথমে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। তাহার পর দুই-একটি কথা কহিলেন। আমি বুঝিলাম, কুক্ তাঁহার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে।

ধনদাস গোয়েন্দাকে ধরাধরি করিয়া ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম। অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষায় রক্ত বন্ধ হওয়াতে তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং আমার সহিত সে বাটী হইতে বহির্গত হইতে সম্মত হইলেন।

আমি তাঁহাদিগের দুইজনকে রাখিয়া একবার রাজীবলোচন গোয়েন্দার সন্ধান করিলাম, তাঁহাকে পাইলাম না। শেষে ফিরিয়া আসিয়া ধনদাস গোয়েন্দার দেহের যে যে স্থানে ছুরিকাঘাত হইয়াছিল, সেই সকল ক্ষতমুখ শেলাই করিলাম। ধনদাস গোয়েন্দা অনায়াসে তাহা সহ্য করিলেন। তাহার পর কয়েকখানি রুমাল ছিঁড়িয়া তাঁহার ক্ষতস্থানগুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম।

যখন ধনদাস একটু বল পাইলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনার এমন দশা করিল?"

৩

ধনদাস ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই কুক্ তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া, কোদাল ফেলিয়া দৌড় দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিলাম। আমার সহিত তাহার তখন খুব একটা ধস্তা-ধস্তি আরম্ভ হইল। তাহার পর আপনারা উপরে উঠিয়া কোন ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দরজা দেওয়ার শব্দ হইয়াছিল। সেই শব্দ শুনিয়া কুক্ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোদালটা কুড়াইয়া লইবার উপক্রম করিল। রজনীতে বিরাটভবনে কীচক ভীমের যুদ্ধের মত আমরা যেন উভয়ে উভয়ের বলবীর্য্যের পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িব না, কুক্ও আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। জোঁকের মত আমি তাহার গায়ে লাগিয়া রহিলাম। সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আর একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় আক্রমণ করিল। অন্ধকারে আমি সম্মুখস্থ কোন জিনিষই দেখিতে পাইতেছিলাম না; এমন কি কুকেরও সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাল দেখিতে পাইতেছিলাম না। পশ্চাদ্দিক্ হইতে যে স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় আক্রমণ করিয়াছিল, সে আমার মুখের উপর একখানা রুমাল জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাতেই আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাহার পর কি হইল, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমি বলিলাম, "ক্লোরাফরম! আর কিছুই নয়, সেই ক্লোরাফরমের শিশি ও ফ্ল্যানেলখানা পাপিয়সীর হাতে ছিল। যাক্, সে কথা পরে

হইবে। এখন মনোমোহিনি, তুমি বলিতে পার কি, এই কয়দিনের মধ্যে এই বাড়ীতে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল ?"

মনোমোহিনী উত্তর করিলেন, "আমি কিছুই জানি না, কিছুই বলিতে পারি না। গত বৃহস্পতিবার হইতে আজ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বিন্দু-বিসর্গও আমি অবগত নহি। যদি ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব আমাকে না বলিতেন যে, আজ বৃহস্পতিবার, তাহা হইলে আমি কিছুই ধারণা করিতে পারিতাম না। একদিন, এক সপ্তাহ, কি এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার আমি কিছুই জানিতে পারিতাম না। মিসেস্ রায় মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া যাইতেন। আমার বড় ভয় হইত। মিঃ কুকের সহিত একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে যেন বিষবৎ বোধ হইত। আমি তাঁহার চরিত্রের উপর অত্যন্ত সন্দেহ করিতাম। বাড়ীতে যে একমাত্র দাসী ছিল, তাহাকে আমি কাজ-কর্ম্মের পর চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, দাসীও তাহাতে স্বীকৃতা হইয়াছিল; কিন্তু কুক্ তাহাকে থাকিতে নিষেধ করায় সে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সে চলিয়া গেলে আমি উপরে আপনার ঘরে শয়ন করিবার জন্য চলিয়া যাই। আমার ইচ্ছা ছিল, ঘরের ভিতরে চাবি বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিব; কিন্তু ঘরে গিয়া চাবি ও তালা খুজিয়া পাইলাম না। অনন্যোপায় হইয়া তখন আমি সে রাত্রিটা জাগিয়া বসিয়া থাকিব, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমার বিমাতা বোধ হয়, কোথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি ভয়ে ও আতঙ্কে চুপ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। বিমাতা কেমন করিয়া উপরে উঠিলেন, তাহাও আমি বলিতে পারি না। সিঁড়ীতে কাহারও পদ শব্দ শুনিতে পাই নাই। আমার ঘরের দরজা ভেজান ছিল, সহসা তাহা উন্মুক্ত হইল। আমি

তথাপি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করিলাম না। এমন সময়ে কে যেন আমার মুখের উপর কি চাপিয়া ধরিল——"

ধনদাস বলিলেন, "আমার প্রতিও ঠিক এই রকম করিয়াছিল।"

মনোমোহিনী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি প্রথমে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল—নিদ্রা আসিল—ক্রমে ক্রমে যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম—বহির্জ্জগৎ যেন ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম—স্মৃতি লোপ হইবার উপক্রম হইল—আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। সেই অবধি কতক্ষণ অচেতন ছিলাম, জানিতে পারি নাই। যখন জ্ঞান হইল, তখন আমার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু কিছু আহার করিতে সাহস হইল না। মনে হইতে-ছিল, তাহারা আমার মৃত্যুর জন্য লালায়িত হইয়া হয় ত আহার্য্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি কোথায় পড়িয়াছিলাম, তাহাও কিছুই তখন বুঝিতে পারি নাই। সেই ভয়ানক মাটি খোঁড়ার শব্দ পুনরায় আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। তাহার পর কি হইল, কি ভাবিলাম, কি করিলাম, সকলই যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। তাহার পর সিঁড়ীতে কাহার পদশব্দ পাইলাম—কে যেন উপরে উঠিতেছে ত নামিতেছে, এইরূপ আমার বোধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, এইবার আমার দিন ফুরাইল, এইবার ইহারা আমায় হত্যা করিবার জন্য আসিতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, মিঃ কুক্ আমার প্রাণবিনাশের জন্য আসিতেছে। ভয়ে ও আতঙ্কে আমি নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। যখন পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন দেখিলাম, মিঃ কুকের পরিবর্ত্তে আপনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

অনেক কষ্টে মনোমোহিনী আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। আমি তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কয়েকখানি বিস্কুট ও অল্প পানীয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। ধনদাস গোয়েন্দাকেও আহার করান হইল। উভয়েই শরীরে বল পাইলেন।

ধনদাস গোয়েন্দা কহিলেন, "ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব! আপনি এখন বুঝিতে পারিতেছেন কি যে, এই সমস্ত ব্যাপারই গোড়া হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। যদি ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় অর্থশালী না হইতেন, তাহা হইলে মিসেস্ রায় কখনই তাঁহাকে বিবাহ করিতেন না। তাঁহার ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্যই এই ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "আমি কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের সন্ন্যিগর্ম্মী হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছিল।"

ধনদাস বলিলেন, "এরূপ প্রমাণ-প্রয়োগের উপরে আমি ডাক্তারের শপথেও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আপনাকে যখন কুক্ ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের চিকিৎসা করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিল, তখন সকল জিনিষই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আপনার চিকিৎসার দোহাই দিয়া তাহারা নিষ্কৃতিলাভের ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। আপনি ভাল মানুষ—অত শত তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ব্যারাম দেখিয়াছেন, চিকিৎসা করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত জানেন। আর কিছু জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? মিস্ মনোমোহিনীকেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। চাকর লোকজনকেও জবাব দেওয়া হইয়াছিল। একজন দাসী ছিল, তাহাকেও বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া হইত না। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মত আর একটি লোক যোগাড় করিয়া তাহাকে উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ পরাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত

রাখা হইয়াছিল। তাহার পর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে ক্লোরাফরম করিয়া উপরের ঘরে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া ডাক্তার দেখান হয় ও নামমাত্র চিকিৎসা করাও হয়। যেরূপভাবে মিস্ মনোমোহিনীকে অজ্ঞান অবস্থায় ক্লোরাফরম করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়েরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।"

আমি ধনদাস গোয়েন্দার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ধনদাস বলিতে লাগিলেন, "আপনি দেখিতে পাইতেছেন না, কুক্ ও মিসেস্ রায়, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে হত্যা করিবার জন্য নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে হত্যা করিলে রাজদণ্ডের ভয়, ফাঁসীর ভয়, দ্বীপান্তরের ভয়; কিন্তু ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে কে তাঁহার খোঁজ রাখে। ক্লোরাফরমের দ্বারা লোককে অচেতন রাখা সহজ ব্যাপার! মৃত্যু ত বড় সহজে ঘটে না। তাহাই আর একটি লোককে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। গোর দিবার জন্য একটা শবদেহ ত চাই। মিস্ মনোমোহিনী বাড়ীতে থাকিলে অবশ্য নানারূপ সন্দেহ করিতেন ও নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিত। কাজেকাজেই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। কাজ সবই ঠিক হইয়াছিল—আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত ছিল—কেবল শেষ রাখিতে পারিলেই তাহাদের সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইত।"

আমি বলিলাম, "আপনার সকল কথা আমি পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিতেছি না।"

ধনদাস। এতেও যখন বুঝিতে পারিলেন না, তাহা হইলে আপনাকে বোঝান দায়। তবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি শুনুন, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার বিষয় প্রাপ্তির লোভে

কুক্ ও মিসেস্ রায় ষড়্যন্ত্র করিয়াছিল। রায় মহাশয়ের স্ত্রী ছিলেন না, মিসেস্ রায়ের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করেন। মিসেস্ রায়ের * কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বনিতাভাবে থাকিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করে নাই; অর্থলাভই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ও মূল কারণ। কুক তাহার এই ঘৃণিত অভিসন্ধির প্রধান সহচর। বিবাহের পরেই মিসেস্ রায় ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। সহজে হত্যা করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, তাহাই তাহারা মাঝে একজন চিকিৎসক খাড়া করিল। এদিকে আর একজন লোকের আবশ্যক হইল। বহু অনুসন্ধানের পর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের সম-আকৃতির একজন লোক সংগ্রহ হইল। মিঃ মূলারের পিতা ইঁহাদিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে স্ব-ইচ্ছায় হাড়ীকাঠে মাথা লাগাইলেন। মিঃ মূলারের পিতা দরিদ্র—অন্নচিন্তায় কাতর—অর্থলোভ তিনি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মিঃ মূলার তখন বিদেশে—এ সকল কথা তিনিও কিছুই জানিতে পারিলেন না। অর্থের লোভ দেখাইয়া কুক্ মিঃ মূলারের পিতাকে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আনিয়া ফেলিল। তাহার পর কোন উপায়ে মদের সঙ্গে বিষ মিশাইয়াই হউক বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। মিঃ মূলারের পিতার শবদেহ রজনীতে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের অচেতন দেহের সহিত বদল করা হইল—কেহ কিছু জানিতে পারিল না। আপনি গিয়া নাড়ী দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় তখনও জীবিত

* বিবাহের পূর্ব্বে মিসেস্ রায়ের অবশ্য অন্য নাম ছিল। ধনদাস গোয়েন্দা তখন তাহা জানিতেন না বলিয়াই "মিসেস্ রায়" বলিয়া যাইতেছেন।

রহিলেন। নীচের বা উপরের কোন ঘরে, কোন নিভৃত স্থানে তাঁহার অচেতন দেহ ফেলিয়া রাখা হইল। রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইল, কুক্‌ তখন উদ্যানের প্রান্তসীমায় একটা গোর খুঁড়িতে লাগিল। সেই গোর কাহার জন্য জানেন? ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে জীয়ন্তে গোর দিবার জন্য——"

ধনদাসের কথা আর শুনিতে পাইলাম না, সহসা মনোমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও মূৰ্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে ভূমিতলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, আমি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। অনেক সান্ত্বনার পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

ধনদাস গোয়েন্দা মনোমোহিনীকে সুস্থ দেখিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তাহার পর সেই রজনীতে কোন কারণে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে জীয়ন্তে কবর দেওয়া স্থগিত রাখা হইল। রাতারাতি মিস্‌ মনোমোহিনীর অনুপস্থিতিতে আবার একবার ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের অচেতন দেহ ও মিঃ মূলারের পিতার শবদেহ বদল করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যেদিন ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়, সেইদিনেই মিস্‌ মনোমোহিনী বাটী ফিরিয়া আসেন। ছল করিয়া তাঁহাকে তখন তাঁহার পিতার মৃতদেহ দেখিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ তিনি দেখিলেই জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার পিতার শবদেহ নহে। সেই রজনীতেই মিস্‌ মনোমোহিনী মিসেস্‌ রায় ও কুকের অজ্ঞাতে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শবদেহ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সে মৃতদেহ তাঁহার পিতার নয়। তাহা ছাড়া তিনি উদ্যানে মাটি খোঁড়ার শব্দ শুনিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের অচেতন দেহ অন্য কক্ষে আবদ্ধ ছিল। ক্লোরোফরমের তেজ কমিয়া আসাতে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের চেতনা হওয়াতে

তিনি নিজের বিপদ্ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাই তিনি সে বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য কাতরস্বরে কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতে-ছিলেন বা অভাগিনীর সহিত এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইল না ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন। সেই কাতরোক্তি মিস্ মনোমোহিনী শুনিতে পাইয়াছিলেন।”

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া মনোমোহিনী আবার আকুল হইয়া উঠিলেন। তখনও সন্ধান পাইলে তাঁহার পিতাকে তিনি বাঁচাইতে পারিতেন, এই অনুতাপে তিনি অত্যন্ত কাতরা হইলেন। আমারও বড় পরিতাপ হইল; প্রথম দিনেই যদি মনোমোহিনীর কথায় বিশ্বাস করিয়া পুলিসের হস্তে এই ব্যাপারটি সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয় ত ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় অকালে কাল কবলিত হইতেন না।

ধনদাস গোয়েন্দা কহিলেন, “তাহার পর মিস্ মনোমোহিনীকে যখন তাঁহার পিতার অচেতন দেহ দেখান হইল, তখন তিনি তাহা তাঁহার পিতারই মৃতদেহ বলিয়া স্থির করিলেন এবং পূর্ব্ব রজনীতে যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহা ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু তথাপিও তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না। কুক্ ও মিসেস্ রায় মিস্ মনোমোহিনীর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কোন দূরদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাখিল। এদিকে মিস্ মনোমোহিনী পিতার শবদেহ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে পর, কুক্ ও মিসেস্ রায় আবার ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের অচেতন দেহ ও মিঃ মূলারের পিতার শবদেহ বদল করিল। সকলের অজ্ঞাতে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে জীবিতাবস্থায় উদ্যানমধ্যেই কবর দেওয়া হইল। আর মিঃ মূলারের পিতার শবদেহ তখন বস্ত্রাদির দ্বারা আবরিত—সুতরাং চিনিবার উপায় নাই, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শবদেহ বলিয়া প্রকাশ্য

গোরস্থানে গোর দেওয়া হইল। অথবা ক্রমাগত ক্লোরাফরম করার পর ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে মিঃ মূলারের পিতাকে উদ্যান মধ্যে গোর দিয়া প্রকাশ্য গোরস্থানে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের শবদেহ কবর দেওয়া হইল। এই দুইটি উপায়ের যেটি হউক, একটি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে। তাহার পর কুক্ ও মিসেস্ রায়, মিস্ মনোমোহিনীকে লইয়া স্থানান্তরে যাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু মিস্ মনোমোহিনী কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃতা না হওয়ায় কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও এইখানে হত্যা করাই স্থির হইল। আয়োজনও ঠিক সেইরূপ করা হইয়াছিল, ত্রুটি কিছুই ছিল না। উপরে মিস্ মনোমোহিনীর সম-আকৃতির যে রমণীর মৃতদেহ দেখিয়াছেন, প্রকাশ্য গোরস্থানে তাহাকেই গোর দেওয়া হইত। আর মিস্ মনোমোহিনীর অচেতন দেহ এই বাটীর উদ্যানমধ্যে কবর দেওয়া হইত। সেইজন্যই, হয় ত কুক আজ আবার আর একটি গোর খুঁড়িতেছিল। অথবা এমনও হইতে পারে যে, মিস্ মনোমোহিনীকে ক্রমাগত ক্লোরাফরম করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তবে উভয় শবদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া একটি উদ্যানমধ্যে, অপরটি প্রকাশ্য গোরস্থানে গোর দেওয়া হইত। ভগবান্ জানেন, তাহাদের মনে কি ছিল!"

৪

আমি ধনদাস গোয়েন্দার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মিস্ মনোমোহিনীও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধনদাস গোয়েন্দা আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, ক্রমে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ছুরিকাঘাত যদিও সাংঘাতিক নয়, তথাপি তাহাতেই তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং আবার তাঁহাকে ব্র্যাণ্ডী পান করান হইল। মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সকল কথা অনুমান করিলেন কি প্রকারে? হয় ত আপনার অনুমান ঠিক না হইতে পারে।"

ধনদাস গোয়েন্দা কহিলেন, "ঠিক হইতেও পারে, না হইতে পারে; কি জানেন, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কার্য্য করি না। যদি মিঃ মূলার আমার কার্য্যে বাধা না দিত, তাহা হইলে আজ আমাদের আর এ বিপদে পড়িতে হইত না। কুক্ ও তাঁহার পত্নী নিশ্চয়ই এতদিনে কারারুদ্ধ হইত। মিস্ মনোমোহিনীর এ দুর্দ্দশাও হইত না, আর আমাকেও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না।"

আমি ধনদাসের কথায় অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুকের পত্নী! আপনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছেন?"

ধনদাস। কাহাকে আবার লক্ষ্য করিয়া বলিব? মিসেস্ রায়ই কুকের বণিতা।

মনো। অসম্ভব! এ-ও কি কথনও হয়?

ধনদাস। এ জগতে অসম্ভব কোন বস্তু আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। লক্ষ ঘটনার মধ্যে দুইটি যদি অসম্ভব হয়—তাহাই যথেষ্ট।

আমি। এরূপ মানব জগতে থাকিতে পারে, তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না। আমার চক্ষের উপর আমার স্ত্রী যদি ব্যভিচার করেন, আমি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারি না।

ধনদাস। আপনি সহ্য করিতে না পারেন, কিন্তু অপরে যে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? মিঃ কুক ও মিসেস্ কুক—যাঁহাকে আপনারা মিসেস্ রায় বলিয়া জানেন—ঠিক এইরূপভাবে কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদের আর একজন ধনী-সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছে। কেন আপনারা কি সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করেন নাই?

মনো। হাঁ, সে ত বিষয় উদ্ধারের মোকদ্দমা। আর তাহাতে মিঃ কুক্ ও মিসেস্ রায়ের নাম-গন্ধ ত কিছু ছিল না।

ধনদাস। নাম বদলাইতে কতক্ষণ লাগে? আমার নাম ধনদাস। আমি যদি ভিন্ন দেশে গিয়া যদুনাথ বলিয়া পরিচয় দিই, তাহা হইলে কে তাহার খোজ রাখে? কে বলিতে পারে, সেই ধনদাসই এই যদুনাথ? যাহা হউক, সে কথা পরে হইবে। এখন আমি যাহা বলি, তাহাই শুনিয়া যান। মিঃ কুক্ ও মিসেস্ কুক্ এই রকম ধরণের একটি হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া এলাহাবাদে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া বহু অর্থলাভের পর সেখান হইতে পাততাড়ি গুটাইতেছিল। পথে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ও তাঁহার পরিচয় পাওয়ায় পুনরায় নূতন শীকার লাভ করে। মিসেস্ কুকের মোহিনী শক্তিতে ব্রজেশ্বর রায় ভুলিয়া যান। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ছেলে খৃষ্টীয়ান হইয়া যদি ইংরাজ-রমণীর পাণী-গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ভাগ্যশালী বিবেচনা করেন। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়েরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তিনি মিসেস্ কুক্‌কে পাইয়া তাহার আদি-

অন্ত কোন সংবাদ না লইয়া, তাহাকে বিবাহ করেন। এলাহাবাদের এই সকল ব্যাপার যদিও কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ নাই ; কিন্তু তথাপি আমি উপস্থিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আবশ্যক হইলে আমি আমার প্রত্যেক কথা সপ্রমাণ করিতে পারিব, এরূপ আশা রাখি।"

৫

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখন ব্রজেশ্বর রায় সম্বন্ধীয় ঘটনা কেমন করিয়া প্রমাণ করিবেন, তাহা স্থির করিয়াছেন ?"

ধনদাস। তাহা যদি স্থির করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এত দূর অগ্রসর হইতাম না। আমার শিক্ষাগুরু রাজীবলোচন বাবুর সহায়তা ভিন্ন এ ঘটনা কেহ কোনকালে সপ্রমাণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি এই কলিকাতায় বসিয়া সমস্তই ঠিক-ঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন; কেবল সন্দেহভঞ্জনের জন্য আমায় একবার এলাহাবাদে পাঠাইয়াছিলেন, এমন কি আমি এলাহাবাদে গিয়াছি, তাহাও কেহ জানিত না। আর একটা ঘটনার সহিত এ ঘটনার কোন সম্পর্কও ছিল।

মনো। আপনার সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে ?

ধনদাস। হাঁ, আমি এখনই সপ্রমাণ করিতে পারি যে, কুক, ডিসিল্‌ভা ও রবার্টস্ একই লোক—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লীলা করিয়াছেন।

মনো। হায় ! আমার দোষেই পিতা পাপিয়সীর চক্রান্তে পড়িয়া অকালে কালকবলিত হইলেন। যদি আমি ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেবের

কাছে না গিয়া আপনার কাছে বা আপনার মত কোন গোয়েন্দার কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করিতাম, তাহা হইলে ইহারা বাবাকে হত্যা করিতে পারিত না।

ধনদাস। আপনাকে আর বুঝাইয়া বলিব কি, সে আক্ষেপ করা এখন বৃথা। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কুক্ ও মিসেস্ কুক্ ঘটনাটি বেশ পাকাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু শেষ রাখিতে পারিল না। আপনাকে হত্যা করিতে পারিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত; কিন্তু মিঃ মূলার মাঝে পড়িয়া সব গোল বাধাইলেন।

এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, ধনদাস গোয়েন্দা আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই লিপিবদ্ধ করা হইল না। আবশ্যকমত ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যেটুকু আবশ্যক, তাহাই লিখিত হইয়াছে। মিঃ মূলারের সহিত এই ঘটনার কি সম্পর্ক, তাহা পূর্ব্বেই মনোমোহিনীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ধনদাস কহিলেন, "আমাদের এখানে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। মিস্ মনোমোহিনী যদি শরীরে একটু বল পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সময়েই আপনারা এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।"

আমি। আপনি যাইবেন না?

ধনদাস। না। আমার এ বাড়ী পরিত্যাগ করিবার এখনও অনেক বিলম্ব হইবে—এখনও অনেক কাজ আছে।

মনো। কি কাজ?

ধ। রাজীবলোচন বাবুর সন্ধান করা আগে আবশ্যক। তিনি সহসা কোথায় অদৃশ্য হইলেন, আর তাঁহার এরূপ করিবার কারণই বা কি, তাহার সন্ধান লইয়া তবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এই মাণিকযোড় কোথায় গেলেন, তাহাও আমায় সন্ধান করিতে

হইবে। রাহা খরচ কিছু লইয়া গিয়াছেন কি না, তাহাও জানা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, যে শবদেহ এই উদ্যানের মধ্যে মিঃ কুক্‌ কর্ত্তৃক প্রোথিত হইয়াছে, তাহা পুনরায় মাটি খুঁড়িয়া দেখাইতে না পারিলে আমার প্রমাণ প্রয়োগের কিছু অঙ্গহানি হইবে। নিজের শরীর এখনও পর্য্যন্ত তাদৃশ সুস্থ ও সবল হয় নাই।

মনো। একা থাকিলে আবার আপনার কোন বিপদ্‌ ঘটিতে পারে।

ধ। বিপদ্‌ ঘটাইবে কে? এখন এ বাড়ীতে আর কেহ নাই।

আমি। কুক্‌ ও মিসেস্‌ রায় যদি ফিরিয়া আসে?

ধ। তাহারা এতক্ষণে দুই-চার ক্রোশ তফাতে গিয়া পড়িয়াছে।

মনো। আপনি কি অনুমান করেন যে, তাহারা এই অতুল ধন ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে? যাহারা অর্থের জন্য হত্যা করিতে পারে, তাহারা কি অর্থের লোভ সহজে ছাড়িতে পারিবে?

ধ। প্রাণ বড় ধন! প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে এরূপ উপায়ে তাহারা অনেক উপায় করিতে পারিবে। সে ভরসা তাহাদের প্রাণে খুব আছে।

ধনদাস গোয়েন্দা আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন দেখিয়া, আমরা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমারও আর তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

মনোমোহিনী বলিলেন, "এ বেশ পরিয়া আমি বাড়ীর বাহির হইব না। আপনারা উভয়ে যদি সঙ্গে আসেন, তাহা হইলে আমার ঘরে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হয়।

ধন। গোয়েন্দা তাহাতে সম্মত হইলেন। আমরা তখন মনোমোহিনীর সঙ্গে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

৬

মনোমোহিনী নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখনও সেই মৃতদেহ সেই শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা তিনজনে সেই শয্যার নিকটবর্ত্তী হইলাম। ধনদাস গোয়েন্দা কহিলেন, "আমাদের এখানে আসিতে আর এক ঘণ্টা অতীত হইলে মিস্ মনোমোহিনীকে এই শয্যায় এই ভাবে শয়ন করিতে হইত।"

মনো। তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিতা হইতাম না। এ অভাগিনী কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমার জন্য এই নবীন বয়সে ইহাকে ইহজগত হইতে অপসৃত হইতে হইল? ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল।"

আমি কহিলাম, "মিস্ মনোমোহিনি! যাহা হইবার তাহা হইয়াগিয়াছে—এখন এস, আমরা এ পাপপুরী পরিত্যাগ করি।"

মনো। একবার আপনারা ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়ান—আমি পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া লই।

ধনদাস গোয়েন্দা ও আমি তাঁহার কথামত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরেই মনোমোহিনী আসিয়া যোগ দিলেন।

ধনদাস গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গে আসিলেন না। সেই মৃতা বালিকার পিতা মাতা প্রভৃতি অনুসন্ধানের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমিও বেলা দশটার সময় পুনরায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মনোমোহিনীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমরা যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন মনোমোহিনী পথ-

শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমেই তাঁহাকে কিছু আহারাদি করিতে অনুরোধ করিলাম, তাহার পর তাঁহার জন্য একটি সুসজ্জিত ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। সে ঘরটি আমার শয়নকক্ষের ঠিক পার্শ্বদেশে—সুতরাং মনোমোহিনী নির্ভয়ে সে রজনীতে বিরাম সুখ লাভ করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আমি তাঁহার জন্য একটি তেজস্কর ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্সন করিয়া ঔষধ আনাইয়া দিলাম। আমার চাকর লোকজন, দাস দাসী সকলকেই তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে হুকুম দিলাম।

মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের কি হইবে?"

আমি। কাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

মনোমোহিনী উত্তর করিলেন, "এই মিঃ কুক্‌ ও মিসেস্‌ রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

আমি। তাহাদের প্রথমে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে।

মনোমোহিনী কহিলেন, "তাহাদের কি আর খুজিয়া পাওয়া যাইবে? আমার বোধ হয়, আর তাহাদিগকে আপনারা ধরিতে পারিবেন না। আর যদিও তাহাদিগকে ধরা যায়, তথাপি তাহাদের দোষ সপ্রমাণ করা বোধ হয়, শক্ত হইবে।"

আমি। কেন, ধনদাস গোয়েন্দা কাল যেরূপ কথা বলিলেন, তাহাতে মিঃ কুক্‌ ও মিসেস্‌ রায়কে তিনি বোধ হয়, অনায়াসেই অপরাধী সপ্রমাণ করিতে পারিবেন। এলাহাবাদে সম্প্রতি তাহারা যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, এবং তোমাকে হত্যা করিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহাই তাহাদের দোষ সপ্রমাণ করিবার যথেষ্ট উপায় হইবে। তবে তোমার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে একটু গোল বাধিবে কি না, বলিতে পারি না। আজ সকালে নিশ্চয়ই

ধনদাস ও রাজীবলোচন গোয়েন্দা পুলিসের লোকজনের সম্মুখে উদ্যানের মধ্যে যে গোর দেওয়া হইয়াছে, সেই গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিবেন।

মনো। উদ্যানে কি মিঃ মূলারের পিতার দেহ কবর দেওয়া হইয়াছে?

আমি। না, আমার বিশ্বাস, উদ্যানে তোমার পিতার দেহই জীবিতাবস্থায় কবর দেওয়া হইয়াছে। মাটির ভিতর হইতে সে দেহ বাহির করিয়া ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন।

এই কথা শুনিয়া মনোমোহিনীর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গেল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, আর কেন? আমার যা'হবার, তা ত হয়েছে; এখন আপনারা বাবাকে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিতে দিন—আর তাঁহাকে কষ্ট দিবেন না। ডাক্তার সাহেব যাহাই করুন, আমার এই কথাটি মনে রাখিবেন, মিসেস্ রায় আমার পিতার বিবাহিত স্ত্রী ত বটে—যদিও তিনি বিশ্বাসঘাতিনী, যদিও তিনি স্বামিহত্যা করিয়াছেন, তথাপি ধর্ম্মতঃ তিনি আমার বিমাতা ত বটে। আমার যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তাহা ত আর ফিরিবে না; তবে আর তাঁহাকে লইয়া টানাটানিতে কি ফল? আর আদালত-ঘর করিয়া কি লাভ? যদি বাবার জীবন দান করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও আপনি যা' করিতে বলিতেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইতাম; কিন্তু এখন আর এ কলঙ্কের কথা দেশরাষ্ট্র করিয়া কি ফল?"

আমি। মিস্ মনোমোহিনি! তোমার কথায় তোমার উচ্চ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সকল সময়, সকল বিষয়ে এরূপ নরম হইলে কাজ চলে না। আর বিশেষতঃ এখন এ ঘটনা চাপা দিবার আর কোন্ উপায় নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে

তোমার অনুরোধে, না হয় আমি তাহাও করিতাম। এখন এ ঘটনা পুলিসের হাতে পড়িয়াছে—আর ছাড়াইবার কোন উপায় নাই। তা ছাড়া এ সকল কথা সপ্রমাণ করিতে পারিলে, তোমার পিতার অতুল ধন-সম্পত্তির তুমিই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবে। এ অবস্থায় ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

মনোমোহিনী তথাপি যাহাতে তাঁহার পিতার কবর পুনরায় উন্মুক্ত করা না হয়, তজ্জন্য আমায় বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি জানিতাম, সে অনুরোধ বৃথা। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতি কোমল, তাই তিনি আমায় সে কথা বলিতেছিলেন। তর্ক করিয়া তাঁহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলে পাছে হিতে বিপরীত হয়, এই ভয়ে মিথ্যাকথায়, আমি তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া চিকিৎসার্থ বহির্গত হইলাম। মনোমোহিনী আমার বাটীতেই রহিলেন।

৭

বেলা দশটার সময় আমি আলিপুরে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ধনদাস গোয়েন্দা ও রাজীবলোচন উভয়েই তথায় দণ্ডায়মান। পুলিসের লোকজনে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উদ্যানমধ্যে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের কবর উন্মুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু এ বিষয়েও আমার যাহা ধারণা হইয়াছিল, তাহা ভ্রমাত্মক। আমি মিস্ মনোমোহিনীকে বলিয়াছিলাম যে, ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কেই উদ্যানমধ্যে কবর দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু বুঝিলাম, তাহা নয়। কারণ, রাজীবলোচন গোয়েন্দা প্রথমে আমায় বলিলেন,

"দেখুন, এইখানে আপনারা মিঃ মূলারের পিতার মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন।" তার পর তিনি ধনদাসের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ মূলারের সহিত তোমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই ?"

ধনদাস। না।

আমি। মিঃ কুক্ ও মিসেস্ রায়কে ধরিবার জন্য আপনারা কোন বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি ?

রাজীব। না, এখনও কিছু করা হয় নাই। তবে তাহারা যে দুই-চারি দিনের মধ্যে ধরা পড়িবে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ইতিমধ্যে গোর খোঁড়া হইল। বস্ত্রাবৃত একটি মৃতদেহ তাহার ভিতর হইতে দেখা দিল। সে দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার বড় ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। শবদেহটিকে উপরে তুলিতে মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে যে সকল কীট জন্মিয়াছিল, তাহারা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

ধনদাস গোয়েন্দা আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব ! এখন আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত কি না বলুন।"

আমি আর কি বলিব ? সে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। মৃতদেহের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, পচিয়া যেরূপ গলিত ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে মিঃ মূলার আসিয়াও তাঁহার পিতার মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

যথাসময়ে কোম্পানীর ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের অধিকক্ষণ সময় লাগিল না। মিঃ মূলারকে সংবাদ দেওয়া

হইয়াছিল, তিনিও আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার মৃতদেহ সনাক্ত করিতে বলাতে তিনি চিনিতে পারিলেন না। আমি বলিতে পারিলাম না যে, সে কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ, ব্রজেশ্বর রায় বা মিঃ মূলারের পিতার কি না। ধনদাস ও রাজীবলোচন গোয়েন্দার সন্দেহ অনুসারে জুরিগণ, মিঃ কুক্, মিঃ ডিসিল্ভা ও মিঃ রবার্টস যে একই লোক, তাহা স্থির করিলেন না। খুন সাব্যস্থ হইল বটে, কিন্তু কে তাহা করিয়াছে, তাহার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়াতে, গোয়েন্দাগণের সন্দেহ, তাঁহারা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। শমন জারি হইল বটে, কিন্তু ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের হত্যাকাহিনী তাহাতে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

আমি আমার মনের কথা কিছুই প্রকাশ করিলাম না। মনোমোহিনীর অনুরোধে আমায় অনেক বিষয় চাপিয়া যাইতে হইল হয় ত আমি সকল কথা বলিলে, জুরিগণের মনে আর প্রকার ধারণা হইত। মিঃ ডিসিল্ভা, মিঃ কুক্, বা মিসেস্ রায় ও মিঃ রবার্টস্ এই কয় নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। জুরিগণের বিচারে উভয় গোয়েন্দাই অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনের দৃঢ় সন্দেহ তখনও ঘুচিল না। এমন কি ধনদাস আমায় আলাহিদা ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার সাহেব! মনে করিবেন না, আমাদের প্রমাণ প্রয়োগের কিছু অভাব ছিল। আমরা এখন সকল কথা প্রকাশ করিলাম না বলিয়াই জুরিগণ ঠিক বিচার করিতে পারিলেন না।"

আমি। কেন, সকল কথা প্রকাশ করায় কি আপত্তি ছিল?

ধনদাস। আপত্তি অনেক! কাল সকল সংবাদ-পত্রে এ ঘটনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, আমাদের সকল প্রমাণ যদি এখন আমরা জুরিগণের নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে তাহাও সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হইয়া যাইবে। আসামী সেই সকল কথা জানিতে পারিলে, নিজ পক্ষ-সমর্থন করিতে পারিবে। এই সকল কারণে, এ ঘটনায় নিম্ন আদালতে বা করোনার্স কোর্টে সকল কথা প্রকাশ করিলাম না। সেসনে মোকদ্দমা উঠিলে যাহা হয় করা যাইবে।

আমি। কিন্তু সে কাজটা কি ভাল হইল? জুরিগণ যাহা স্থির করিলেন, বড় আদালতে তাহাই আপনার বিপক্ষের কার্য্য করিবে। তা ছাড়া আসামী যদি জানিতে পারে যে, আদালতে তাহার দোষ প্রমাণিত হয় নাই, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে।

ধনদাস। আমরাও ত তাই চাই। তাহা হইলে ধরা সহজ হইবে। আর এদিক্‌কার কথা, যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ব্রজেশ্বর রায়কে ক্রমাগত ক্লোরোফরম করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। যতদিন আপনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। আপনি যে দিন শেষ দেখিয়াছিলেন, সে দিন মিঃ মূলারের মৃতদেহ দেখিয়া ব্রজেশ্বর রায়ের মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ব্রজেশ্বর রায় তখনও জীবিত ছিলেন। সেই রজনীতে মিস্ মনোমোহিনী শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে কাতরস্বরে ডাকিতেছেন, তাহার একবিন্দুও মিথ্যা নয়।

ধনদাস গোয়েন্দার সহিত এ বিষয় লইয়া আর অধিক তর্ক করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং আমি আর কথায় কথা বাড়াইলাম না—বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াও স্থির হইতে পারিলাম না। ধনদাস গোয়েন্দার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না; অথচ তিনি কেমন করিয়া তাঁহার নিজের ধারণা বজায় রাখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। আমার পক্ষে সমস্তই যেন রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

৮

পুলিসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ রাজীবলোচন ও ধনদাস গোয়েন্দা, মিঃ কুক্ ও মিসেস্ কুককে ধরিবার জন্য এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। আজমীরে তাহারা ধরা পড়েন। সেখানে গিয়াও তাঁহারা নাম বদ্‌লাইয়া বাস করিতেছিল; কিন্তু নাম বদ্‌লাইবার ব্যাপারটা গোয়েন্দাদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আর বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা জানিতেন যে, মিঃ কুক্ ও মিসেস্ কুক্ যেথানেই যাইবে, নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিবে।

সেসনে যখন মোকদ্দমা উঠিল, তখন মিঃ কুক্ ও মিসেস্ কুক্ প্রথমতঃ সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিল।

কোম্পানীর তরফের বারিষ্টার মিসেস্ কুক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এলাহাবাদে আপনার সহিত ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়?"

মিসেস্ কুক্। হাঁ।

ব্যারিষ্টার। মিঃ কুকের সহিত আপনার কি রকম সম্পর্ক?

মিসেস্ কুক্। তিনি আমার ভাই।

ব্যারিষ্টারের জেরায় অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িল। মিষ্টার কুক্ যে তাহার ভ্রাতা, তাহা মিসেস্ কুক্ ঠিক প্রমাণ দিতে পারিল না। "সহোদর ভ্রাতা" এ কথা বলিতে সে সাহস করে নাই। বলিয়াছিল, "মিঃ কুক্ দূর সম্পর্কে আমার ভ্রাতা," কিন্তু সেই

সম্পর্কের কথা টানিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে পরিষ্কার উত্তর দিতে অসমর্থ হইল।

অনেক পীড়াপীড়ির পর মিসেস্‌ কুক্‌ যখন দেখিল, তাহার বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই, তখন আর মিথ্যা কথা কহিল না। কোম্পানীর তরফের ব্যারিষ্টার যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। তাহার উত্তরে সকল কথাই প্রকাশ হইল। রাজীবলোচন ও ধনদাস গোয়েন্দা যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা আগাগোড়া ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল। ব্যারিষ্টারের প্রশ্ন ও মিসেস্‌ কুকের উত্তর নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

প্রশ্ন। এলাহাবাদে আপনাদের কুকীর্ত্তি ও হত্যাকাণ্ড, তাহা হইলে আপনি স্বীকার করিয়া লইতেছেন ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। অর্থের লোভে আপনারা ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের সঙ্গ লইয়াছিলেন, এ কথাও স্বীকার করিতেছেন ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। মিঃ কুক্‌ আপনার স্বামী ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। কেন ? এই মাত্র যে আপনি বলিলেন, তিনি আপনার ভ্রাতা।

উত্তর। প্রকাশ্যভাবে যদিও আমরা বিবাহিত নহি, কিন্তু গোপনে আমাদের বিবাহ হইয়াছিল। অবিবাহিত অবস্থায় মিঃ কুকের সহিত আমার প্রণয় হয়। সেই প্রণয়ের ফলে আমার গর্ভ হওয়ায় আমায় কুলত্যাগ করিতে হয়। কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া মিঃ কুকের সহিত ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসি। আজ আট বৎসরকাল

স্বদেশের মুখ দেখি নাই। মিঃ কুকের ঔরসে আমার দুই-তিনটি সন্তানাদি হইয়াছিল, কিন্তু একটিও এখন জীবিত নাই।

প্রশ্ন। আপনি ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়কে হত্যা করিয়াছেন?

উত্তর। আমি একা কেন? আমরা যে কার্য্যই করিয়াছি, উভয়ে মিলিয়া করিয়াছি।

প্রশ্ন। অতিরিক্ত ক্লোরাফরম প্রয়োগে ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। মিস্ মনোমোহিনীকেও মারিবার চেষ্টায় ছিলেন?

উত্তর। হাঁ, তাহা হইলেই আমরা নিষ্কণ্টকে ব্রজেশ্বর রায়ের বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিতাম।

প্রশ্ন। মিঃ মূলারের পিতাকে মিঃ কুক্ ওর্‌ফে মিঃ ডিসিল্‌ভা ছলনায় ভুলাইয়া আনিয়া বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। একটি দরিদ্রের কন্যাকে আপনারা পোষ্য-পুত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং পরে তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়?

উত্তর। তাহাকে আর বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার আবশ্যক হয় নাই। অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ সেবন করানতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

প্রশ্ন। চরণদাস বাবু কাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন?

উত্তর। সেই মেয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তিনি মিস্ মনোমোহিনীর চিকিৎসা করেন নাই?

উত্তর। না, মিস্ মনোমোহিনীকে তিনি দেখেনও নাই। তবে তিনি যাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি মিস্ মনোমোহিনী

বলিয়া জানিতেন। অর্থাৎ সেই মেয়েটিকে আমরা চরণদাস বাবুর নিকট মিস্ মনোমোহিনী বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। রাজীবলোচন গোয়েন্দাকে আপনারা কি প্রকারে অচেতন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

উত্তর। ডাক্তার ওগিল্‌ভি সাহেব মিস্ মনোমোহিনীর কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমি ক্লোরাফরমের রুমালখানি রাজীবলোচন গোয়েন্দার নাকের উপর চাপিয়া ধরি। তিনি পুরুষ মানুষ, আমি স্ত্রীলোক, তাঁহার জোরে আমি পারিব কেন? তথাপি প্রাণের দায়ে প্রাণপণে যতক্ষণ সাধ্য, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রুমালখানি তাঁহার মুখের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। শেষে তিনি আমার হাত ছাড়াইতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন আর তাঁহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। ক্লোরাফরমের তেজে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই মূর্চ্ছার উপর আমি আবার অধিক মাত্রায় তাঁহাকে ক্লোরাফরম প্রয়োগ করিলাম। যখন তিনি একবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলেন, তখন তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া পাশের একটা ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া দিলাম। পাছে সত্বর চৈতন্য হয়, সেইজন্য আর একখানি রুমালে উত্তমরূপে ক্লোরাফরম মিশ্রিত করিয়া তাঁহার মুখের উপর বাঁধিয়া রাখিয়া যেখানে মিঃ কুক্ মিস্ মনোমোহিনীর জন্য গোর খুঁড়িতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলাম।

প্রশ্ন। সেখানে গিয়া একজন অপরিচিত লোককে মিঃ কুকের সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাকেও ক্লোরাফরম দিবার চেষ্টায় ছিলেন?

উত্তর। চেষ্টায় ছিলাম কেন, তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া দুই-এক ঘা ছোরার খোঁচা মারিয়া দাগী করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম।

প্রশ্ন। মিস্ মনোমোহিনী বলিয়া চরণদাস ডাক্তারের কাছে যে রমণীর পরিচয় দিয়াছিলেন ও তাঁহার দ্বারা যাহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, তাহার আকৃতি কি ঠিক মিস্ মনোমোহিনীর ন্যায় ?

উত্তর। হাঁ, অনেকটা বটে।

প্রশ্ন। মিঃ মূলারের পিতার আকৃতিও কি ব্রজেশ্বর রায়ের মত ?

উত্তর। হাঁ, প্রায় বটে।

প্রশ্ন। আপনারা তাহা হইলে অনেক সন্ধানের পর বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করিবার লোক স্থির করিতেন ?

উত্তর। সে কার্য্যের ভার মিঃ কুকের উপরেই ছিল।

প্রশ্ন। আপনারা এরূপ হত্যাকাণ্ড অনেক সমাধা করিয়াছেন দেখিতেছি। ধরা পড়িবার ভয় কি আপনাদের প্রাণে ছিল না ?

উত্তর। ধরা পড়িবার ভয়ই যদি থাকিবে, তবে এ কাজ করিব কেন ? তাহা ছাড়া আমরা যেরূপ সাবধান ও সতর্কতার সহিত সকল কার্য্য করিতাম, তাহাতে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে আপনাদের কোন আত্মীয় আছেন ?

উত্তর। না, অন্য লোকের সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে ত পাঁচজনের সহিত আলাপ পরিচয়, আত্মীয়তা, বন্ধুতা স্থাপিত হইবে। আমরা কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না। প্রকৃতপক্ষে ভিড় কমাইবার আমরা চেষ্টা করিতাম।

প্রশ্ন। আপনারা যে রজনীতে এখান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সে রজনীতে আপনাদের হাতে টাকা-কড়ি দলিল-পত্র কিছু ছিল ?

উত্তর। বার-চোদ্দ হাজার টাকা ছিল। দলিল-পত্রও সমস্ত লইয়া গিয়াছিলাম। পুলিস আমাদের হস্ত হইতে সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই স্থলে বিচারপতি দলিল-পত্র সমস্তই দেখিতে চাহিলেন। রাজীবলোচন গোয়েন্দা সে সমস্ত তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, দলিল-পত্রও মিসেস্ কুক্ জাল করাইয়াছিল।

প্রশ্ন। দলিল-পত্র জাল করা হইয়াছিল কেন?

উত্তর। মিস্ মনোমোহিনীকে ফাঁকী দিবার জন্য। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয় উইল করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি সমস্তই মিস্ মনোমোহিনী পাইবেন। অন্যান্য বিষয়-আশয় আইন অনুসারে যদিও মিসেস্ রায় প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহার দান-বিক্রয়ের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। মিসেস্ রায়ের অবর্ত্তমানে মিস্ মনোমোহিনী বা তাঁহার পুত্র-কন্যা যিনি বা যাঁহারা বর্ত্তমান থাকিবেন, তিনি বা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ উইল রাখাতে আমার কোন ইষ্টাপত্তি ছিল না দেখিয়া জাল উইল করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ব্রজেশ্বর রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর সেই জাল উইল প্রমাণ করাইতে পারিলেই রায় মহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তির আমি একা উত্তরাধিকারিণী হইতাম।

বিচারপতি আর মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। আসামী সকল কথাই স্বীকার করিলেন দেখিয়া তিনি রায় দিলেন।

বিচারের ফলে মিঃ কুক্, মিসেস্ রায়, ওরফে মিসেস্ কুক্ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। মিসেস্ মনোমোহিনী পৈত্রিক সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইলেন এবং আদালত হইতে আমাকে এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত করা হইল।

সমাপ্ত।